Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

326.
4/89
LIBRARY
No. [redacted] 3/167
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BENARES.

অখণ্ড-সংহিতা

(১০)

বা

শ্রীশ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের উপদেশ-বাণী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
LIBRARY
SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM
BHADAINI, VARANASI-1
No. 3/167
Book should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 Paise daily shall have to be paid.
CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ

৭/৬৫

অখণ্ড-সংহিতা

বা

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের

উপদেশ-বাণী

LIBRARY
No. ৬৫৫৫
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

দশম খণ্ড

(প্রথম বাংলা সংস্করণ ১৩৫৩)

৭/৬৫
3/167

ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
ও
ব্রহ্মচারী প্রেমশঙ্কর
সম্পাদিত

স্বরূপানন্দ গ্রন্থ-সদন লিমিটেড
১০৮-নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক :—
শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী।
স্বরূপানন্দ গ্রন্থ-সদন লিমিটেড
১০৮নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট. কলিকাতা।

অপরাপর প্রাপ্তিস্থান :—
১। নারীমঙ্গল শিল্প-মন্দির
ডি ৫১।১৫৮ লক্ষ্মীকুণ্ড, বেনারস
২। কবিরাজ শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর বিদ্যারত্ন
৩৬নং কৈলাস বসু ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ALL RIGHTS RESERVED

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

এই গ্রন্থের হিন্দী, আসামী. উড়িয়া, মারাঠী, উর্দ্দু, তেলেগু, তামিল, পাঞ্জাবী, সিন্ধি, ইংরেজী প্রভৃতি সর্ব্বভাষায় অনুবাদসহ মূল বাংলা সংস্করণের সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত। কেহ বিনা অনুমতিতে মুদ্রণে অধিকারী হইবেন না।

Printed by
Digambar Debnath.
at
Silpasram Press, 4, Fordyce Lane
Calcutta.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY 3/167
No. ....
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

নিবেদন

মঙ্গলময়ের অপার করুণায় "অখণ্ড সংহিতা" বা "শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের উপদেশ-বাণী" নামক মহাগ্রন্থের বাংলা সংস্করণের দশম খণ্ড প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থের হিন্দী সংস্করণেরও প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে এবং হিন্দী দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রণের কার্য্য চলিতেছে। বাংলা সংস্করণ যেরূপ [illegible]দায়তন করা হইয়াছে, হিন্দী সংস্করণ তদ্রূপ করা হয় নাই। কেন না, কাগজের অভাবে বৃহৎ [illegible]সমহ বাহির করিতে অত্যন্ত বিলম্ব হইয়া যায়, পরন্তু অপেক্ষাকৃত অল্পায়তন খণ্ডসমূহ যত [illegible]ই হউক তাড়াতাড়ি বাহির করা যায়। তবে, হিন্দী সংস্করণ সম্পর্কে নিয়ম এই করা হইয়াছে যে, "স্বরূপানন্দ গ্রন্থসদন লিঃ" নামক কোম্পানীর ৩০ ত্রিশ টাকা মূল্যের শেয়ারের অংশীদারগণ ৩২ খণ্ড এবং ৬০৲ টাকা মূল্যের শেয়ারের অংশীদারগণ ৬৪ খণ্ড পর্য্যন্ত কোম্পানীর ১১১ নং বিধান অনুযায়ী বিনামূল্যে পাইবেন।

গ্রন্থের ইংরেজী সংস্করণও দুই এক মাস মধ্যে প্রেসে যাইতেছে।

একটা মানুষের জীবনে যত প্রকারের সমস্যা সমুদ্ভূত হইতে পারে "অখণ্ড-সংহিতা"র কোথাও না কোথাও তাহার সুনির্দ্দিষ্ট, সুনিশ্চিত, সুষ্ঠুতম সমাধান রহিয়াছে। ইহা কোনও কল্পিত গ্রন্থ নহে। যে দিন যে ব্যক্তি যেরূপ উপদেশের জন্য আসিয়াছেন, সে দিন তাঁহার প্রয়োজন অনুরূপ উপদেশ শ্রীশ্রীবাবা দিয়াছেন। বৃদ্ধ, বালক, নারী, পুরুষ, সচ্চরিত্র, দুশ্চরিত্র, ধনী, দরিদ্র প্রভৃতি সকলেই তাঁহার কাছে আসিয়াছেন এবং নিজ নিজ প্রয়োজনোপযোগী উপদেশ পাইয়াছেন, সেই সকল উপদেশের ইহা সমাহার-গ্রন্থ। এই কারণেই শুধু এক বয়সের বা এক শ্রেণীর লোকদের উপযোগী উপদেশসমূহ ইহাতে গ্রন্থন করা সঙ্গত জ্ঞান করা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয় নাই। এই মহাগ্রন্থের যাবতীয় খণ্ডগুলির প্রকাশ হইয়া গেলে তখন এক এক রুচির এক এক শ্রেণীর ব্যক্তিদিগের প্রয়োজনীয় উপদেশ সমূহ পৃথক ভাবে সঙ্কলন করিয়া প্রকাশ করা হয়ত প্রয়োজন হইবে। "ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধীয়তে"। তাৎকালিক সুযোগ বুঝিয়া তাহার সদ্ব্যবহার আমরা করিব।

গ্রন্থের যেই সকল অংশ সর্ব্বসাধারণকে লইয়া একত্র পাঠ করা অসুবিধা-জনক, তাহা বাদ দিয়া নিত্য-পাঠ্য-রূপ অনুষ্ঠান অনায়াসে চলিতে পারে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে ঐ সকল উপদেশ শত শত লোকের কাজে আসিয়াছে, ইহা আমরা প্রত্যক্ষভাবে অবগত আছি। এই কারণে গ্রন্থ হইতে ঐ সকল উপদেশ বাদ দেওয়া সাধারণতঃ আমরা সঙ্গত বিবেচনা করি নাই।

স্বরূপানন্দ গ্রন্থ-সদন লিমিটেডের তিন অংশের মালিকেরা "অখণ্ড-সংহিতার" প্রথম হইতে অষ্টম খণ্ড পর্য্যন্ত কোম্পানীর ১১১নং বিধান অনুযায়ী বিনা মূল্যে পাইয়াছেন। আরও তিন অংশ যাঁহারা নিয়াছেন, তাঁহারা উক্ত বিধানেই নবম হইতে ষোড়শ খণ্ড পর্য্যন্ত পাইবেন। এতদ্ব্যতীত বাহিরের গ্রাহকদিগকে নগদ মূল্যে বিক্রয়ের জন্য কতিপয় খণ্ড সংরক্ষিত আছে। যাঁহাদের সহযোগিতায় ক্রমে ক্রমে খণ্ডের পর খণ্ড করিয়া এই গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হইতেছে, আমাদের সেই সকল পৃষ্ঠপোষক, গ্রাহক এবং অনুগ্রাহক-দিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। এই গ্রন্থের প্রচার বৃদ্ধির জন্য যাঁহারা শ্রম স্বীকার করিতেছেন, তাঁহারা আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতার ভাজন হইয়াছেন। অলমতিবিস্তরেণ। ইতি

নিবেদক—

শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ

অখণ্ড-সংহিতা

বা

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের

উপদেশ-বাণী

(দশম খণ্ড)

কলিকাতা

৬ কার্ত্তিক, ১৩৩৯

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব ৩৬নং কৈলাস বসু ষ্ট্রীটে অবস্থান করিতেছেন। অদ্য শ্রীশ্রীবাবা কয়েকজনকে কয়েকখানা পত্র লিখিলেন।

মানুষ হও

দ্বারভাঙ্গা-নিবাসী জনৈক বিহারী যুবককে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"Be a man and a man of supreme genuineness. It is not your bank account that will tell me what you are. It is your sincere service for man and God that will tell me what you are worth. Testify by your unimpeachable character alone that you are really a child of mine. The real test of my life-long labours lies in the man that they may produce."

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

[বঙ্গানুবাদ :—মানুষ হও, পূরা খাঁটী মানুষ হও। ব্যাঙ্কে তোমার কত টাকা আছে, তাহা দিয়া তোমার পরিচয় হইবে না। মানুষ এবং ভগবানের জন্ত তোমার অকপট সেবার ভিতর দিয়াই তোমার যোগ্যতার পরিমাপ হইবে। একমাত্র তোমার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের দ্বারা প্রমাণিত কর যে, তুমি আমার সন্তান। আমার জীবনব্যাপী পরিশ্রমের প্রকৃত পরিচয় হইবে তাহাদের দ্বারা, যাহারা ইহার ফলে গঠিত হইবে।]

তুচ্ছ জিনিষ তুচ্ছ নয়

রহিমপুর আশ্রমের জনৈক কর্ম্মীকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"শত শত প্রতিভাশালী ব্যক্তি আসিয়া তোমাদের কাজে যোগ দিল না, এই দুঃখ মনে পোষণ করিও না। ছাগল দিয়া গরুর কাজ, গাধা দিয়া ঘোড়ার কাজ, নিরক্ষরকে দিয়া স্বল্পাক্ষরের কাজ, স্বল্পাক্ষরকে দিয়া বিদ্বানের কাজ তোমাদিগকে করাইতে হইবে। একদিকে ইহাই যেমন প্রয়োজন, অপর দিকে ইহা তোমাদের কৃতিত্বের বর্দ্ধক হইবে। নির্ব্বোধকে দিয়া অল্পবুদ্ধির কাজ, আর স্বল্পবোধকে দিয়া মহাবোধের কাজ করাইতে হইবে। যার যতটুকু শক্তি এবং যোগ্যতা, তাকে দিয়া তাহার অধিক কাজ করাইবার কৌশল তোমাদের আয়ত্ত করিতে হইবে। প্রতিভাবান্ সহকর্ম্মী পাইতেছ না বলিয়া আফশোষ কেন? সঙ্ঘের কাজে আনুগত্যের চেয়ে কি প্রতিভার মূল্য বেশী? প্রতিভাবানেরা সকল সময়েই প্রতিষ্ঠানের আয় নহে, ইহারা অনেক সময়ে প্রতিষ্ঠানের অপব্যয়। ক্ষুদ্র ছল, তুচ্ছ ছুতা শক্ত খুঁটিতে ধরিয়া জোড়া প্রতিষ্ঠানকে তিন টুকরা করিয়া ভাঙ্গিবার শক্তি প্রতিভাবানের মধ্যেই বেশী থাকে। ব্যক্তিত্ববোধ ও অহমিকাকে অনেক স্থলে প্রতিভাবানেরা ভদ্রভাষার ও মিষ্ট ব্যবহারের আবরণে লুকাইয়া রাখে। সুতরাং যে আসিতেছে, তাহাকেই আদর করিয়া বুকে তুলিয়া লও। গুরুগোবিন্দ পায়রা দিয়া বাজের সাথে লড়াই করাইয়াছিলেন, তোমরা তুচ্ছ নগণ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সামান্ত ব্যক্তিদের দ্বারা অসামান্ত কাজ করাইবে। তুচ্ছ জিনিষও তুচ্ছ নয়, যদি তার সদ্ব্যবহার করিতে জান।"

মাতৃ-পিতৃ-সেবা

ময়মনসিংহ-শেরপুর নিবাসী জনৈক পত্রলেখককে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"শাস্ত্রে আছে, পিতার সেবায় ইহলোক এবং মাতার সেবায় পরলোক জিত হয়। অর্থাৎ পিতৃসেবার ভিতর দিয়া ইহকালের সুখ, শান্তি ও সৎকীর্ত্তি এবং মাতার সেবার ভিতর দিয়া পরলোকের শান্তি, আনন্দ ও পরিতৃপ্তি অর্জ্জিত হয়। এ কথাকে নিতান্ত তুচ্ছ মনে করিও না। অন্য যে আদর্শকেই ভাল বলিয়া বোধ কর, তাহার সেবা মাতৃ-পিতৃ-সেবার অবিরোধে করিতে চেষ্টা পাইও। পিতার আশীর্ব্বাদে শরীর শ্রমক্ষম এবং মাতার আশীর্ব্বাদে মন শ্রমক্ষম হইয়া থাকে। ইঁহাদের অকপট আশীষ সংগ্রহের চেষ্টায় কৃপণতা সঙ্গত নহে। সেই চেষ্টায় তুমি কৃপণ হইও না। আশ্রমে আসিয়া ত্যাগীর জীবন যাপন করিতে চাহ, ভাল কথা। এখানে আসিয়াও অনুগত হইয়া জীবন গঠন করিতে হইবে,—নিজে বেশী বুঝিলেও অপর শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে আচার্য্য মানিয়া তাঁহার উপদেশ পালনের মধ্য দিয়া জীবন গঠনের অক্লান্ত শ্রম করিতে হইবে। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজ গৃহে পিতামাতার অবাধ্য হইয়াছে, সে এইখানে আসিয়া কি করিয়া নম্র, বিনীত ও আজ্ঞাবহ হইবে? ইহা বিশেষ বিবেচনার কথা। একস্থানে যে দুর্ব্বিনীত অভ্যাসসমূহের অনুশীলন করিয়াছে, অন্যত্র আসিয়া সে সেই অভ্যাস পরিবর্ত্তিত করিবে কি করিয়া? চেষ্টা করিতে গেলেও বারংবার পূর্ব্বসংস্কার তাহাকে দিয়া অবাঞ্ছিত আচরণ করাইয়া লইবে। এইজন্যই আমার উপদেশ বর্ত্তমানে তোমার জন্য এই যে,—'পিতৃদেবো ভব, মাতৃদেবো ভব',—পিতাকে দেবতা জ্ঞানে পূজা দ্বারা প্রসন্ন কর, মাতাকে দেবতা জ্ঞানে ভক্তির দ্বারা আপন কর।' পিতামাতাকে সেবা করিতে শিখিলে, সেই শিক্ষা নিখিল জগতের সেবায় ক্রমশঃ কাজে আসিবে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মৃত ব্যক্তির মঙ্গলার্থ জপযজ্ঞ

আসাম গোয়ালপাড়া নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"তোমার প্রিয়জন-বিয়োগে আমি আমার অকপট সমবেদনা এবং সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি। কিন্তু তুমি শোকার্ত্ত হইয়া সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছ জানিয়া বেদনানুভব করিতেছি। সম্যক্ ঈশ্বর-নির্ভর না আসা পর্য্যন্ত কেহ শোক-জয় করিতে পারে না। এজন্য আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে, দ্রুত তোমার ঈশ্বর-নির্ভর সম্যগ্ রূপে প্রতিষ্ঠিত হউক এবং তুমি বিগতশোক হও। কিন্তু ইতিমধ্যে শোকার্ত্ততা হেতু অবিরাম হা-হুতাশ করিয়া জীবনের অমূল্য সময় বৃথা অতিবাহন না করিয়া, পরলোকপ্রস্থিত প্রিয়জনের আত্মিক কুশলের লক্ষ্যে তুমি মঙ্গলময় ভগবানের নাম জপে নিরত হও। আত্মীয়ের কাছে আত্মীয় নিশ্চিতই ইহপর-জীবনে সাহায্য প্রত্যাশা করিয়া থাকে। তোমার স্বর্গত প্রিয়জন সমগ্র জীবনে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যে সকল পাপানুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহাকে মুক্ত করিবার জন্য পবিত্র জপযজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। প্রথম এক লক্ষ নামজপ তাঁহার মিথ্যাচরণজনিত পাপ হইতে মুক্তির জন্য অনুষ্ঠান কর। দ্বিতীয় এক লক্ষ জপ তাঁহার সর্ব্ববিধ পরপীড়ন-জনিত পাপ হইতে মুক্তির জন্য অনুষ্ঠান কর। তৃতীয় এক লক্ষ জপ তাঁহার সর্ব্ববিধ স্বার্থপরায়ণতার সংস্কার-মুক্তির জন্য অনুষ্ঠান কর। চতুর্থ একলক্ষ জপ তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনে যোগীনাং শ্রীমতাং গেহে জন্মগ্রহণের সুচারুতা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান কর। পঞ্চম একলক্ষ জপ তাঁহার পরবর্ত্তী দেহে সর্ব্বতোভাবে ভগবৎ-সমর্পিত চিত্তে জীবকল্যাণকল্পে নিরত থাকার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান কর। ষষ্ঠ একলক্ষ জপ তোমার ও তাঁহার পার্থিব সম্বন্ধের ভিতরে যত মানস সংস্কার, অজ্ঞাতসারে কল্যাণ-বিরোধী হইয়া, জাত হইতেছিল বা হইয়াছিল, তাহাদের অবসান কামনায় অনুষ্ঠান কর। সর্ব্বশেষ এক লক্ষ জপ তোমার, তাঁহার এবং নিখিল ভুবনের প্রত্যেক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাণীর আত্মকল্যাণের ভিতর দিয়া জগৎ-কল্যাণের এবং জগৎকল্যাণের ভিতর দিয়া আত্মকল্যাণের আহরণ কল্পে প্রেরণা জাগরণের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান কর। এই সাতলক্ষ নামজপ তোমাকে ও তাঁহাকে নরক হইতে উদ্ধার করিবে, নিত্য অশোক ও বিগতভয় করিবে। যাহা বলিলাম, তাহাকেই প্রকৃত শ্রাদ্ধ বলিয়া জ্ঞান কর।"

শিশুরক্ষা ও শিশুর ভবিষ্যৎ

তমলুক (মেদিনীপুর) হইতে একটী মহিলা-সমিতির কর্ম্মীরা শ্রীশ্রীবাবার নিকটে এক পত্র লিখিয়াছেন। সেই পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"স্নেহের মায়েরা, তোমরা যে একটী শিশু-প্রতিপালনের প্রতিষ্ঠান গড়িতে অভিলাষ করিয়াছ, তাহা জানিয়া প্রীত হইয়াছি। শৈশব এবং বাল্য এই দুইটী বয়স যে মানুষের জীবনের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সতর্ক যত্নের বয়স, একথা বুঝিবার সময় আসিয়াছে। শিশুকে লইয়া সুরু করিলেই কালক্রমে সমগ্র জাতিটাকে গড়িয়া তোলার ব্যবস্থা হইয়া যাইবে। দেশে যে লক্ষ লক্ষ শক্তিশালী পুরুষ ও শক্তিশালিনী নারীর প্রয়োজন, এ কথায় মতভেদ নাই। কিন্তু শৈশবে যদি প্রত্যেকে না উপযুক্ত যত্ন পায়, তাহা হইলে ভগ্নদেহ ভগ্নমন যুবকযুবতীদের কাছ হইতে অত্যধিক কিছু প্রত্যাশা করা চলে না। এক মহাযুদ্ধ সেদিন গেল, সম্মুখে আর এক মহাযুদ্ধ আসিতেছে। সেই যুদ্ধ যদি ভারতের প্রত্যক্ষ মঙ্গলের জন্য হয়, তাহা হইলে লক্ষ লক্ষ শক্তিমান্ পুরুষকে সীমান্তে এবং লক্ষ লক্ষ শ্রমশীলা রমণীকে কৃষিক্ষেত্রে বা কারখানায় প্রয়োজন হইতে পারে। সেই যুদ্ধও কোনও প্রকারে চলিয়া যাইবে। কিন্তু ইহার পরে তদপেক্ষা বৃহত্তর যে মহাযুদ্ধ জগতের সমক্ষে আসিতেছে, অর্দ্ধ শতাব্দী পরবর্ত্তী সেই সময়ের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে সত্য, ধর্ম্ম ও ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য বলির-মানুষের প্রয়োজন হইবে কোটির হিসাবে। প্রত্যেক দেশের সামরিক প্রয়োজনের দিক তাকাইয়াও শিশুকে উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। কিন্তু দেশ, জাতি ও জগতের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের দিকে তাকাইলেও ক্ষুদ্র শিশু অতি বৃহৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সামগ্রী বলিয়া মনে হইবে। কোন প্রকারেই ইহাদের সম্পর্কে দৃষ্টিহীন হইতে পারি না। এই কারণেই তোমাদের সংসঙ্কল্পের কথা জানিয়া আনন্দিত হইয়াছি। তবে একটী কথা এই যে, একাজে হাত দিবার আগে এ কার্য্য সম্পর্কে সবিশেষ তথ্য সংগ্রহ করিতে এবং সুপ্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া লইতে চেষ্টা করিও। কারণ, জন্মের পরে প্রথম দুইটী বছর ব্যাপিয়া মানব-শিশুর মস্তিষ্কের আবরণের সন্নিকটস্থ কুঞ্চন-(convolutions)-সমূহের যে ক্রমবিকাশ ঘটিতে থাকে, বুদ্ধি, শ্রমশক্তি, উদ্ভাবনী প্রতিভা প্রভৃতি সর্ব্ববিধ বিশিষ্টতার সহিত তাহার বিশেষ ঘনিষ্ঠ সংযোগ রহিয়াছে। পশু-শিশুর সহিত মানব-শিশুর একটা বিশেষ পার্থক্য এই যে, যাহা কিছু আবশ্যকীয় মানসিক শক্তি এবং শরীরের প্রায় সম্পূর্ণ গঠন লইয়াই পশুশিশু মাতৃগর্ভ হইতে বহির্গত হয়। নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে এবং নিজের বুদ্ধিতে নিজে চলিতে তাহাকে দীর্ঘকাল মায়ের যত্নের প্রতীক্ষা করিতে হয় না। পরন্তু, পৈত্রিক শক্তি অতি অস্ফুটভাবে নিয়া মানব-শিশু ভূমিষ্ঠ হয় এবং ভূমিষ্ঠ হইবার পরে বুদ্ধি ও হাটা-চলার স্বাধীন-শক্তি অর্জ্জন করিতে তাহাকে দীর্ঘকালের সযত্ন দৃষ্টির অধীন থাকিতে হয়। মানব শিশুর মস্তিষ্ক ও গঠন দীর্ঘ দিনে পূর্ণতা পায় বলিয়াই তাহার এই অসহায় অবস্থাটা দীর্ঘতর-স্থায়ী। এই কারণেই জীবনের প্রথম কয়েকটা বৎসর শিক্ষিত ব্যক্তির নিপুণ হস্তের সুবিবেচিত যত্নের আবশ্যকতা। যাহা গ্রহণের, গর্ভাধানের সঙ্গে সঙ্গেই শিশু সেই পৈত্রিক সম্পদ পাইয়াছে, কিন্তু সেই শক্তির পূর্ণবিকাশ বিশেষভাবেই ক্ষতি-গ্রস্ত হইতে পারে, যদি ভূমিষ্ঠ হইবার পরে প্রথম কয় বৎসর, বিশেষ ভাবে প্রথম দুই বৎসর, সে ভালভাবে না প্রতিপালিত হয়। এই জন্যই বলিতেছি যে, প্রচুর তথ্য এবং অভিজ্ঞতা সংগ্রহের চেষ্টা আগে করিও। কার্য্য আরম্ভ করিবার পরে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিবে, এইরূপ যুক্তির দ্বারা পরিচালিত হইলে কতকগুলি শিশু নিরর্থক তোমাদের হাতে মরিতেও পারে। জলে না নামিয়া সাঁতার শেখা যায় না ইহা সত্য, কিন্তু জলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নামিবার আগেও করণীয় কাজ আছে। তাহা করিয়া লওয়া আবশ্যক এবং সাঁতার-জানা লোক সঙ্গে রাখা প্রয়োজন। শিশু-রক্ষা ও শিশু পালনের প্রতিষ্ঠান গঠনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে ইতস্ততঃ জনমত ক্রমশঃ সজাগ হইতেছে, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই সময়ে সুনিপুণ হস্তে জনমতের দাবী পূরণের চেষ্টা প্রয়োজন। একটী অনিপুণ হস্তের অপক্রিয়া ভবিষ্যতের জন্য পাঁচটী সুনিপুণ হস্তের সেবা হইতে সমাজকে বঞ্চিত করিয়া দিতে পারে।

"অপর একটী আবশ্যকীয় বিষয়েও আমি এই প্রসঙ্গে তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সঙ্গত মনে করিতেছি। শিশুগুলির মধ্যে অনেকগুলিই ত' বড় হইবে এবং তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষারও একটা ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক হইবে। কিন্তু শিশুগুলির শিক্ষা হইবে কি প্রকার এবং ধর্ম্মবোধ কোন্ নির্দ্দিষ্ট সাধন-তন্ত্রকে অবলম্বন করিয়া বিকশিত হইবে, তৎসম্পর্কে গোড়াতেই একটী সুস্পষ্ট ধারণা নিয়া কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত-নির্ণয়ের ভার ভবিষ্যতের স্কন্ধে চাপাইয়া দিলে পরিণামে অসামাজিক ও সামাজদ্বেষী, অধার্ম্মিক ও ধর্ম্মদ্বেষী, জন-সমষ্টির উৎপত্তি ঘটা আশ্চর্য্য নহে। শৈশব এবং কৈশোরের সংস্কারগুলি মিলিয়াই যৌবনের আবেগকে সৃষ্টি করে এবং যৌবনের প্রয়াস যাইয়া প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্যের স্থির বিশ্বাসে পরিণত হয়। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান যেভাবেই গড়া সুরু কর, শিশুর জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার সুদীর্ঘ জীবনের শান্তিময় অবসান পর্য্যন্ত প্রত্যেকটী অবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া কার্য্যক্রম নির্ণয় করিতে হইবে।"

প্রণব, পরমহংস ও অজপা

অদ্যকার ডাইরির সাথে শ্রীশ্রীবাবার লিখিত একখানা কাগজের টুকরা পাওয়া গেল। শ্রীশ্রীবাবা যখন মৌনী থাকেন, তখন এভাবে সংক্ষেপে জটিল বিষয় লিখিয়া রাখেন। এই কাগজের টুকরাটী আজিকারই লেখা কিনা, তাহা নির্ণয় করা সম্ভব হইতেছে না। কিন্তু আজিকারই তারিখের কাগজ-পত্রের সঙ্গে থাকায় আমরা এখানে তাহার অনুলিপি দিতেছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্ভবতঃ সাধন-রহস্য সম্পর্কে কোনও জিজ্ঞাসু ব্যক্তির পরপর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা ইহা লিখিয়াছেন। যথা,—

"আমার মনে হয়, তোমার কথিত মন্ত্রটী আধুনিক। প্রণব যে প্রাচীনতম মন্ত্র এই বিষয়ে সাধকদের মধ্যে কুত্রাপি মতভেদ দেখি না। ওঙ্কারের প্রামাণ্য সকলেই স্বীকার করিতেছেন। শুনিয়াছি, বেদে তোমার কথিত মন্ত্রটীর উল্লেখ আছে, কিন্তু মন্ত্ররূপে নহে, শব্দরূপে। বৈদিক শাস্ত্রে তোমার কথিত শব্দটীর কতবার ব্যবহার আছে জানি না। কিন্তু ওঙ্কারের ব্যবহার অসংখ্যবার আছে, মন্ত্ররূপেও আছে, মন্ত্রের অংশরূপেও আছে। তোমরা যে সকল শব্দকে এক একটী মন্ত্র বলিয়া মনে করিয়া থাক, তাহার অনেকগুলিই প্রকৃত প্রস্তাবে মন্ত্র নয়, বরঞ্চ সাধনের এক একটা সূক্ষ্ম ইঙ্গিত বা গুপ্ত সঙ্কেত। সেই সকল ইঙ্গিতের লক্ষ্য এই যে, উহা অনুসরণে নাদাত্মক পরব্রহ্ম মহাপ্রণবের রসাস্বাদন সম্ভব হইবে। হাঁ, শ্বাস-গ্রহণকালে তিনি তোমাতে আসিয়া তোমার যৌবন সম্পাদন করিতেছেন, স্মরণ রাখিও। প্রশ্বাস ছাড়িবার কালে মনে রাখিও, তুমি তাঁতে ডুবিয়া যাইতেছ, তোমার নিজত্ব নাই, তুমি মৃত। এই সঙ্কেত ভুলিয়া অর্থহীন বিতণ্ডায় ডুবিয়া লাভ কি? অনেকে মনে করেন, নির্দ্দিষ্ট একটা মন্ত্র যিনি জপ করেন, তিনিই পরমহংস। এই কথাটার অর্থ দুর্ব্বোধ্য। হংস=আত্মা। পরমহংস=পরমাত্মা। যিনি নিজেকে পরমাত্মার সহিত অভেদ জানেন, তিনিই জ্ঞানী পরমহংস। যিনি অব্যভিচারিণী নিষ্ঠার অনণ্যশরণ হইয়া পরমাত্মাতে আত্মসমর্পণ করেন, তিনি ভক্ত পরমহংস। যিনি সর্ব্বোদ্দেশ্য-বিহীন হইয়া একমাত্র পরমাত্মার প্রীত্যর্থে কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তিনি কর্ম্মী পরমহংস। হংসের গুণ নীর হইতে ক্ষীর গ্রহণ। পরমহংসের গুণ সকল অসার বস্তু হইতে পরম সারবস্তু গ্রহণ। অর্থাৎ সর্ব্ববস্তুতে, সর্ব্বঘটনায়, সর্ব্বকালে পরমাত্মা-দর্শন। নির্দ্দিষ্ট একটী মন্ত্র জপা বা না-জপার সাথে পরমহংসত্ব লাভের কোনও সম্পর্ক নাই। যে মন্ত্রই সাধন কর, যদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর বা মালা না জপিয়া অবিচ্ছেদ সাধন করিতে পার, তবে 'অজপা' সাধন হইল। শ্বাস-প্রশ্বাস যোগে যে মন্ত্রই সাধিত হউক, তাতেই অজপা সাধন হয়। হৃৎ-স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে নাম জপিলে অজপা হয়; পথ চলিতে চলিতে পায়ের তালে তালে জপিলেও অজপাই হয়। কিন্তু তুমি পথ সর্ব্বদা চলনা, হৃৎস্পন্দনের শব্দ সর্ব্বদা লক্ষ্য করা যায় না। তাই যত প্রকারের অজপা সাধক-সমাজে সাধারণতঃ চল আছে, তন্মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাসই শ্রেষ্ঠ। এবং শ্রেষ্ঠ বলিয়াই 'অজপা' বলিতে শ্বাস-প্রশ্বাসকেই বুঝাইতেছে। এটা যোগরূঢ় অর্থ। শ্বাসপ্রশ্বাসে নাম-জপ স্থূল অজপা, শ্বাস-প্রশ্বাসের তোয়াক্কা না রাখিয়া অবিচ্ছেদ অবিরাম নদীতরঙ্গবৎ নামাভ্যাস সূক্ষ্ম অজপা। সুদূর হইতে সমতালে তূর্য্যধ্বনিবৎ সূক্ষ্ম অজপার অনুভূতি। সূক্ষ্ম অজপা দেহবুদ্ধির বিনাশক। স্থূল অজপায় মন ভ্রূমধ্যসেবী, সূক্ষ্ম অজপায় সহস্রারসেবী। হাঁ, মালাজপের পরিণামেও সূক্ষ্ম অজপা ব্যক্তিবিশেষে সুসাধ্য। শ্বাসযোগে নাম জপে বায়ুর গতিবিচ্ছেদে সূক্ষ্ম অজপা সহজ।"

কলিকাতা
৭ই কার্ত্তিক, ১৩৩৯

অপরাহ্ণে কতিপয় উপদেশ-প্রার্থী আসিয়াছেন।

নাম ছাড়িও না

একজনকে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সৈনিক যেমন জাতীয় পতাকা দৃঢ় হস্তে ধারণ ক'রে যুদ্ধ করে, প্রাণ গেলেও পতাকা ছাড়ে না, তেমনি সংসারের সহস্র বিঘ্নের মাঝেও ভগবানের নাম ছেড়ো না।

অর্থ ও পরমার্থ

অপর একজনকে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন অর্থ অর্জ্জন কর, কিন্তু অর্থ যেন পরমার্থকে না ভুলায়। বরং পরমার্থ সাধনের উদ্দেশ্য নিয়ে অর্থ অর্জ্জন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

...র অধীন ক'রো না, পরমার্থ সাধন-চেষ্টারই কর। নিজেকে অর্থার্জ্জন-চেষ্টা... ...র্থ হোক্ উপলক্ষ্য। অধীন কর। পরমার্থ হোক্ লক্ষ্য, অ... ...

নববিবাহিতের আশা, আস্থা ও সাহস

একটী যুবকের শীঘ্রই বিবাহ হইবে। যুবকটী উপদেশের জন্য আসিয়াছেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নিতান্ত সহরে মেয়েরা ছাড়া আর সবাই মোটামুটি sober (ধীর, সংযমী), এ কথাটা মনে রেখো। সহরের মেয়েদেরও sober না হবার কোনো কারণ ছিল না, কিন্তু নিত্য নূতন চাঞ্চল্যকর ঘটনা সব সহরে বন্দরে ঘট্‌ছে। তা দেখে, তা' শুনে ভালো মেয়েরাও একটু চঞ্চল, একটু অস্বাভাবিক হ'য়ে থাকে। কিন্তু যে কোন অবস্থায়, নব-বিবাহিত যুবকের পক্ষে নিজ স্ত্রী-সম্পর্কে খুব ভাল ধারণা রাখা সঙ্গত। তাতে স্ত্রীকে ভাল থাকবার সুযোগ দেওয়া হয়। স্ত্রীর জীবনে কোনো গুপ্ত কথা আছে কি না, জান্‌বার চেষ্টা করার মত পাপ আর কিছু নেই। যাকে বিবাহ কচ্ছ, তাকে অনাঘ্রাত পুষ্পের মত জ্ঞান করা উচিত। অনেক মেয়েরাই পিতৃগৃহে সৎশিক্ষা বিশেষ কিছু লাভ ক'রে আসে না। সেই সব মেয়েরাও যদি দেখে যে, স্বামীর স্নেহ-শ্রদ্ধা, বিশ্বাস তার প্রতি অপরিসীম, তা'হলে সহজেই স্ত্রীর রুচি ও মনোগতি এমন হয় যে, স্বামী ইচ্ছা করলেই তা'কে নিজের মনের মত ক'রে গড়ে নিতে পারে। Begin with hope, faith and courage, and not with suspicion, misdemeanour and irreverence (আশা, আস্থা ও সাহস সহকারে কাজ আরম্ভ করবে, অবিশ্বাস, অভদ্রতা ও অশ্রদ্ধা নিয়ে নয়।)

কলিকাতা

৮ কার্ত্তিক, ১৩৩৯

অভ্যাস ছাড়িও না

ঢাকা-ভাগ্যকুল নিবাসিনী জনৈকা মহিলাকে শ্রীশ্রীবাবা এক পত্র লিখিলেন,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে নিরন্তর ভগবানের মঙ্গলময় নাম স্মরণ করিতে থাক। শ্বাস-প্রশ্বাসের উপর কখনও বিন্দুমাত্রও বলপ্রয়োগ করিও না। বায়ুর স্বাভাবিক আগমে এবং স্বাভাবিক নির্গমে নাম স্মরণ করিতে থাক। বায়ু আপনা আপনি স্তব্ধ থাকিলে সেই স্তব্ধাবস্থায়ও একবার করিয়া নাম স্মরণ কর। স্তব্ধাবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হইলে সেই সময়ে গুচ্ছে গুচ্ছে নাম জপিতে থাক। স্তব্ধাবস্থা অতীব দীর্ঘ হইলে শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রতি সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ হইয়া অবিশ্রাম গুচ্ছে গুচ্ছে নামাস্বাদন করিতে থাক। সংসারের দুঃখের নীচে তলাইয়া যাইও না, সংসারের সহস্র বিপ্লবকে অগ্রাহ্য করিয়া মঙ্গলময় নামের সেবার মধ্য দিয়া পরমা শান্তি লাভ করিবার জন্য চেষ্টা কর। শান্তি যে চাহে, নিশ্চিতই সে শান্তি পায় এবং শান্তি যে চাহে, নিশ্চিতই তাহাকে সাধন করিতে হইবে। নাম-সাধনের আনন্দ অভ্যাসের ফলেই উপজাত হয়,—অভ্যাস ছাড়িও না।"

ভগবানের কাছে উলঙ্গ হও

বিলনিয়া (পার্ব্বত্য ত্রিপুরা) নিবাসী জনৈক যুবককে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"জীবনটাকে একেবারে উলঙ্গ করিয়া ভগবানের পানে ধর। দোষ ত্রুটী বা অপরাধের ছাপ অন্তরে যদি কিছু থাকে, সূর্য্য-কিরণ-সম্পাতে যক্ষ্মাবীজাণু যেমন করিয়া ধ্বংস পায়, এগুলিও তেমনি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।"

অল্প চেষ্টারও সুফল আছে

বিলনিয়া নিবাসী অপর এক যুবককে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"নাস্তিকেরা যাহাই বলুক, ভগবৎ-পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিবার চেষ্টার সুফল কখনও ব্যর্থ হইবার নহে। অল্প করিলে অল্পেরই সুফল তোমার প্রাপ্য। একেবারে বঞ্চিত তুমি কখনও হইবে না। অন্তরের সমস্ত দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, দুর্ব্বলতা পদতলে বিদলিত করিয়া সাধন-পথে অগ্রসর হও। জগতে একজন সাধকও অকপট প্রার্থনা করিয়া ব্যর্থকাম হন নাই, —তুমি হইবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেন ? মিথ্যার উপাসনায় সমগ্র দিন যাইতেছে, সত্যস্বরূপের উপাসনায় একটা ঘণ্টা সময়ের অভাব কেন বাবা হইবে ?"

যৌবনেই আশ্রয়-বিবর নির্ম্মাণ কর।

ডুবলাচাঁদ-(নোয়াখালী)-নিবাসী জনৈক যুবককে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ-পাণ্ডবকে এক সময়ে মহাত্মা বিদূর বলিয়াছিলেন যে, তৃণরাশি সমাচ্ছাদিত স্থানেও বিবর খনন করিয়া বাস করিলে অগ্নি কখনও স্পর্শ মাত্র করিতে পারে না। তিনি ইঙ্গিতে বলিয়াছিলেন, যুধিষ্ঠির তাঁর ধীর প্রজ্ঞাপ্রভাবে বুঝিয়া লইয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে জতুগৃহদাহ-কালে সমাতৃক পঞ্চভ্রাতা অক্ষত শরীরে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। আমিও তোমাকে বলিতেছি যে, সংসার শুষ্ক-তৃণরাশি-সমাচ্ছাদিত বিশাল প্রান্তর স্বরূপ এবং সংসারের আকর্ষণের বস্তু ও ব্যক্তিগুলি জতুগৃহের অতিদাহ্য পদার্থে নির্ম্মিত ছাদনস্বরূপ। কিন্তু সংসার ছাড়িয়া যাইবে কোথায় ? যেখানেই যাও, আসক্তিরূপ শত্রু, লৌহনির্ম্মিত অস্ত্রে নহে পরন্তু কুমন্ত্রণারূপ শত্রুদিগকে চালিত করিয়া, তোমাকে ধ্বংসের মুখে নিপাতিত করিবে। সুতরাং এই প্রথম যৌবনেই ভূগর্ভে বিবর খনন করিয়া আশ্রয় নির্ম্মাণ করিয়া লও। সময় থাকিতে যে আশ্রয়-বিবর প্রস্তুত করে, অসময়ে তাহাকে হাহাকার করিতে হয় না। ভগবানের মঙ্গলময় নাম হইতেছে এই আশ্রয়-দাত্রী মৃত্তিকা, তোমার একাগ্র অধ্যবসায় হইতেছে তোমার সবল বাহু, নিশ্বাস-প্রশ্বাস হইতেছে বিবর নির্ম্মাণের খনিত্র, আর নামের রসাস্বাদন-জনিত নিশ্চিন্ত পূর্ণ নির্ভর হইতেছে এই সর্ব্ব-বিঘ্নে-পরিরক্ষক বিবর। যাহা করিবার এই নবযৌবনের প্রথম উন্মেষেই সুরু কর। শুভাশীষ জানিও।"

সরলতা দ্বারা কপটতা জয়

রহিমপুর নিবাসী এক যুবককে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"যে ব্যক্তি কপট ব্যবহার করে, তাহার সহিত কপটতা, যে ব্যক্তি সরল ব্যবহার করে, তাহার সহিত সরলতা, লোক-ধর্ম্ম জানিও। শতকরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নব্বই জন লোকে জগতে লোক-ধর্ম্মের অনুসরণ করিবে। ইহার পরিবর্ত্তন সুকঠিন। কিন্তু যে ব্যক্তি কপট, তাহার সহিতও সরলতা আদর্শ বলিয়া জানিও। আদর্শকেই অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিও, আদর্শ রক্ষার জন্যই যত্ন লইও কিন্তু বিপরীত পারিপার্শ্বিক অবস্থায় পরিয়া যদি গৃহীত আদর্শের বিপরীত কার্য্য করিয়া ফেলিতে হয়, তবে তাহাকেই ধর্ম্ম বলিয়া যুক্তিবিস্তারের চেষ্টা করিও না। নিজের ভুলকে ভুল বলিয়া অনুভব করিতে চেষ্টা করিও এবং সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি না করিতে হয়, তজ্জন্য যত্নপরায়ণ হইও। কপটতাকে যদি সরলতা দ্বারা জয় করা যায়, তাহা হইলে জয়ের গৌরব বর্দ্ধিত হয়। এজন্য এই পথেই কপটতা-জয়ের চেষ্টা সমধিক সমর্থনীয় জানিবে। এমন কপট ব্যক্তি আছে, যাহারা সরল ব্যক্তিকে নখে ছিঁড়িয়া মাংস সেবন করে। ইহা সত্য। কিন্তু সরল হইবে বলিয়াই তুমি আত্মরক্ষার দিকে দৃষ্টি দিবে না, তাহা নহে। আত্মরক্ষার দিকে পূর্ণ দৃষ্টি প্রদান করিয়াও সরল হওয়া যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ আত্মরক্ষণ-চেষ্টা সরলতার বর্দ্ধক এবং এইরূপ সরলতা আত্মরক্ষণ চেষ্টার বর্দ্ধক। অশক্ত পক্ষে লোকধর্ম্ম অনুসরণ-যোগ্য। কিন্তু যতক্ষণ সম্ভব, অলোক-সামান্য থাকিবার জন্য অধ্যবসায়ী হইবে।"

কিরূপ আহার্য্য গ্রহণীয়

অপরাহ্নে শ্রীশ্রীবাবা কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ারে গিয়া বসিয়াছেন। জনৈক ভক্ত যুবক জিজ্ঞাসু হইয়া নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

প্রশ্ন :—আহারাদি কিরকম কর্‌ব?

শ্রীশ্রীবাবা :—হিতাহার, মিতাহার, মেধ্যাহার। যে আহারীয় গ্রহণে শরীরের হিত হয়, অহিত হয় না। যে আহারের পরিমাণ প্রয়োজন-মাফিক, প্রয়োজনের অতিরিক্ত নয়। যে আহারীয় গ্রহণে মেধা বর্দ্ধিত হয়, সদ্‌বিষয়ের স্মৃতি জাগরূক রাখ্‌তে সহায়তা হয়। এক এক দেশে এক এক রকমের আহারীয়কে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করা হয়। কারণ, ভিন্ন ভিন্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেশের জলবায়ু এবং শরীর রক্ষার উপাদান বিভিন্নরূপ। মহম্মদ মাংসকে শ্রেষ্ঠ আহার মনে কত্তেন, আর্য-ঋষিরা ঘৃতকে শ্রেষ্ঠ আহার মনে কত্তেন। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে কিছুদিন মাংস খেয়ে আর কিছুদিন ঘৃত খেয়ে তার পরে তোমাকে নিশ্চয় স্বীকার কত্তে হবে যে, দধি, দুগ্ধ আর মাখন মাংসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ, ঘৃতের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। শরীর যা সহজে গ্রহণ কত্তে পারে, যে খাদ্য খেয়ে বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া হয় অল্প, যে খাদ্যে কোষ্ঠ-কাঠিন্য বাড়ে না বা অতিমাত্রায় কোষ্ঠতারল্য ঘটে না, যে খাদ্য যকৃতের ক্রিয়া-পরিচালনে সাহায্য করে, যা স্বল্পয়াসে জীর্ণ হয় এবং এত সব গুণের সঙ্গে যে খাদ্যের সুলভতা গুণ রয়েছে, তাই হিতাহার। এক মুঠা ভিজান ছোলা, তিন খানা লুচির চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যদি হজম কত্তে পার; কারণ, আটার প্রোটিন ছোলাতেও আছে, পরন্তু অতিরিক্ত তাজা ভাইটামিন আছে, বিশেষতঃ সুলভতা-গুণও এতে রয়েছে। সুতরাং হিতাহার নির্ব্বাচন কত্তে গিয়ে খুব গোঁড়া হবার প্রয়োজন নেই। সাধারণতঃ হিন্দু-বিধবার খেশারী ডালটা ব্যতীত আর সবই হিতাহার। একটু মুখ নাড়া-নাড়ি ক'রে বেছে নিও যে, কোনটা তোমার পক্ষে হিতাহার হবে।

মৎস্য ও মাংস কাহাদের পক্ষে হিতাহার?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মাংস, ডিম, মাছ প্রভৃতি কারো পক্ষে বিষতুল্য অহিতাহার, কারো পক্ষে আবার হিতাহার। মাংসাশী ইংরাজ প্রথম প্রথম মাংস ছেড়ে দারুণ কাবু হ'য়ে পড়বে। অবশ্য ওরা ডিমকে নিরামিষ ব'লেই গণ্য ক'রে থাকে। যাদের বিয়াল্লিশ পুরুষ ধ'রে নদী, নালা, খাল, বিল, পুকুরের মাছ ধ'রে খাচ্ছে তাদের পক্ষে মৎস্যাহার পরিত্যাগ ক'রে শরীরকে তার সমকক্ষ পুষ্টিকর উপাদান প্রদান করা অভ্যাসের দিক্ দিয়েও কঠিন, আর্থিক দিক্ দিয়েও কঠিন। আর বহুপুরুষ ধ'রে মাছকে খাদ্যের একটা প্রধান উপকরণ রূপে গ্রহণ ক'রে আসার দরুণ স্বল্প পরিমাণে গ্রহণ কল্লে মৎস্যাহার এদের পক্ষে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অহিতাহার হয় না। বরং নিরামিষ খেতে খেতে এদের অনেককে অজীর্ণ বা শূল রোগে ভুগতে দেখা যায়। যারা সাধন ভজন ক'রে জীবন কাটাবে, তাদের শুধু আহার সম্পর্কে কঠোর নিয়ম ক'রে বহু খাদ্য বর্জ্জন করা সম্ভব। কারণ, আধ্যাত্মিক শ্রমে শরীরের বহু অনাবশ্যক ক্ষয় কমে যায় এবং ক্ষয় পূরণের প্রয়োজনও কমে যায়। কিন্তু দেশরক্ষী সৈনিকেরা শতকরা একশত জনই যদি নিরামিষ খেতে আরম্ভ করে, তা'হলে সেই বৈষ্ণবী সেনারা যুদ্ধ-জয় কত্তে পার্ব্বেন কিনা, এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা বিরুদ্ধ মত দেবেন। শিখ জাতি আর মুসলমান জাতির আহারের মধ্যে মাংস যে প্রধান এক উপকরণ, তার মস্ত কারণ এই যে, এঁদের ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠাতারা ধর্ম্মকে এমন ভাবে প্রচার কত্তে এবং সম্প্রদায়কে এমন ভাবে গঠন কত্তে পেরেছিলেন যে, শিখমাত্রেরই বা মুসলমান মাত্রেরই যুদ্ধক্ষেত্রটা ধর্ম্মার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে জীবিকার্জ্জনের পন্থা হয়েছিল। "মৃতো বা পাপ্সসে স্বর্গম্, জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্"—মরণে পাবে স্বর্গ, বাঁচলে হবে পৃথ্বীপতি,—এই উপদেশ যাঁদের জন্য, অর্জ্জুনের জাতভাই সেই হিন্দু-ক্ষত্রিয়দের জন্য শাস্ত্রকার নিরামিষ আহারের নির্দ্দেশ দেন নি। সুতরাং বুঝতে হবে যে, মাংসাহারই এদের পক্ষে হিতাহার। তোমার যদি এমন সঙ্কল্প থাকে যে, কয়েক লক্ষ লোকের প্রাণের বিনিময়েও একটা দেশেকে রক্ষা কত্তে হবে অথবা কয়েক সহস্র লোকের প্রাণের বিনিময়েও একটা পার্ব্বত্য অঞ্চলে সভ্যতা, সদাচার অতি দ্রুত প্রচার ক'রে অসভ্য পার্ব্বত্য জাতিকে নিজের কোলে টেনে আন্তে হবে, ধর্ম্মে, বিজ্ঞানে ও সামাজিকতায় সমকক্ষ অধিকার প্রদান ক'রে সভ্যতা-বিস্তার কত্তে হবে, তাহ'লে এক্ষেত্রে পরমায়ুর দীর্ঘতা সম্পাদক নিরামিষ আহারের চেয়ে কর্ম্ম-তৎপরতার সম্পাদক আমিষ আহারকে প্রাধান্য দিতে হ'তে পারে। এসব ক্ষেত্রে আমিষাহারই হিতাহার।

খাদ্য হইতে লোভ দূর কর

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু খাদ্যরূপে আমিষ বা নিরামিষ যাই গ্রহণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর, লোভকে বাদ দিয়ে আহার কার্য্যটী সার্‌তে হবে। এটী যোগীর পক্ষেও প্রতিপাল্য, যোদ্ধার পক্ষেও প্রতিপাল্য। লোভপূর্ব্বক কর্লে, এ আহার্য্য আর হিতাহার থাকে না। যে খাদ্যে যখন লোভ দেখ্‌বে, সে খাদ্য সম্পর্কে তখন সঙ্কোচ-বিধি অবলম্বন কর্বে। অর্থাৎ সেই খাদ্যের পরিমাণ এবং বার কমিয়ে দেবে, তার পরিবর্ত্তে শরীরের পক্ষে সমহিতকর অন্য খাদ্য ক'দিন গ্রহণ কর্বে। লোভ অনুভূত হচ্ছে বলে কোনো খাদ্যকে একেবারে বর্জ্জন করা সব সময়ে প্রয়োজন নয়!

কুম্ভকের উপায়

উপদেশার্থী প্রশ্ন করিলেন,—কুম্ভক কি করিয়া করিব?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—জোর ক'রে বায়ুকে স্তম্ভিত ক'রে কুম্ভক করার বিধান অন্য পন্থায় আছে। তোমাদের তা প্রয়োজনীয় নয়। স্বাভাবিক শ্বাসে আর স্বাভাবিক প্রশ্বাসে নাম ক'রে যাও। যখন কুম্ভক হবার, আপনি হবে। এজন্য পৃথক্ চেষ্টার কোনও প্রয়োজন নেই। তোমার উদ্দেশ্য হবে কুম্ভক বা প্রাণায়াম নয়, তোমার উদ্দেশ্য হবে অবিরাম শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম স্মরণ ক'রে যাওয়া এবং এভাবে নামের অমৃতরস আস্বাদন করা। তার ফলে কুম্ভকাদি যা হবার আপনি হবে, তার ফলে শ্বাসবায়ুর ধীর হবার আবশ্যকতা থাকে ত' সে আপনি ধীরতা পাবে। সেজন্য পৃথক্ প্রয়াস বৃথা শ্রম। গাড়ীতে যখন যাত্রী থাকে খুব বেশী, তখন ট্রামখানা এস‍্প্ল্যানেডে গিয়ে একটু বেশী সময় থামে, অনেক বেশী যাত্রী নিয়ে যখন সে আবার শ্যামবাজারে ফিরে, যাত্রী খালাস কর্বার জন্য তাকে আবার এখানেও একটু বেশী সময় থাম্‌তে হয়। যাত্রী যখন খুব কম থাকে, তখন এস্‌প্লানেডে যাত্রী নামাতে বেশী সময় লাগে না, সুতরাং সেখান থেকে ট্রামখানা তাড়াতাড়ি ছাড়্‌তে পারে। শ্যামবাজার পৌঁছেও যদি দেখা যায় যে যাত্রী বেশী নেই, তা'হলেও ট্রামখানা তাড়াতাড়ি শ্যামবাজারের ডিপো ছেড়ে যেতে পারে। তোমার প্রাণবায়ু হচ্ছে যেন ট্রাম-গাড়ী। তোমার প্রশ্বাস আর শ্বাস হচ্ছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেন এস্‌প্লানেডে যাওয়া, আর শ্যামবাজার ফিরে আসা। এস্‌প্লানেডে অবস্থিতিটা হচ্ছে, বাহ্য কুম্ভক,। শ্যামবাজারে অবস্থিতিটা হচ্ছে আভ্যন্তর কুম্ভক। ভগবানের নাম হচ্ছে যেন ট্রামের যাত্রী। যাত্রী যখন খুব বেশী হয়, ট্রাম তখন বেপরোয়া চলে না। গতি তখন হয় তার কতক ধীর। শ্বাসের সঙ্গে নাম করার কালে তোমার যদি অভিনিবেশ হয় খুব গভীর, তখন ট্রামের ড্রাইভার তোমাকে জিজ্ঞেস না করেই ট্রামের গতি মন্থর ক'রে দেন। তুমি তোমার শ্বাস-প্রশ্বাসের চালক নও। ভগবান্ নিজে তোমার শ্বাস-প্রশ্বাসকে চালনা কচ্ছেন। শ্বাস-প্রশ্বাসের গতির ভিতরে ভগবানের কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি ক'রে এই ব্যাপারে নিজেকে একেবারে অসহায় দর্শক মাত্র জ্ঞান ক'রে শ্বাসের ট্রামে একবার ক'রে ভগবানের পরমসুন্দর নামকে চাপাও, আর প্রাণ ভরে মন ভরে তার মধুর মূরতি দেখ, প্রশ্বাসের ট্রামে একবার ক'রে ভগবানের নিবিড় শান্তিপ্রদ নামকে চাপাও, আর সমগ্র হৃদয় দিয়ে তার মকরন্দ পান কর। প্রেমের গভীরতা তোমার যত বেশী হবে, ট্রামের গতি তত মন্থর হবে; ভাবের নিবিড়তা যত বেশী হবে, ট্রাম তত দীর্ঘ সময় থেমে থাকবে। অর্থাৎ বিনা চেষ্টায় প্রাণায়াম হবে, কুম্ভকও হবে।

ভগবানের গুপ্ত নাম

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—শ্বাস, প্রশ্বাস ও কুম্ভক, এর উর্দ্ধে অনেক কথা আছে। শ্বাসের চিন্তা নেই, প্রশ্বাসের ভাবনা নেই, কুম্ভকের স্থায়িত্ব বা অস্থায়িত্ব দর্শন নেই, পরন্তু অবিরাম সহস্রারে পবিত্র ওঙ্কার অনুক্ষণ মৃদু-মধুর নিনাদে নিজেতেই নিজে ঝঙ্কৃত, অনুঝঙ্কৃত, প্রতিঝঙ্কৃত হচ্ছে, এটী তারও পরবর্ত্তী অবস্থা। সাধন ক'রে তবেই বুঝ্‌বে, তবেই জান্‌বে। সাধন ছাড়া একে জানা যায় না। মুসলমানদের বল্‌তে শুনা যায়, ভগবানের একটী গুপ্ত নাম আছে। ব্রাহ্মণদের বল্‌তে শুনা যায়, প্রণবধ্বনি প্রকাশ করা যায় না। সেই গুপ্তনাম, সেই গুপ্তধ্বনি দেখ্‌বে আপনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশ পাবে। জগতের যত ধ্বনি শোন, তার মাঝখানে ইষ্টনামকে শ্রবণ কত্তে চেষ্টা কর। এ সাধন শ্বাস-প্রশ্বাস-নিরপেক্ষ। বালকের কণ্ঠ-রবে, বৃক্ষপত্রের মর্ম্মরণে, পাখীর কাকলিতে, রাখালের বাঁশীর সুরে, ছোট বড় সকল শব্দে একমাত্র নাম-শ্রবণের জন্য উৎকর্ণ হও। যতক্ষণ পার, শ্বাস-প্রশ্বাসে জপ চালাও; যখন পার না, তখন এভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস-নিরপেক্ষ হ'য়ে ভিতরের আর বাইরের প্রত্যেক শব্দে ইষ্টধ্বনি-শ্রবণে প্রয়াসী হও। শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ ভ্রূমধ্যের,—এ সাধন সহস্রারের।

স্ত্রীলোক-সম্পর্কে কুচিন্তার প্রতিকার

একজন উপদেশার্থী বলিলেন,—আমার মন অনেক সময়ে স্ত্রীলোক-ঘটিত কুচিন্তায় আচ্ছন্ন হ'য়ে থাকে।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তোর প্রতি আমার ভালবাসা আছে ব'লে তোর মনে হয়?

উপদেশার্থী।—আজ্ঞে হঁ্যা। আমার মনে হয়, এ ভালবাসা প্রগাঢ়।

শ্রীশ্রীবাবা।—এ ভালবাসা পবিত্র ব'লে তোর মনে হয়?

উপদেশার্থী।—নিশ্চয়ই।

শ্রীশ্রীবাবা।—আমাকে পবিত্র ব'লে তোর ধারণা হয়?

উপদেশার্থী।—নিশ্চয়ই। আপনাকে আমার সম্পূর্ণ নিষ্পাপ ব'লে জ্ঞান হয়।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তাহ'লে কোনও স্ত্রীলোক সম্বন্ধে মনে কুভাব এলেই সঙ্গে সঙ্গে ভাব্‌তে থাক্‌বি যে, সেই স্ত্রীদেহটির ভিতরে আমি আছি। এতেই তোর কুচিন্তা প্রশমিত হবে। অবশ্য, ব্যক্তিগত ভাবে তোর আন্তরিক শ্রদ্ধার গতি বুঝেই এই উপদেশ দিলাম। তুই যদি বল্‌তিস্‌, যে খ্রীষ্টকে তুই নিষ্পাপ ব'লে জ্ঞান করিস্‌, তবে তোকে এভাবে খ্রীষ্ট-মূর্ত্তিই চিন্তা কত্তে বল্‌তাম।

রমণীমূর্ত্তিতে প্রণব-চিন্তন

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু এমন যদি হয় যে, আমার প্রতি তোর নিষ্পাপতা-শ্রদ্ধা অটুট নয়, তখনও তোর পথের অভাব নেই। তুই প্রত্যেক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রমণী-মূর্ত্তিতে পবিত্র প্রণব দর্শন কত্তে থাক্। যে রমণী তোর মনকে উচাটন কচ্ছে, প্রথমতঃ চেষ্টা কর্ব্বি, মনকে তার চিন্তা থেকে প্রত্যাহার করার। অর্থাৎ, যতবারই মন সেই রমণীর বিষয় ভাব্‌বে, ততবারই তুই মনকে সেই রমণীর বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে টেনে টেনে আন্‌বি। দীর্ঘকাল চেষ্টা চল্‌তে থাক্‌লে এই প্রত্যাহার-যোগে সিদ্ধি করায়ত্ত হবে। কিন্তু অভ্যাসের অপরিপক্কতা নিবন্ধন যদি প্রত্যাহার পূর্ণ-ফলপ্রদ না হয়, তাহ'লে সেই রমণীমূর্ত্তির ভিতরে নিজ মাতৃমূর্ত্তি বা নিষ্পাপতা-শ্রদ্ধার আকর অন্য মূর্ত্তির উপস্থিতি চিন্তা কর্ব্বি। কিন্তু কোন কারণে তাতেও পূর্ণ মনোনিবেশ না ঘটলে তখন ঐ রমণীর প্রত্যেক অঙ্গে পবিত্র প্রণব-মন্ত্রের উপস্থিতি চিন্তা কত্তে থাক্‌বি। চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ, বক্ষ, পৃষ্ঠ, ওষ্ঠ, গণ্ড, করাঙ্গুলি, পদাঙ্গুলি প্রভৃতি প্রত্যেক অঙ্গে ইষ্টনাম জলন্ত অক্ষরে লিখিত হয়েছে বলে কল্পনা চালাতে থাক্‌বি। What is realisation but the most intense and extreme imagination.? [কল্পনার চূড়ান্ত ও গভীরতম অবস্থাই হচ্ছে উপলব্ধি।] কল্পনাকে গভীর থেকে গভীরতর কত্তে চেষ্টা পেতে থাক্‌বি, আর প্রত্যেকটি ওঙ্কার-মূর্ত্তির ভিতর থেকে অবিচ্ছেদ গতিতে ওঙ্কার-ধ্বনি নির্গত হচ্ছে ব'লে ভাব্‌তে থাক্‌বি। শুনতে থাক্‌বি, সেই রমণীর চক্ষু থেকে অবিরাম ধ্বনি বেরুচ্ছে—ওম্, ওম্, ওম্, কর্ণ থেকে অবিরাম ধ্বনি বেরুচ্ছে,—ওম্ ওম্, ওম্—সেই শরীরের যত অঙ্গে তুই মনে মনে ওঙ্কার অঙ্কিত কর্ব্বি, প্রত্যেক স্থান থেকে গভীর আরাবে ধ্বনি নির্গত হচ্ছে,—ওম, ওম্, ওম্। এই ভাবে ধ্যান জমাতে পার্লে, উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, ঘৃতাচী, তিলোত্তমা এই পাঁচজনে এক সঙ্গে এসেও যদি তোকে সংযম-ভ্রষ্ট কত্তে চেষ্টা করে, তবে তারাও অসাফল্যের লজ্জা কুড়িয়ে নত মুখে ফিরে যাবে।

প্রবল ইন্দ্রিয়-ক্ষুধার সম্পর্কে কর্ত্তব্য

একটী অবিবাহিত যুবক রিপুর তাড়নায় বিপথে চলিতেছে। যুবটী আসিয়া শ্রীশ্রীবাবার নিকটে বসিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীবাবা যুবকটীকে কোন প্রত্যক্ষ উপদেশ প্রদান না করিয়া পরোক্ষ-ভাবে ঋষি বিশ্বামিত্রের কুক্কুরের পৃষ্ঠমাংস ভক্ষণের কাহিনী প্রথমে বলিয়া যাইতে লাগিলেন।

তৎপর শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দেখ, রামায়ণ, মহাভারত ও অপরাপর পুরাণ-গ্রন্থে অনেক কাহিনী আছে। তার কতক ইতিহাস, কতক কল্পিত কথা, কিন্তু একটাও গাঁজাখুরি নয়। সরল সোজা ভাষায় খাঁটি কথায় উপদেশ দিতে গেলে শুন্‌বে না, এই জন্য বহু গল্প-গছোর অবতারণা করা হয়েছে। বিনা উদ্দেশ্যে একটী কাহিনীও বর্ণিত হয় নি। কিন্তু তোমরা তার মানে বুঝ্‌তে চেষ্টা করকি বাছা? বিশ্বামিত্র ক্ষুধিত, কিন্তু ক্ষুধিত ব'লেই তিনি শকুনির খাদ্য, শূকরের খাদ্য গ্রহণ কত্তে পারেন না। তাই তিনি যোগ্য খাদ্যের প্রতীক্ষায় দ্বাদশ বর্ষ কাটালেন। দ্বাদশ বর্ষ পরেও যোগ্য খাদ্য মিল্‌ল না, তাই তিনি অতীব অখাদ্য গ্রহণ কর্ল্লেন। কিন্তু খাদ্য গ্রহণ করার আগে তিনি তা বিষ্ণুকে নিবেদন ক'রে নিলেন। নিবেদন-কালে খাদ্যের ধ্যান কর্ল্লেন না, বিষ্ণুরই ধ্যান কর্ল্লেন। এই কটী কথা থেকে তোমাদের কি কিছুই শিখ্‌বার নেই? বিবাহ করনি, অতএব তোমার ইন্দ্রিয় ক্ষুধার খাদ্য সম্মুখে নেই। তুমি প্রতীক্ষা কর, এক বছর দুই বছর ক'রে দ্বাদশ বর্ষ কাল ধৈর্য্য ধারণ কর, তার পরেও যদি বৈধ খাদ্য না পাও, তখন তুমি বরং অখাদ্য গ্রহণ কর্ল্লে কেউ তোমাকে তত দোষ দিতে পার্ব্বে না। কিন্তু ধৈর্য্য ধারণ করেছ কি? তা, কর নাই। যে বস্তু পেয়েছ, তাই গলাধঃকরণ কচ্ছ। কিন্তু এ বস্তু কত অপবিত্র, কত কদর্য্য, বহু-জন-সংসর্গে কত কলুষিত, একবারও তা' ভেবে দেখ নাই। আজ থেকে এর কদর্য্যতার চিন্তা সুরু কর। প্রথম দর্শন মাত্র যারা কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে নির্ল্লজ্জ হতে পারে, একবার ভেবে দেখ, তাদের হৃদয় কেমন জিনিষ দিয়ে তৈরী, তাদের রুচিজ্ঞান কেমন অমার্জ্জিত, তাদের অধঃপাতের গভীরতা কত। এসব বিচার ক'রে ক'রে মনকে প্রতিনিবৃত্ত কর। বিশ্বামিত্র কুক্কুর-মাংসও ভগবানকে নিবেদন না ক'রে খান নি। তুমি কদর্য্য বস্তু ভোগ করার সময়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদি তৃপ্তিই অনুভব করেছ, তবে তা ভগবানকে নিবেদন কর নি কেন? কেন বল নাই, "হে ভগবান, আমি কামের ক্ষুধায় অধীর হয়ে যে কুখাদ্য গ্রহণ কচ্ছি, তুমি তাকে নিজের তরফ থেকে গ্রহণ কর।" ভগবানকে নিবেদন কত্তে মনে ছিল না ব'লেই আজও তুমি এ আসক্তি পরিহার কত্তে পাচ্ছ না। ভাল-মন্দ সব ভগবানকে অর্পণ করার অভ্যাস কর, দেখ্‌বে অপবিত্র বস্তু থেকে মন আপনি উঠে আস্‌বে। বিশ্বামিত্রের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর যে, কুক্কুরমাংসও বিনা নিবেদনে আস্বাদ কত্তে নেই।

বিবাহ ও কামপ্রবৃত্তি

শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—দেখ, অনেকের ধারণা এই যে, মানুষ কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ কর্‌বার জন্যই বিবাহ করে, সুতরাং বিবাহ যার দেরীতে হবে, সে কাম-প্রবৃত্তি অন্যভাবেও চরিতার্থ কত্তে পারে। ভাল মানুষ সাজবার জন্য তারা একথাও বলে.- "দেখ, আমরা যদি আমাদের কাম-প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করার জন্য গৃহস্থের মেয়ে বা বৌ'এর দিকে দৃষ্টি দিই, তা'হলে সমাজে ঘোরতর বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হবে। এই জন্য সমাজকে অটুট রাখ্‌বার উদ্দেশ্যে আমরা সমাজ-বহির্ভূতা রমণীদের কাছে যাই। তোমরা বরং এজন্য ধন্যবাদ দিতে বাধ্য।" তারা যদি দয়া ক'রে সমাজভুক্তা কুমারী, সধবা ও বিধবাদের রেহাই দেন, তবে সেটা মন্দের ভাল বল্‌তে হবে। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই শেষে আর সামাজিক নারী আর অসামাজিক নারীর ভিতরে পার্থক্যটুকু দেখ্‌তে পান না। তখন তাদের যুক্তি হয়,—"দেখ, যারা প্রলোভনে চলে, আমরা মাত্র তেমন অপদার্থ মেয়েদের সম্পর্কে একটু চেষ্টা-চরিত্র করি, কিন্তু ভালো মেয়েদের আমরা কাছ ঘেঁসি না।" এভাবে অনেক অসদ্‌যুক্তি তাদের মুখ দিয়ে বেরোয়। কিন্তু তাতে আসল কথার কিছুই বদল হয় না। তুমি যে কাম-প্রবৃত্তি পেয়েছ, সে ত' বিবাহ কর্‌বার জন্যই পেয়েছ। নিজেকে নর্দ্দমার কীটে পরিণত করার জন্য পাও নাই। তুমি যে কাম-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রবৃত্তি পেয়েছ, তাকে সদ্ব্যবহারে এনে একটী সাধ্বী রমণীর গর্ভে তোমার বংশধর সৃষ্টির সহায়তা কর্ব্বে, কাম-প্রবৃত্তি তুমি সেইজন্যই পেয়েছ। ভগবান তোমাকে ইন্দ্রিয়নিচয় দিয়েছেন তার সদ্ব্যবহারের জন্য, অপব্যবহারের জন্য নয়। ভগবান তোমাকে শুক্ররূপী শক্তি দান করেছেন, তাকে কাজে আন্‌বার জন্য, যেখানে সেখানে ফেলে দিয়ে তাকে নষ্ট করার জন্য নয়। উদরস্থ মল মানুষ যে-কোনও পায়খানায় ফেলে দিতে পারে, কারণ ফেলে দেওয়ার ভিতরেই তার সদ্ব্যবহার। কিন্তু শুক্রকোষস্থ বীর্য্য যে-কোনও স্থানে অপব্যয় কর্‌লে তার সার্থকতা কিছু হয় না। তোমারই শুক্রবিন্দু গর্ভে ধারণ ক'রে তেজস্বী এক সন্তান প্রসব কর্ব্বার আকাঙ্ক্ষায় কোনও এক অজ্ঞাত গৃহে একটী কুমারী মেয়ে আজ যেই সময়ে প্রাণপণে বিবেকবলে চিত্তজয় কচ্ছে এবং অভিভাবকদের প্রখর দৃষ্টির অধীনে পাপের ছোঁয়াচ থেকে আত্মরক্ষা ক'রে যাচ্ছে, বিবাহের পরে তুমি যখন প্রণষ্ট-সর্ব্বস্ব হ'য়ে, শুক্রাধারকে নানা কদর্য্য ও সংক্রামক রোগের ভাণ্ডারে পরিণত ক'রে নিয়ে তারপরে সেই রমণীর সাথে মিলিত হবে, তখন তোমার এই উচ্ছৃঙ্খলতা কি অন্ধ, খঞ্জ, আতুর, অঙ্গহীন, বুদ্ধিবিকল পুত্রকন্যার ভিতর দিয়ে সেই সাধ্বীকে আমৃত্যু শেলবিদ্ধ কর্‌বে না? বিচার কর, ভাবো এবং আত্মসংশোধন কর।

কলিকাতা
৯ই কার্ত্তিক, ১৩৩৯

আশ্রম-বাসের অযোগ্য ব্যক্তি কে?

অদ্য শ্রীশ্রীবাবা গোচাগড়া আশ্রমের জনৈক কর্ম্মীর নিকট এক পত্র লিখিলেন। তাহাতে লিখিলেন,—

"অলস ও অকর্ম্মণ্য ব্যক্তি কোনও আশ্রমে থাকিবার যোগ্য নহে। কাজের সময় আসিলেই একটা না একটা ছুতা-নাতা করিয়া অন্যদিকে সরিয়া পড়িবার প্রবৃত্তি তোমাদিগকে দমন করিতে হইবে। এখন করিব না, তখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিব, করিয়া সময়ের কাজকে অসময়ে নিয়া ফেলিবার ত্রুটী হইতেও তোমাদিগকে বিমুক্ত হইতে হইবে। মানুষের মন সর্ব্বদাই কর্ম্মপ্রার্থী, কাজ ছাড়া সে থাকিতে পারে না। এইজন্যই দেহকেও সর্ব্বদা কোনও না কোনও একটী কাজে লাগাইয়া রাখা প্রয়োজন। যে কাজ যে সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা হিতকর, সেই সময়ে দেহকে সেই কাজে নিয়োজিত করিয়া রাখিতে হইবে। যে সময়ে প্রয়োজন কোদাল মারার, তুমি সেই সময়ে বসিয়া লঙ্কার আচার তৈরী করিবে, যে সময়ে প্রয়োজন ধ্যান-জপাদির, তুমি সেই সময়ে বসিয়া তানপুরায় স্বরগ্রাম সাধিবে, ইহা কর্ম্মণ্য লোকের লক্ষণ নহে। আলস্য যেমন দোষের, অকর্ম্মে, অল্পলাভজনক কর্ম্মে, অলাভজনক কর্ম্মে বা অপকর্ম্মে লিপ্ত হইয়া কর্ম্মকাল নষ্ট করাও তেমন দোষের জানিও। সংসারে থাকিলে শ্রম করিতে হয়, এইজন্য অনেকে আশ্রমবাসী হইতে আসে। আর, তদ্রূপ ব্যক্তিদিগকে পক্ষপুটে আশ্রয় দিতে পারে, এমন আশ্রমও দু-দশটা আছে। কিন্তু অলস প্রতিপালনের জন্য যে আমি আশ্রমের পরিকল্পনা করি নাই, একথা তোমরা স্মরণ রাখিও। তোমরা মনে রাখিও যে, আমার মতে আলস্যের চেয়ে আর বড় পাপ কিছু নাই, বড় অপরাধ কিছু নাই, বড় দোষ কিছু নাই। অনলস ব্যক্তি বিপথে গেলেও কখনও বীর-বিক্রমে ফিরিয়া আসিতে পারে এবং যতটুকু অধোগতি লাভ করিয়াছে, চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের গুণে তাহা অপেক্ষা দ্বিগুণ, চতুর্গুণ অভ্যুদয় অর্জ্জন করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু অলস ব্যক্তি সুপথে চলিয়াও অগ্রসর হইতে পারে না, পথের পাশে বসিয়া বসিয়া ঝিমায়। তোমরা কি লক্ষ্য কর নাই যে, অনেক সংসারী লোক বহু আশ্রমবাসীকে বিদ্রূপ করিয়া থাকে ? বহু আশ্রমের তথাকথিত আশ্রমবাসীদের আলস্য-তন্দ্রিত মন্থরগমন দর্শনে ক্ষুব্ধ হইয়াই সংসারীরা আশ্রমবাসীদিগকে উপহসনীয় বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে।

"বহুভাষী ব্যক্তিও আশ্রমবাসের উপযুক্ত নহে। রহিমপুর উৎসবে ও মোচাগড়া উৎসবে বড় বড় হরফে আমি যে সব কথা লিখিয়া প্রদর্শনী করিয়াছিলাম, তাহার একটা হইতেছে,—'কাজের শত্রু বেশী কথা।' যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেশী কথা কহে, সে কাজ কম করে। অনেক সময়ে বেশী কথার দরুণ অনেক প্রয়োজনীয় কাজ নষ্ট হয়। কাজের সুবিধার জন্যই কথার সৃষ্টি হইয়াছিল, একথা স্মরণ রাখা আবশ্যক। রসনা যত বিস্তারিত হইবে, হস্ত তত সঙ্কুচিত হইবে, ইহা চিরকালের সত্য। বাক্যবীরেরা জগতে কদাচিৎই কর্ম্মবীর হইতে পারিয়াছেন। তোমরা কি লক্ষ্য কর নাই যে, রহিমপুর আশ্রমে অধিকাংশ সময়ে আমি নিঃশব্দে কাজ করিয়াছি এবং হস্তপদাদির প্রত্যেকটী সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে নিজে নামজপ করিয়াছি এবং কর্ম্মীদিগকে দিয়া নামজপ করাইয়াছি? তাহার দুই-চারিখানা ইট তোমরাও কাটিয়াছ। রহিমপুর এবং মোচাগড়ায় আমার সঙ্গে দুই চারিবার কোদাল তোমরাও মারিয়াছ। আমি কি নিঃশব্দ কর্ম্মকে সশব্দ কর্ম্ম অপেক্ষা সর্ব্বদাই শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করি নাই? অবশ্য কাজ করিতে করিতে কোনো কোনো দিন কথাও বলিয়াছি। কিন্তু এমন কথাই বলিয়াছি, যাহা তোমাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কুশল দিবে। কিন্তু তোমরা যাহারা তখন কথা কহ নাই, মাত্র তাহারাই সেই সকল উপদেশবাণী শ্রবণ করিতে সমর্থ হইয়াছ। নিজে কথা কহিতে গেলে অপরের কথা আর শুনিবার অবকাশ থাকে না। তুমি নিজে যতটুকু জানো, কথা ত' ততটুকু নিয়াই কহিবে! অজানা বিষয়ে ত' আর কহিতে পারিবে না! আর, আন্দাজী কতকগুলি কহিয়া গেলে তাহা দ্বারা তোমার যে জ্ঞান বর্দ্ধিত হইবে, এমন সম্ভাবনাও কিছু নাই। পরন্তু অপরের কথা শুনিবার জন্য একটু শান্ত হইলে তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার অভিজ্ঞতা কতক কতক নিজের আয়ত্তে আসে। জগতে পড়িয়া পণ্ডিত কয়জন? শুনিয়াই অধিকাংশ লোক পণ্ডিত হইয়া থাকে। শিবাজী বা আকবর কতটুকু লেখাপড়া জানিতেন? কিন্তু তাঁহারা জ্ঞানী লোকের মুখে সৎকথা শুনিবার সুযোগে উপেক্ষা করেন নাই। এইজন্যই একজন শিবাবতাররূপে পূজিত ছত্রপতি এবং আর একজন একটা ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাতারূপে পূজিত সম্রাট। রামকৃষ্ণ পরমহংস কোন্ কলেজে পড়িয়াছিলেন? কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে সর্ব্বদাই যে-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকল জ্ঞানবান পুরুষ ও জ্ঞানবতী মহিলারা আসিতেন, তাঁহাদের শত শত মুখে তিনি ধর্ম্মের বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন। এইজন্যই পরবর্ত্তীকালে সমগ্র জগতে তিনি যোগ্য শিষ্য বিবেকানন্দের মারফতে নিজ বাণী প্রচার করাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সাধুত্ব বহুভাষিতাতে নহে, সাধুত্ব সাধু আচরণে এবং সত্যোপলব্ধিতে। সুতরাং তোমরা বাক্-সংযমী হও। অবশ্য, বাক্-সংযম বলিতে মৌনব্রত গ্রহণ বুঝিও না। মৌনব্রত গ্রহণের বহু সুফল আছে, কিন্তু এক বৎসর একাদিক্রমে মৌনী থাকিয়া তারপরে প্রথম বাক্যোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই দুনিয়ার সকলের মুণ্ডপাত সুরু করিতে কি কাহাকেও কাহাকেও দেখা যায় না ? সুতরাং বাক্-সংযম বলিতে প্রত্যেকটী শব্দকে ওজন করিয়া, বিচার করিয়া, ধীর স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া নিষ্প্রয়োজনীয় স্থলে বর্জ্জন করিয়া, মাত্র প্রয়োজনীয় স্থলে কর্ম্মের সৌকার্য্যার্থ বা সহকর্ম্মিদের সুবিধার্থ বা প্রতিবেশী জনগণের হিতার্থ বাক্য-ব্যবহার বুঝিও।

"বহুভোজী ব্যক্তিও কোনও আশ্রমে বাসের উপযুক্ত নহে। তিনটি বহুভোজী ব্যক্তি একত্রে মিলিলে একটা আশ্রম একেবারে শেষ করিয়া দিতে পারে। অর্থাৎ তাহাদের দৃষ্টান্ত অতি সহজেই অপরাপরের ভিতরে সংক্রামিত হইয়া ইহাকে সাধনাশ্রম না করিয়া ভোজনাশ্রমে পরিণত করিয়া দিবে। শরীরকে পীড়িত না করিয়া যত অল্পে তার স্বাস্থ্য, কর্ম্ম-শক্তি ও সৌষ্ঠব রক্ষা করা যায়, সেইদিকে তোমাদের দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। আমি একথা বেশ বুঝি যে, বর্ত্তমানে তোমাদের পক্ষে এই উপদেশ সুপ্রযুক্ত হইবে না, কারণ, ক'দিন পূর্ব্বেও আমার সহিত তোমরা উপবাসে, অর্দ্ধাশনে দিন কাটাইয়াছ। হয়ত আরও বহুদিন তোমাদের এই ক্লেশ থাকিবে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমাদের স্মরণ রাখার প্রয়োজন আছে যে, আমরা বাঁচিয়া থাকিবার জন্য আহার করিব, আহার করিবার জন্য বাঁচিব না। শরীররক্ষার জন্য আমরা ঔষধ কি একটা নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় সেবন করি না ? আহারীয় দ্রব্য সম্পর্কেও একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাপ থাকা আবশ্যক। একদিন ঔষধ ভ্রমক্রমে খাওয়া না হইলে কেহ কি রোগীকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরদিন ডবল মাত্রায় ঔষধ দেয়? সুতরাং একদিন কোনও ক্রমে তোমা-দিগকে উপবাসী থাকিতে হইলে তোমরাই বা অপরিমিত ভোজন করিবে কেন? আমি আশ্রমবাসীদের পক্ষে নিমন্ত্রণ খাওয়া নিষিদ্ধ করিয়াছি। কেন করিয়াছি? যেহেতু, ভোজের বাড়ীতে যাইয়া আহারের প্রকৃত উদ্দেশ্য বিস্মৃত হওয়া অত্যন্ত সহজ। জগতের অধিকাংশ সুকাজ ও অকাজ লোকে সংসর্গের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া করিয়া থাকে। বহু ব্যক্তি যেখানে ভুরিভোজনের উৎসাহে কাছা খুলিয়া কোঁচা ঢিল দিয়া রাখিয়াছে, সেখানে যাইয়া সংসর্গদোষে তুমিও ঠেকিবে না, ইহা অনুমান করা কঠিন।

"যে ব্যক্তি বহু লোকের বিদ্বিষ্ট এবং যে বহু লোকের প্রতি বিদ্বেষবান্, এমন ব্যক্তি আশ্রমবাসের যোগ্য নহে। বহু-বিদ্বিষ্ট ব্যক্তি অনায়াসে নিজের দরুণ প্রতিষ্ঠানের উপরে লোকের অকারণ বিদ্বেষ সৃষ্টি করিবে, বহু-বিদ্বেষী ব্যক্তি অনায়াসে প্রতিষ্ঠানের ভিতরে বহু শত্রু সৃষ্টি করিয়া নন্দনকাননসম মনোরম আশ্রমপদকে মেছুনীর হাটে পরিণত করিবে। সুতরাং এইরূপ ব্যক্তিকে আশ্রমের বাহিরে থাকিয়া সর্ব্বাগ্রে সকলের সহিত বিদ্বেষ মিটাইয়া, কলহ চুকাইয়া, সকলকে ক্ষমা করিয়া, সকলের ক্ষমা অর্জ্জন করিয়া তৎপরে আশ্রম-বাসের অধিকার অর্জ্জন করিতে হইবে। বহু অপদার্থ লোক ব্যক্তিগত কারণে নানা স্থানে বহু জনের সহিত বিদ্বেষ ও কলহ সৃষ্ট করি পরে কোনও আশ্রমে যাইয়া কাছা ছাড়িয়া দিয়া বৈরাগী হয়, কিন্তু পূর্ব্ব-বিদ্বেষ ও পূর্ব্ব অপরাধ হয় তাহাকে নাকাদড়ি দিয়া সংসারে ফিরাইয়া নেয় নতুবা আশ্রমটাকে একটা নরককুণ্ডে পরিণত করে। আশ্রমে আসিবার পূর্ব্বে তোমরা যে যেখানে লোকের সঙ্গে বিদ্বেষ-সৃষ্টি করিয়াছ, তাহারা অবিলম্বে ক্ষমা করিয়া এবং ক্ষমা চাহিয়া সকল দ্বেষের মূলোৎ-পাটন কর।

"অসরল ব্যক্তি আশ্রম বাসের যোগ্য নহে। মনে ভাবি এক প্রকার, মুখে বলিব অন্য প্রকার, হয়ত বা কাজে করিব তৃতীয় প্রকার,—ইহা অতি বিপজ্জনক দোষ। বাহিরে দেখাইব বাধ্যতা, ভিতরে করিব ষড়যন্ত্র;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাহিরে কহিব মিষ্টি কথা, ভিতরে ভিতরে কুৎসা প্রচার করিয়া বেড়াইব; বাহিরে করিব প্রশংসা, ভিতরে চলিবে শত্রুতা; বাহিরে করিব সুদীর্ঘ প্রণাম, ভিতরে করিব ক্ষতির চেষ্টা,—এরূপ লোক কোনও আশ্রমের এক যোজনের মধ্যে থাকা উচিত নহে। এক হাজার বন্য জন্তুতে একটা পল্লীর যে অনিষ্ট করিতে পারে না, একটা অসরল লোক, তাহার অধিক করিতে পারে। সংসারী লোক কপটতা দ্বারা কপটতাকে জয় করিতে লোক-নীতি দ্বারা উপদিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সেই চেষ্টায় বৈষয়িক স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখা অনেক সময়ে সম্ভবপর হইলেও আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ক্ষতি ত' সকল সময়েই অনিবার্য্য। আশ্রমে আসিয়াও যদি এইভাবে আধ্যাত্মিক ক্ষয় ও নৈতিক ক্ষতি সহ্য করিতে হয়, তবে আশ্রমে আসিয়া লাভ হইল কি? অতএব সকল আশ্রমবাসীদের কল্যাণার্থে অপর অসরল আশ্রমীকে বিতাড়িত করা উত্তম পন্থা। অবশ্য, অসরলকে সরল হইবার সুযোগ প্রদান করাও কর্ত্তব্য।

'নৃশংস ব্যক্তি আশ্রম-বাসের অযোগ্য। নিষ্ঠুরতা এমন এক পাপ, যাহা অতি সহজে একজনের দেখাদেখি অপরের ভিতরে সংক্রামিত হয়। আশ্রমবাসীর প্রধান গুণ হইবে, সহানুভূতি। একের দুঃখে অপরের সমবেদনা থাকিলে নিষ্ঠুরতার জন্ম অসম্ভব। নিজগৃহে যখন ছিলে, তখন তুমি সকলের আদুরে গোপাল ছিলে, তুমি যাহাকে যে ভাবে নিপীড়ন করিয়াছ, বাহবা দিয়া গৃহবাসীরা সকলে তাহার সমর্থন করিয়াছে,—এই যুক্তিতে তুমি আশ্রমবাসী হইবার পরেও অপরের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করিবে, ইহা কোনও কাজের কথা নহে। এই যুক্তি আঁকড়াইয়া থাকিতে হইলে দ্রুত গৃহে ফিরিয়া যাও। সেখানে অনেক নৃশংস আচরণকে লোকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে, সেখানে অনেক হিংস্র ব্যবহারকে লোকে প্রাত্যহিক আমোদ-প্রমোদের অঙ্গ বলিয়া জানে। নৃশংসতারই যদি অনুশীলন করিতে হয়, আশ্রম তোমার বাসস্থান নহে। অন্য প্রকারে শত ভাল লোক হইলেও নৃশংস ব্যক্তি সাধু-জীবন যাপন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারীদের পক্ষে সঙ্গের অযোগ্য। এরূপ ব্যক্তিকে দূরে সরাইয়া দেওয়া সঙ্গত।

"দেশকালানভিজ্ঞ ব্যক্তিও আশ্রম বাসের যোগ্য নহে। তবে এই হিসাবে অযোগ্য ব্যক্তিকে ক্রমশঃ গড়িয়া তোলা সহজ। যে আশ্রম লোকালয় হইতে শত মাইল দূরে স্থাপিত হইবে, নিদ্রা হইতে উঠিয়াই যে আশ্রম-বাসীদের পল্লীর লোকের সহিত দেখা-শুনা হইবে না, এমন আশ্রমের অন্তেবাসীদের দেশকালাভিজ্ঞতার কোনও প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু থাকিবে লোকালয়ের নিকট, ভাবের আদান-প্রদান চলিবে অল্পাধিক লোকালয়-বাসীদের সহিত, এমতাবস্থায় দেশকালে অনভিজ্ঞতা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ক্ষতিকর হইতে হইবে। এই অনভিজ্ঞতাতে আশ্রমবাসীর ব্যক্তিগত নৈতিক কোনও ক্ষতির সম্ভাবনা প্রায় স্থলেই নাই, এইরূপ বলা যাইতে পারে। কিন্তু নগ্নকায় ত্যাগী সন্ন্যাসীরা যদি কোনও কুমারী-বিদ্যালয়ের নিকটস্থ স্থানে নিজেদের আশ্রম রচনা করেন, তবে তাহা দ্বারা সমাজের ক্ষতি হইতে পারে কি না, বুঝিয়া দেখিও। এরূপ ক্ষেত্রে নিতান্ত অসম্ভব না হইলে নগ্নকায় মহাপুরুষদেরও বস্ত্র পরিধান সঙ্গত হইবে। একটা দৃষ্টান্ত মাত্র দিলাম। ইহা নিঃসন্দেহ যে, তোমাদের কোনও আশ্রমে নগ্নকায়ে অবস্থান করাকে ধর্ম্মার্থে আবশ্যক বলিয়া কখনও গণনা করা হইবে না।

"আড়ম্বরপ্রিয় ব্যক্তিও আশ্রম-বাসের যোগ্য নহে। তবে প্রাণ-পণে সরল জীবন-যাপনের চেষ্টার মধ্য দিয়া যে-কোনও ব্যক্তির আড়ম্বর-প্রিয়তার হ্রাস সাধন সম্ভবপর। সরল জীবনই যে শান্তির জীবন, অশনে, বসনে, বচনে এই তিনটী ব্যাপারে আড়ম্বর-বর্জ্জনই যে নিরাপদে আত্মগঠনের সুযোগ সৃষ্টি করে, একথা তোমরা কখনও ভুলিও না।

"পরনিন্দক ব্যক্তিরা আশ্রম-বাসের যোগ্য নহে। পরনিন্দাকে দুধারী তলোয়ারের সহিত তুলনা দেওয়া চলে। এক দিকের ধারে পরের অনিষ্ট হয়, অপর দিকের ধারে নিজের অনিষ্ট হয়। শুধু পরনিন্দা করাই দোষের, তাহা নহে। পরনিন্দা শোনাও দোষের। তোমরা যদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরনিন্দা শ্রবণে সম্মত না হও, তাহা হইলে তোমাদের সহকর্ম্মীরা কয়দিন পরনিন্দা করিতে পারিবে? শ্রোতা না থাকিলে কি কেহ কথা বলে? বাজারে যদি ক্রেতা না থাকে, তাহা হইলে কি পচা শুঁট্‌কি মাছের আম্‌দানী হয়?

"যশোলোভী এবং কর্ত্তৃত্ব-লিপ্সু ব্যক্তি আশ্রম-বাসের যোগ্য নহে। যশোলোভ মিথ্যায় আসক্ত করে, কর্ত্তৃত্ব-লোভ অন্তরে নিষ্ঠুরতা জন্মায়। আত্মযশোলোভ অপরের প্রতি ঈর্ষ্যা সৃষ্টি করে, কর্ত্তৃত্ব-লোভ সাধন-নিষ্ঠা হ্রাস করে এবং উভয়ই চিত্তকে বহির্ম্মুখ করে। যশোলোভ আত্মদোষে অন্ধতা জন্মায়, কর্ত্তৃত্বলিপ্সা কর্ত্তব্যজ্ঞান হ্রাস করে। কাল-প্রতীক্ষা, সহিষ্ণু আত্মগঠন, নিবিষ্ট-চিত্তে কর্ত্তব্য পালন দ্বারা বিনা লোভেও যে যশ ও কর্ত্তৃত্ব করায়ত্ত হয়, তাহা ভুলিয়া যাওয়া চলিবে না। নির্ব্বোধ লোকেরা না বুঝিয়া জগতের শান্তিভঙ্গ অতি অল্পই করিয়াছে। কিন্তু যশঃপ্রার্থী কর্ত্তৃত্বলিপ্সু অবিবেচক ব্যক্তিরাই বারংবার জগতে অশান্তির দাবানল সৃষ্টি করিয়াছে।

"ক্ষমাহীন ও কলহপ্রিয় ব্যক্তিরা আশ্রম-বাসের যোগ্য নহে। ক্ষমাশীল ব্যক্তি কলহ করিতে পারে না, দৈবাৎ কলহে লিপ্ত হইলেও দীর্ঘকাল কলহ চালাইতে পারে না, অচিরেই শুভবুদ্ধির উদয় হয় এবং থামিয়া যায়। কাটাকাটি মারামারি করিবার জন্য ত' সংসারই পড়িয়া আছে। কলহ-কোলাহল ভাল লাগে ত, সেখানে ফিরিয়া যাও। কুক্কুরে আত্মকলহ করে, উহা তাহার স্বভাবধর্ম্ম। আশ্রমবাসীরা আত্মকলহ করিবে, ইহা কোন্ ধর্ম্ম? না বুঝিয়া যদি কেহ কলহে লিপ্ত হইয়া গিয়াছ, ত' অবিলম্বে ক্ষমা কর, ক্ষমা চাহ। কাহার দোষ বেশী, কাহার দোষ কম, এই বিচারের নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত প্রতীক্ষার কি প্রয়োজন? অপরেরই দোষ যদি বেশী বলিয়া প্রমাণিত হয়, তবে তার ফলে তোমার কি কিছু অতিরিক্ত পুণ্য সঞ্চিত হইবে? কলহকালে ক্ষমা চাহিবার আগে প্রতিপক্ষকে যে ক্ষমা করে, সে অতীব মহৎ। দুই কলহ-পরায়ণ ব্যক্তির মধ্যে যে ব্যক্তি নিজেকে অল্পাপরাধ জানিয়াও কলহ নিবারণের মানসে অগ্রে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ত্রুটী স্বীকার

৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারীদের পক্ষে সঙ্গের অযোগ্য। এরূপ ব্যক্তিকে দূরে সরাইয়া দেওয়া সঙ্গত।

"দেশকালানভিজ্ঞ ব্যক্তিও আশ্রম বাসের যোগ্য নহে। তবে এই হিসাবে অযোগ্য ব্যক্তিকে ক্রমশঃ গড়িয়া তোলা সহজ। যে আশ্রম লোকালয় হইতে শত মাইল দূরে স্থাপিত হইবে, নিদ্রা হইতে উঠিয়াই যে আশ্রম-বাসীদের পল্লীর লোকের সহিত দেখা-শুনা হইবে না, এমন আশ্রমের অন্তেবাসীদের দেশকালাভিজ্ঞতার কোনও প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু থাকিবে লোকালয়ের নিকট, ভাবের আদান-প্রদান চলিবে অল্পাধিক লোকালয়-বাসীদের সহিত, এমতাবস্থায় দেশকালে অনভিজ্ঞতা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ক্ষতিকর হইতে হইবে। এই অনভিজ্ঞতাতে আশ্রমবাসীর ব্যক্তিগত নৈতিক কোনও ক্ষতির সম্ভাবনা প্রায় স্থলেই নাই, এইরূপ বলা যাইতে পারে। কিন্তু নগ্নকায় ত্যাগী সন্ন্যাসীরা যদি কোনও কুমারী-বিদ্যালয়ের নিকটস্থ স্থানে নিজেদের আশ্রম রচনা করেন, তবে তাহা দ্বারা সমাজের ক্ষতি হইতে পারে কি না, বুঝিয়া দেখিও। এরূপ ক্ষেত্রে নিতান্ত অসম্ভব না হইলে নগ্নকায় মহাপুরুষদেরও বস্ত্র পরিধান সঙ্গত হইবে। একটা দৃষ্টান্ত মাত্র দিলাম। ইহা নিঃসন্দেহ যে, তোমাদের কোনও আশ্রমে নগ্নকায়ে অবস্থান করাকে ধর্ম্মার্থে আবশ্যক বলিয়া কখনও গণনা করা হইবে না।

"আড়ম্বরপ্রিয় ব্যক্তিও আশ্রম-বাসের যোগ্য নহে। তবে প্রাণ-পণে সরল জীবন-যাপনের চেষ্টার মধ্য দিয়া যে-কোনও ব্যক্তির আড়ম্বর-প্রিয়তার হ্রাস সাধন সম্ভবপর। সরল জীবনই যে শান্তির জীবন, অশনে, বসনে, বচনে এই তিনটী ব্যাপারে আড়ম্বর-বর্জ্জনই যে নিরাপদে আত্মগঠনের সুযোগ সৃষ্টি করে, একথা তোমরা কখনও ভুলিও না।

"পরনিন্দক ব্যক্তিরা আশ্রম-বাসের যোগ্য নহে। পরনিন্দাকে দুধারী তলোয়ারের সহিত তুলনা দেওয়া চলে। এক দিকের ধারে পরের অনিষ্ট হয়, অপর দিকের ধারে নিজের অনিষ্ট হয়। শুধু পরনিন্দা করাই দোষের, তাহা নহে। পরনিন্দা শোনাও দোষের। তোমরা যদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরনিন্দা শ্রবণে সম্মত না হও, তাহা হইলে তোমাদের সহকর্ম্মীরা কয়দিন পরনিন্দা করিতে পারিবে? শ্রোতা না থাকিলে কি কেহ কথা বলে? বাজারে যদি ক্রেতা না থাকে, তাহা হইলে কি পচা শুটকি মাছের আম্‌দানী হয়?

"যশোলোভী এবং কর্ত্তৃত্ব-লিপ্সু ব্যক্তি আশ্রম-বাসের যোগ্য নহে। যশোলোভ মিথ্যায় আসক্ত করে, কর্ত্তৃত্ব-লোভ অন্তরে নিষ্ঠুরতা জন্মায়। আত্মযশোলোভ অপরের প্রতি ঈর্ষ্যা সৃষ্টি করে, কর্ত্তৃত্ব-লোভ সাধন-নিষ্ঠা হ্রাস করে এবং উভয়ই চিত্তকে বহির্ম্মুখ করে। যশোলোভ আত্মদোষে অন্ধতা জন্মায়, কর্ত্তৃত্বলিপ্সা কর্ত্তব্যজ্ঞান হ্রাস করে। কাল-প্রতীক্ষা, সহিষ্ণু আত্মগঠন, নিবিষ্ট-চিত্তে কর্ত্তব্য পালন দ্বারা বিনা লোভেও যে যশ ও কর্ত্তৃত্ব করায়ত্ত হয়, তাহা ভুলিয়া যাওয়া চলিবে না। নির্ব্বোধ লোকেরা না বুঝিয়া জগতের শান্তিভঙ্গ অতি অল্পই করিয়াছে। কিন্তু যশঃপ্রার্থী কর্ত্তৃত্বলিপ্সু অবিবেচক ব্যক্তিরাই বারংবার জগতে অশান্তির দাবানল সৃষ্টি করিয়াছে।

"ক্ষমাহীন ও কলহপ্রিয় ব্যক্তিরা আশ্রম-বাসের যোগ্য নহে। ক্ষমাশীল ব্যক্তি কলহ করিতে পারে না, দৈবাৎ কলহে লিপ্ত হইলেও দীর্ঘকাল কলহ চালাইতে পারে না, অচিরেই শুভবুদ্ধির উদয় হয় এবং থামিয়া যায়। কাটাকাটি মারামারি করিবার জন্য ত' সংসারই পড়িয়া আছে। কলহ-কোলাহল ভাল লাগে ত, সেখানে ফিরিয়া যাও। কুক্কুরে আত্মকলহ করে, উহা তাহার স্বভাবধর্ম্ম। আশ্রমবাসীরা আত্মকলহ করিবে, ইহা কোন্ ধর্ম্ম? না বুঝিয়া যদি কেহ কলহে লিপ্ত হইয়া গিয়াছ, ত' অবিলম্বে ক্ষমা কর, ক্ষমা চাহ। কাহার দোষ বেশী, কাহার দোষ কম, এই বিচারের নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত প্রতীক্ষার কি প্রয়োজন? অপরেরই দোষ যদি বেশী বলিয়া প্রমাণিত হয়, তবে তার ফলে তোমার কি কিছু অতিরিক্ত পুণ্য সঞ্চিত হইবে? কলহকালে ক্ষমা চাহিবার আগে প্রতিপক্ষকে যে ক্ষমা করে, সে অতীব মহৎ। দুই কলহ-পরায়ণ ব্যক্তির মধ্যে যে ব্যক্তি নিজেকে অল্পাপরাধ জানিয়াও কলহ নিবারণের মানসে অগ্রে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ত্রুটী স্বীকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া দীনতা অবলম্বন করে, সেও অতীব মহৎ। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পথে যদি উন্নতি লাভ করিতে হয়, তবে ক্ষমা-প্রার্থনায় আত্ম-সম্মান নষ্ট হয়, এইরূপ অমূলক ধারণা পোষণ সঙ্গত নহে। তবে, পরনারী-ধর্ষণ-রত দুর্ব্বৃত্তকে ধরিয়া পুলিশের হাতে দিয়াছ, এজন্য তোমাকে দুর্ব্বৃত্তের নিকটে ক্ষমা চাহিতে হইবে, আমি এমন কথা বলিতেছি না।

"ক্ষমাহীন ব্যক্তি যে আশ্রমবাসের যোগ্য নহে, একথা বারংবার বলিবার প্রয়োজন আছে। এমন রুক্ষ চরিত্রের লোক আছে, মাথা কপাল কুটিয়াও যাহাদের হৃদয় গলান যায় না। শত অনুরোধ শত উপরোধ তুচ্ছ করিয়া তাহারা নিজেদের ক্রোধে অবিচল থাকে। রাগ করিয়া যখন অন্নত্যাগ করিয়াছি, তখন কোনও প্রবোধ-বচন বা কোনও সান্ত্বনা-ভাষণই আর কাজ করিবে না, আমি আমার জিদই রাখিব। এইরূপ মেজাজের লোক-গুলিকে সংসারাশ্রমে পাঠাইলেও সংসারের বিপদ, অতএব হিংস্র-জন্তু-সমাকুল অরণ্যেই পাঠান উচিত। অপরের বিনয়ে যাহার ক্রোধ-শান্তি হয় না, তাহার স্থান আশ্রমে হইতে পারে না।

"সর্ব্বশেষে দুর্ব্বিনীত ও অবাধ্য লোকদের কথা বলিব। অপর সকল দোষ সংশোধিত হইতে পারে, যদি কেহ বাধ্য হয়। বাধ্যতারূপ একটি গুণ যার আছে, জগতের সকল সদ্‌গুণ সাধিয়া আসিয়া তাহাকে আপাদ-মস্তক মণ্ডিত করে। জীবন-গঠনের কালে যে বিনা তর্কে আদেশ পালন করে, জীবন সুগঠিত হইবার পরে জগৎ তাহার আদেশ পালন করে। শুধু বাহিরের বাধ্যতা নয়, বাধ্যতা প্রয়োজন দেহ ও মন উভয়ের। বাহিরে আদেশানুবর্ত্তী রহিয়া ভিতরে বিরোধী মনোভাব পোষণ করিলে তাহা কোনও কাজে আসিবে না। খাঁটি, অকপট, অকৃত্রিম বাধ্যতা চাই। বিনয় বাধ্যতার নিত্য সহচর। বাধ্যতা আসিলে বিনয় আপনা-আপনি আসে। আমি তোমাদিগকে বাধ্য হইবার জন্য উপদেশ সব চেয়ে অল্প দিয়াছি, ইহা সত্য। কিন্তু তোমাদের পক্ষে বাধ্যতার চেয়ে যে বড় গুণ কিছু আছে, তাহাও আমি মনে করি না।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিখিল ভুবনকে সঙ্গে লইয়া সাধন

অপরাহ্ন তিন ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা হাওড়া, শালকিয়াতে, রামলাল মুখার্জ্জি লেনে নারীশিল্প সমিতি দেখিতে গিয়াছেন। মহিলারা সৎকথা শুনিতে আসিয়াছেন।

এই পল্লীরই একটী মহিলা বলিলেন যে, বিগত রাত্রিতে স্বপ্নযোগে তিনি শ্রীশ্রীবাবাকে দেখিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে আর কখনও তিনি বাবাকে দেখেন নাই। কিন্তু অদ্য প্রত্যক্ষ দর্শনের পরে স্বপ্নদৃষ্ট মুর্ত্তির সহিত সম্পূর্ণ মিল দেখিয়া তিনি বিস্ময় বোধ করিতেছেন। স্বপ্নে মহিলাটী শ্রীশ্রীবাবার নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এখনও সেই প্রার্থনা জানাইলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বছর খানিক ধরে অনেকের মুখে শুনছি যে, তারা স্বপ্নে আমাকে দেখেছেন। এর মানে আমি কি বুঝি জানো? আমার বীণার তার যে সুরে বাঁধা, তোমাদের বীণার তার সেই সুরে বাঁধা। আমি যে ঐক্যতান বাজাতে চাই, তোমাদিগকে সেই ঐক্যতানে যোগ দিতে হবে। আমি মূল রাগিণী বাজিয়ে যাব, তোমরা তাতে রং-পড়ন তুলবে। আমার যোগ একক সাধনের নয়, আমার যোগ নিখিল ভুবনকে সঙ্গে নিয়ে। নিখিল ভুবন জুড়ে এক সঙ্গে একমন্ত্রের ধ্বনি উঠ্‌বে, তাতে নিখিল বিশ্ব এক সাথে বিশ্বপতির চরণ দর্শন পাবে।

তৎপরে মহিলাটীর দীক্ষা হইল।

নারীর সতীত্ব ও ভগবদ্বিশ্বাস

শিল্প-সমিতির কর্ম্মিণীরা দুই চারিটী কথা শুনিতে চাহিলে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—

নারীকে যেখানে পূজা করা হয়, দেবতারা সেখানে আনন্দিত হন, —শাস্ত্রে একথা আছে। বাস্তবিক কোন্ জাতি কতখানি উন্নত, তার বিচার এই মাণদণ্ডেই হবে। যে জাতি নারীকে যত উচ্চ আসন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিয়েছে, সত্যি সত্যি সেই জাতি তত বড়। কিন্তু পুরুষরা নারীকে উচ্চ আসন দেবে, এতেই নারীর কর্ত্তব্য ফুরিয়ে গেল না। নারীকে দেবতার মত পূজা পাবার যোগ্যা হতে হবে। নিষ্কাম ও নিঃস্বার্থ সেবা দিয়ে, নিষ্পাপ নিরালস সঙ্গ দিয়ে, নির্দ্দোষ নিষ্কলঙ্ক শিক্ষা দিয়ে পুরুষ জাতিকে গড়ে তোলবার দায়িত্ব নারীকে নিজের স্কন্ধে তুলে নিতে হবে। নিজেদিগকে পুরুষ জাতির কৃপার পাত্রী ব'লে জ্ঞান না ক'রে, পুরুষ জাতির চিত্তমল বিদূরণে, পাপ বিশোধনে, কুসংস্কার পরিহরণে উৎসাহদাত্রী শিক্ষাদাত্রী, জননী-সমা অভয়-বিধাত্রীরূপে তাকে আত্মপ্রকাশ কত্তে হবে। কিন্তু তার এই অধ্যবসায়ের গোড়া, তার এই প্রয়াসের পুঁজী হবে তার ঈশ্বরনিষ্ঠা। পুরুষ যখন নাস্তিক ও পাপাচ্ছন্ন হয়, তখন সে বড়জোড় নিজে নরকে ডোবে। নারী যখন নাস্তিক ও পাপীয়সী হয়, তখন সে নিজেও ডোবে, ত্রিভুবনও ডুবায়। এজন্য তোমাদের জীবনকে সতীত্বে, সচ্চরিত্রতায়, ভগবদ্‌বিশ্বাসে সমুজ্জ্বল ক'রে তুলতে হবে। অন্য সকল বিবেচনা এক দিকে, আর নিষ্কলঙ্ক সতীত্বের মর্য্যাদা এক দিকে। অন্য সকল গবেষণা এক দিকে, আর অক্ষয় ঈশ্বর-বিশ্বাস এক দিকে। তোমাদের শক্তির মূল ঐখানে। তোমাদিগকে আমরা মহাশক্তি ব'লে পূজা ক'রে থাকি। কি কুমারী, কি সধবা, কি তপস্বিনী, তোমাদের ত্রিবিধ মূর্ত্তিতেই আমরা তোমাদের অর্চ্চনা করি। কেন করি? যেহেতু তোমরা যদি সতীত্ব আর সাধনায় একান্তভাবে নিষ্ঠাপরায়ণা হও, তাহ'লে এক জন নারী শত জন পুরুষের সমান কাজ সমাজের হিতকল্পে কত্তে পার্ব্বে। নারীর সতীত্ব জাতির অমূল্য সম্পদ, নারীর ভগবদ্বিশ্বাস জাতির মঙ্গল-ভাণ্ডার।

সঞ্চয়ের সময়ে সঞ্চয় কর

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীবাবা ৩৬নং কৈলাস বসু ষ্ট্রীটে ফিরিয়া আসিয়াছেন। জৌনপুর জেলা নিবাসী একটী হিন্দুস্থানী যুবককে লইয়া শ্রীশ্রীবাবা বেড়াইতে বাহির হইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যৌবনের উল্লাসে মন চঞ্চল হবে, এটা মনের স্বভাব। কিন্তু তুই ত বাবা মানুষ। মনকে শান্ত করার জন্য যতখানি চেষ্টা সম্ভব, তা তোকে করতেই হবে। একবারে কৃতকার্য্য না হবি ত' দশবার চেষ্টা কর্ব্বি। দৃঢ়তার সঙ্গে চেষ্টা কর্লে, সকল চেষ্টাই সফল হবে। এখন বয়স সঞ্চয়ের, অপচয়ের নয়। এখন বয়স পরিবর্দ্ধনের, ক্ষয় করার নয়। এখন যত পারিস্ শুধু সঞ্চয় কর্, খরচের সময় এলে খরচ কর্ব্বি, তার জন্য এখন কেন তাড়াহুড়া ?

পবিত্র কুমারের সহিত পবিত্র কুমারীর মিলনই কাম্য

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মন যদি বিপথে যেতে চায়, তবে তাকে বুঝিয়ে বল্‌বি যে, এর পরে তোকে বিয়ে করতে হবে এবং বিয়ের আগ পর্য্যন্ত তোকে পবিত্র থাক্‌তে হবে। বিবাহের আগ পর্য্যন্ত যারা পবিত্র থাক্‌তে চেষ্টা করে না, তারা তাদের ভাবী স্ত্রীর প্রতি বিশ্বাসঘাতক। বিশ্বাস-ঘাতকতার মত দুরন্ত অপরাধ আর কি আছে? তুই কি তোর ভাবী স্ত্রী সম্পর্কে এমন কামনা করিস্ যে, সে তোর সাথে বিয়ে হবার আগেই কোনো ইন্দ্রিয়সুখকর প্রমোদে লিপ্ত হোক্? নিশ্চয়ই করিস্ না। তুই চাস, সে তার কৌমার্য্যটুকুকে নিষ্পাপ শরীরে বহন করুক। তেমনি সে-ও মনে মনে আকাঙ্ক্ষা করতে অধিকারী যে, তার ভাবী স্বামী তার কৌমার্য্যটুকুকে নিষ্পাপ শরীরে বহন করুক। দুইটী পবিত্র দেহ, দুইটী পবিত্র প্রাণ বিবাহ-যোগে একত্র মিলিত হোক, এ কামনা কে না কর্ব্বে ? তাই তুই তোর কোনো আচরণের দ্বারা এই কামনা পূরণের পক্ষে ব্যাঘাতজনক কিছু কত্তে পারিস্ না।

বিবাহের শারীরিক উদ্দেশ্য

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বিবাহ যখন হবে, তখনও নিজেকে স্ত্রীর উপভোক্তা মনে করা স্বামীর পক্ষে অনিষ্টকর। স্বামীকেও নিজ ইন্দ্রিয়-সুখদাতা ব'লে জ্ঞান করা স্ত্রীলোকের পক্ষে ক্ষতিকর। বিবাহের দ্বারা তুমি তোমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্ম্ম জীবনকে ব্যভিচার থেকে রক্ষা কর্ব্বে, এইটী বিবাহের শারীরিক উদ্দেশ্য। স্বামীর সচ্চরিত্রতার প্রহরিণী হবে স্ত্রী, স্ত্রীর সতীত্বের পরিরক্ষক হবে স্বামী,—এই হবে তোমাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের মনোভাব। তোমার চক্ষু না পরস্ত্রীতে পড়ে, তোমার হৃদয় না পরস্ত্রীতে আসক্ত হয়, তারই জন্য তোমার স্ত্রীগ্রহণ। তোমার স্ত্রীর চক্ষু না পর-পুরুষে আকৃষ্ট হয়, তার হৃদয় না পরপুরুষে আসক্ত হয়, তারই জন্য তার স্বামিগ্রহণ।

বিবাহের কৌলিক উদ্দেশ্য

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু বিবাহের কৌলিক উদ্দেশ্য বিস্মৃত হ'তে পার না। কাম-প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্যই বিবাহ করেছ, একথা তখন ভুলে যেতে হবে। বরং জান্‌তে হবে বিবাহ আবশ্যক ব'লেই কাম-প্রবৃত্তি ভগবান্ দিয়েছেন। এই প্রবৃত্তিকে জ্ঞানবলে বশীভূত ক'রে সন্তান উৎপাদনে প্রয়োগ কত্তে হবে। সেই সময়ে তোমার সামর্থ্যযুক্ত শুক্রের প্রয়োজন হবে। বীজকে যথোপযুক্ত ভাবে ভূমিতে বপন করার জন্যই যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। তোমার ভোগেন্দ্রিয় সেই যন্ত্র। এই বীজ এবং যন্ত্রকে যথাকালে তুমি ব্যবহার কর্‌বে, অকালে ব্যবহার ক'রে দুর্ব্বল ও শক্তিহীন কর্ব্বে না, এই জন্যই কাম-প্রবৃত্তি এবং এই জন্যই বিবাহ। কামপ্রবৃত্তির অধীন না হ'য়ে তাকে নিজের অধীন ক'রে বিবাহের কৌলিক কর্ত্তব্য পালন কত্তে হবে। বিবাহের সেই কৌলিক কর্ত্তব্য হচ্ছে সন্তান উৎপাদন। যেখানে স্বামী স্ত্রীর প্রতি পূর্ণ-বিশ্বাসী নয়, যেখানে স্ত্রী স্বামীর প্রতি পূর্ণ-বিশ্বাসিনী নয়, সেখানে এ কৌলিক কর্ত্তব্য নিখুঁত ভাবে উদ্‌যাপন করা হয় না।

বিবাহের সামাজিক কর্ত্তব্য

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বিবাহের সামাজিক উদ্দেশ্য হচ্ছে সন্তান-প্রতি-পালন এবং তার শিক্ষা-দীক্ষা বিধান। পশুদের কোনো সমাজ নেই, সবাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজেকে নিয়েই মত্ত, তাই তাদের সন্তান প্রতিপালনের দায় নেই, সন্তানকে সমাজের পক্ষে হিতকর ক'রে গ'ড়ে তোলার দায়িত্ব নেই। মানুষের সমাজ আছে, এজন্য সামাজিক কর্ত্তব্যও রয়েছে। সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য হিসাবেই তোমার সন্তান প্রয়োজন এবং সেই সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষাও প্রয়োজন। এই কর্ত্তব্যটী পালন কত্তে গিয়ে তোমাকে ও তোমার স্ত্রীকে যে পরিমাণ স্বার্থত্যাগ কত্তে হবে, তা তোমার ও তার আত্মোৎকর্ষ-লাভের সহায়তা কর্ব্বে। প্রত্যেক বিবাহিত ব্যক্তির কর্ত্তব্য, সমাজকে শক্তিশালী রক্ষক প্রদান করা। এই কর্ত্তব্য প্রতিপালনে যাতে ভবিষ্যতে অপারগ না হও, তারই জন্য এখন থেকেই তোমাকে শিক্ষার্জ্জন ও বীর্য্যধারণ কত্তে হবে।

বিবাহের আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু বিবাহের ধার্ম্মিক কর্ত্তব্য তার চেয়েও মহৎ। স্বামী আর স্ত্রীর যে ভালবাসা, সেটা একটা নমুনা মাত্র। নমুনা ব'লেই এটা নিতান্ত খাটো জিনিষ এবং শরীরকে অবলম্বন ক'রে এ নমুনার প্রকাশ ব'লে এতে পঙ্কিলতাও অধিকাংশ সময়ে থাকে। কিন্তু এটা হচ্ছে এমন জিনিষের নমুনা, যে জিনিষটীতে ক্ষুদ্রত্বও নেই, অপরিচ্ছন্নতাও নেই। বিবাহিত দম্পতীর যে ভালবাসা, সেটা হচ্ছে জীবের সঙ্গে ভগবানের প্রেমময় ভালবাসার একটা ক্ষুদ্র নমুনা। স্বামি-স্ত্রীর ভালবাসার ভিতরে যেটুকু সুখাস্বাদ, তাতে প্রতিক্রিয়া আছে। কিন্তু জীবের সঙ্গে ভগবানের ভালবাসার যে সুখাস্বাদ, তাতে কোনো প্রতিক্রিয়া নেই, তা ক্ষণমধুর ক্ষণবিষ নয়, তা নিতুই মিষ্টি, নিতুই মধুর, তা ক্ষণকাল স্থায়ী বা এক জীবনের নয়, তা চিরস্থায়ী এবং কোটি-কল্প-কালের। জগতের সমস্ত নরনারীর দাম্পত্য ভালবাসাকে একত্র কর্‌লে তার পরিমাণ যা হবে, ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে যে ভালবাসা তার পরিমাণ, ব্যাপকতা ও গভীরতা তার কোটি কোটি গুণ হয়েও বেশী হবে। কিন্তু সেই অনন্ত অফুরন্ত ভালবাসাকে নমুনা স্বরূপে স্বামিস্ত্রীর ভালবাসার মধ্যে স্বল্পভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফুটান হয়েছে। সুতরাং ভেবে দেখ, বিবাহিত হয়ে ভবিষ্যতে কি দারুণ দায়িত্ব তোমাকে গ্রহণ কত্তে হবে। সংসারের মধ্যে থেকে স্ত্রীর সাথে ভালবাসার আদান প্রদান ক'রে সেই ভালবাসার ভিতর দিয়ে ঈশ্বরীয় ভালবাসাকে আস্বাদন কত্তে হবে। একটা ক্ষুদ্র আয়নাতে যেমন পাঁচতলা দালানেরও প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তোমার বিবাহিত জীবনের মধ্য দিয়ে সেই প্রেমস্বরূপের প্রেমলীলার একটা আবছায়া প্রতিবিম্ব দেখ্‌বে এবং তারই আলোকে পথ চ'লে ভগবানকে এই মানব-দেহেই দর্শন কর্ব্বে। এই হচ্ছে বিবাহিত জীবনের আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য। সুতরাং এই সব স্মরণ ক'রে এখন সঞ্চয়ের সময়ে প্রাণপণে বীর্য্য-সংরক্ষণ কর।

কলিকাতা,
১০ই কার্ত্তিক, ১৩৩৯

শাস্ত্রের বহুত্ব সাধকের পক্ষে বিপজ্জনক

একটী বিচারবান্ যুবক শ্রীশ্রীবাবার নিকট উপদেশার্থী হইয়া আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবা তাঁহাকে উপদেশ-প্রসঙ্গে বলিলেন,—

দেখ বাবা, কোন্‌টী ধর্ম্ম কোন্‌টী অধর্ম্ম, তার মীমাংসা যদি শাস্ত্রের উপরে নির্ভর ক'রে কত্তে যাও, তা হ'লে মীমাংসা শেষ হবার পূর্ব্বে তোমার পরমায়ু শেষ হবে। কারণ, তোমার শাস্ত্রগ্রন্থ একখানাও নয়, দুইখানাও নয়। মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ নিয়ে চতুর্ব্বেদ থেকে সুরু ক'রে সূত্র, সংহিতা, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, আগম প্রত্যেকটীর বহু বহু টীকা, ভাষ্য প্রভৃতি, মুখ-প্রচলিত শিববাক্য, গোস্বামী প্রভুদের রচিত লীলামৃত চৈতন্যমঙ্গল, কড়্‌চা, ভিন্ন ভিন্ন বৈষ্ণব আখড়ায় মুখপ্রচলিত পয়ার, ভিন্ন ভিন্ন ভৈরবী-চক্রের কেন্দ্রে সঙ্গোপনে রক্ষিত ও মুখপ্রচলিত অনুষ্টুপ্, সহসা-আবির্ভূত কোনও নূতন মহাপুরুষের রচিত সংস্কৃত বা অর্দ্ধসংস্কৃত গূঢ়ার্থব্যঞ্জক বাক্যাবলি এবং সর্ব্বশেষে খনার বচন, ডাক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরুষের বচন, সবই যে তোমাদের ঋষিবাক্য, সবই যে তোমাদের অভ্রান্ত সত্য। এতগুলি গ্রন্থ বা বাক্য আয়ত্ত কত্তে তিন জন্ম কেন দশ জন্মেও একজনের কুলাবে কিনা সন্দেহ। আবার এক শাস্ত্রের বাক্যের সঙ্গে অন্য শাস্ত্রের বাক্যের বিরোধ হ'লে, সেই বিরোধ যে আপাত-বিরোধ মাত্র, অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে যে তার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করা যায়, একথা মুখে সকলে স্বীকার কল্লে'ও তিনটী কারণে কার্য্যতঃ তা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। প্রথম কারণ, শাস্ত্রবিশ্বাসী হয়েও আমরা অনেকেই অনুদার। দ্বিতীয় কারণ, ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের প্রত্যেকটী বাক্যের আপাতবিরোধের পশ্চাতে যে সামঞ্জস্য সত্যই আছে, তৎসম্পর্কে সুতীব্র বিশ্বাসের অভাব। তৃতীয় কারণ, এই সামঞ্জস্যকে উপলব্ধি করার জন্য যেরূপ সাধন-শক্তি ও ধীশক্তি থাকা প্রয়োজন, তা সকলের মধ্যে থাকে না। সুতরাং সাধারণ ব্যক্তিদের পক্ষে বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রে শাস্ত্রদৃষ্টিতে জীবন-চালন এক হট্টগোলসঙ্কুল সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এই হিসাবে খ্রীষ্টান আর মুসলমানেরা একটু শান্তিতে আছে। আদিম হিব্রু বাইবেল, তার গ্রীক সংস্করণ এবং কয়েকখানা টীকা টিপ্পনী আয়ত্ত কল্লেই খ্রীষ্টানদের মোটামুটি মীমাংসা হয়ে গেল। মূল কোরাণ, ফেকা, তফ্ছির, কয়েকখানা হাদিস, আর ঐ গ্রন্থ কয়খানার ব্যাখ্যা স্বরূপে রচিত অপর দু'চারখানা গ্রন্থ অভিনিবেশ দিয়ে অধ্যয়ন করলেই তুমি পূরা আলেম বা ধর্ম্মবিদ্। কিন্তু এর দশ-গুণ শক্তি ও সময় ব্যয় ক'রে অধ্যয়ন করলেও তুমি হিন্দু শাস্ত্রের অপার জলধিতে ঠাঁই পাবে না। তোমার প্রত্যেকটা অর্থহীন আচার-বিচারকে সমর্থন কর্ব্বার জন্য একটা ক'রে শাস্ত্র আছে। এই গহন অরণ্যে এক বার প্রবেশ কর্লে বেরুবার কোন উপায় নেই। তুমি এই বিষয়ে এতই অসহায়।

প্রণবই তোমার শাস্ত্র হউক

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এই জন্যই বলি কি, বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন ছেড়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাও। একটী মাত্র শাস্ত্রকে ধর। সেই শাস্ত্রটী হচ্চে প্রণব-মন্ত্র। তোমার শাস্ত্রই বল্‌ছেন, ধর্ম্মের মূল হচ্ছেন বেদ, বেদের মূল হচ্ছেন গায়ত্রী, আর গায়ত্রীর মূল হচ্ছেন প্রণব। তন্ত্র, পুরাণ, আগম, স্মৃতি, সূত্র, সংহিতা বা লোকমত এদের কোনটাই একথায় প্রতিবাদ করেন না। সুতরাং সহস্র আপাত্‌-বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের জন্য প্রাণপাত না ক'রে, এই প্রণব-মন্ত্রকেই একমাত্র উপজীব্য ব'লে গ্রহণ কর। এই মন্ত্রেরই আপ্রাণ সাধন কর এবং সাধনের ফলে একদিকে সত্যের রস আস্বাদন কর, আর সাধনের দ্বারা প্রোদ্বোধিত সাধারণ common sense (কাণ্ড জ্ঞান) কে হিতাহিত, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, পাপপুণ্য নির্দ্ধারণে প্রয়োগ কর। অবিরাম ওঙ্কারের সাধন কর আর সাধারণ বুদ্ধিদ্বারা পরিচালিত হয়ে, অন্তরের শুদ্ধ বিবেকের আদেশ বুঝে স্বার্থাভিসন্ধি-বর্জ্জিত পবিত্র জীবন যাপন কর।

কলিকাতা

১১ই কার্ত্তিক, ১৩৩৯

কাহার সহিত কুটুম্বিতা নাই?

অদ্য শ্রীশ্রীবাবা দ্বারভাঙ্গাতে জনৈক ভক্তের নিকটে এক পত্রে লিখিলেন,—

"পরমাত্মা ও আত্মোৎসর্গের পথে যাহাকে পাওয়া যাইবে না বলিয়া বুঝিব, তাহার সহিত আমার এক কণা কুটুম্বিতাও নাই।"

বালকের মত হও

খুলনা-নিবাসী অপর এক ভক্তের নিকটে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"বালকের চঞ্চলতা আছে, কিন্তু কোনও বস্তুতে আসক্তি অথবা বিদ্বেষ নাই। এখন সে যাহাতে তৃপ্ত, পরক্ষণে সে তাহা ছাড়িয়া দিতে পারে। এখন যাহার প্রতি সে রুষ্ট, পরক্ষণে তাহার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে। বালকের এই অনাসক্ত নির্ব্বিদ্বেষ চিত্তটী তোমার হউক। চঞ্চলতায় কত ক্ষতি করিবে?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৎ হইবার উপায়

মালদহ জেলা নিবাসী জনৈক যুবক সম্প্রতি এম-এ, বি-এল পাশ করিয়াছেন। তিনি শ্রীশ্রীবাবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—সৎ হতে চাই, কিন্তু সৎ হবার চেষ্টা আসে না কেন?

শ্রীশ্রীবাবা।—সত্যি সত্যি সৎ হ'তে চাও না। মনে কর যে সৎ হ'তে পার্লে ভাল হ'ত এই পর্য্যন্ত। সৎ হতেই যে হবে, তার জন্য আগ্রহকে বাড়াও, ব্যগ্র হও, আপ্‌নি চেষ্টা আস্‌বে। আকুল আগ্রহ ছাড়া কি কখনো চেষ্টা আসে?

প্রশ্ন।—আগ্রহকে বাড়াবার উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবা।—সৎ হবার প্রয়োজনীয়তা চিন্তা।

প্রশ্ন।—এ চিন্তা আসবে কি ক'রে?

শ্রীশ্রীবাবা।—যাঁরা সৎ, তাঁদের জীবনের সৌন্দর্য্যগুলিকে আলোচনা কর, তাঁদের চিত্তের নিভৃত শান্তি, অন্তরের অফুরন্ত আনন্দ, প্রাণের পরিপূর্ণতা ধ্যান কর।

ইন্দ্রিয়-সুখ-লুব্ধতার কারণ

প্রশ্ন।—ইন্দ্রিয়-সুখের দিকে বারংবার মন যায় কেন?

শ্রীশ্রীবাবা।—এক কারণ এই যে, বহুকাল ইন্দ্রিয়-সুখ-ভোগে প্রমত্ত হয়ে এসেছ। অপর কারণ এই যে, ইন্দ্রিয়সুখ-বিমুখ ভগবৎ-প্রেমরস-পিপাসুর সুখের যে কি আস্বাদ তা জান না।

ভগবৎ-প্রেম-সুখ লাভের উপায়

প্রশ্ন।—ভগবৎ-প্রেম-সুখ কি ক'রে পাব?

শ্রীশ্রীবাবা।—ভগবৎ-পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ ক'রে। প্রেম-সুখের লোভে যদি ভগবানকে ভালবাস্‌তে যাও, ভালবাসাও প্রকৃত হবে না, প্রেম-সুখও পূর্ণভাবে পাবে না। কিন্তু, ঐহিক বা আধ্যাত্মিক কোনো প্রকারের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাপ্যকেই লক্ষ্য না ক'রে যদি তাঁর প্রীতিকে লক্ষ্য ক'রে সম্যক্ আত্ম-সমর্পণ কর, তা'হলে প্রেম-সুখ স্বতঃ-আস্বাদিত হবে।

ভগবানের নিকট নত হও

প্রশ্ন—আপ্‌নি কি আমাকে এই সুখ আস্বাদন করিয়ে দিতে পারেন না?

শ্রীশ্রীবাবা—পারি, কিন্তু তার জন্য আধারও অত্যুৎকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন। আমি পারি শুধু উত্তম আধারে, ভগবান্ পারেন উত্তম অনুত্তম সকল আধারে। সুতরাং আমার নিকট নত না হ'য়ে ভগবানের নিকট নত হও।

ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হও

প্রশ্ন।—আপনাকে মনে মনে স্মরণ কর্‌লে আপনি তা' টের পান? আপনি কি সে ডাকে সাড়া দেন?

শ্রীশ্রীবাবা।—টেরও পাই, সাড়াও দিই। আমি টের পাই ব্যাকুল অন্তরে স্মরণ কর্লে। ভগবান টের পান ব্যাকুল অব্যাকুল যেভাবে ইচ্ছা স্মরণ কর্‌লে। সুতরাং আমার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে প্রাণপণে ভগবানের প্রতিই আকৃষ্ট হও।

সাধন তোমাকেই করিতে হইবে

প্রশ্নকারী বলিলেন,—আপনিই আমাকে কৃপা ক'রে গড়ে নিন্।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সদ্যোজাত শিশুকে মা কোলে ক'রে স্তন্যরস পান করান। শিশু স্তন চিনে না, এজন্য নিজের হাতে স্তনের বোঁটা শিশুর মুখে প্রবেশ করিয়ে দেন। কিন্তু শিশু নিজের শক্তিতে চুষে নিজের আহারীয় নিজে সংগ্রহ করে। তুমিও শিশু, তাই আমি দীক্ষাযোগে তোমার মুখে আমার স্তনের বোঁটা দিয়েছি, কিন্তু চুষ্‌তে হবে তোমাকে,—সাধন দিলাম আমি, সাধন কত্তে হবে তোমাকে।

নামই ভগবানের রূপ

প্রশ্ন।—ভগবানের রূপ কি?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীবাবা।—ভগবানের নামই ভগবানের রূপ। অন্য রূপের পানে আকৃষ্ট হয়ো না।

প্রশ্ন।—অন্য রূপের পানে যদি মন আকৃষ্ট হয় ?

শ্রীশ্রীবাবা।—পূর্ব্ব-সংস্কারহেতু হ'তেও পারে। কিন্তু সেই রূপকে প্রাধান্য দিও না। প্রত্যাহার ক'রে সেই রূপ থেকে মনকে টেনে আন্‌তে পার, ভাল কথা, না পার, সেই রূপের মাঝেই নামের স্থিতি ধ্যান কর। ক্রমে সেই রূপ চ'লে যাবে, নামই নিত্যসত্যরূপে বিরাজ কর্‌বে।

ভিন্ন সাম্প্রদায়িকদের আমন্ত্রণ সম্পর্কে কর্ত্তব্য

প্রশ্ন।—ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডবাদী সাম্প্রদায়িকেরা তাদের দেবপূজাদিতে আমন্ত্রণ কর্‌লে আমাদের কি কর্ত্তব্য হবে ?

শ্রীশ্রীবাবা।—তাঁদের সাগ্রহ আমন্ত্রণকে অনাদর ক'রো না, কিন্তু তাঁদের অনুষ্ঠানের ভিতরে ম'জে যেয়ো না।

প্রশ্ন।—মজে যাওয়া কথাটার মানে কি ?

শ্রীশ্রীবাবা।—অন্তরে যেরূপ চিন্তাকে প্রশ্রয় দিলে নিজের ইষ্টনিষ্ঠা ক'মে যায়, তেমন চিন্তাকে প্রশ্রয় দেওয়ার মানেই হ'ল ম'জে যাওয়া। তেমন চিন্তার প্রশ্রয় দিও না। যাদুঘরে কি মানুষ জানা অজানা সহস্র বস্তু দেখে না ? কিন্তু তাই ব'লে কি যা দেখে, তার কাছেই কেউ আত্মসমর্পণ ক'রে আসে ? সাধকের আত্মসমর্পণ একটী জায়গায়, শত শত স্থানে নয়।

নামব্রহ্মের পূজা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নামব্রহ্মের পূজাই তোমাদের একমাত্র পূজা। নামব্রহ্মের ধ্যানই তোমাদের একমাত্র ধ্যান। নামব্রহ্মের সেবাই তোমাদের একমাত্র সেবা। শত দিকে মন চালিয়ে, শত স্থানে মাথা বলি দিয়ে জীবনের পরম সার্থকতা লাভ হয় না।

পরিণামে সত্যেরই জয় হইবে

প্রশ্নকর্ত্তা বলিলেন,—আমার ভিতরে কাম আর প্রেমের অবিরাম লড়াই চলেছে। ভগবৎ-প্রেম-লাভের চেষ্টা করি, কিন্তু পারি না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—লড়াই চলুক, ঘাবড়াও মৎ। যুদ্ধ থাকৃলেই হার-জিত থাকে। কিন্তু দৃঢ়তার সাথে যদি চল, ভীত হ'য়ে রণে ভঙ্গ না দাও, পরিণামে সত্যেরই জয় হবে। কুরুক্ষেত্রে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য ম'রেও রাজা যুধিষ্ঠিরই জয়ী হ'লেন। সংগ্রামের ভিতর দিয়ে অন্তরের সকল সুপ্ত সংস্কার বিনাশ প্রাপ্ত হোক্। তার পরের অবস্থাই পূর্ণ জয়।

ব্রহ্মচর্য্যের তিন অভ্যুন্নত অবস্থা

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবা জিতেন্দ্রিয় পুরুষদের লক্ষণ বলিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—পূর্ণ ব্রহ্মচারী তিনি, যিনি দিনের পর দিন চেষ্টা ক'রেও মনের ভিতরে কামভাব জাগরিত কত্তে পারেন না। সাধনের অত্যুন্নত অবস্থার এইটী হচ্ছে আশ্চর্য্য দান। এর পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার ব্রহ্মচারী তিনি, যিনি ইচ্ছা করলে চেষ্টার পরে অন্তরে কামভাব জাগরিত কত্তে পারেন। পূর্ণ জিতেন্দ্রিয় পুরুষ যদি সংসারাশ্রম গ্রহণ ক'রে সন্তান উৎপাদন প্রয়োজন বোধ করেন, তবে কামভাব-বর্জ্জিতভাবে তাকে অগ্রসর হ'তে হয়, এবং কামভাবের অভাবহেতু ইন্দ্রিয়াদির যে অপূর্ণ অবস্থা, তাকে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের দ্বারা পূর্ণাবস্থা দিতে হয়। এইরূপ ব্রহ্মচারী গৃহস্থ জগতে কয়েক কোটিতে দু'একটী আছেন। এর পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার ব্রহ্মচারী যিনি, তিনি সন্তানোৎপত্তির প্রয়োজনে বিশেষ চেষ্টা ক'রে কামভাবকে আনয়ন কত্তে পারেন এবং তখন ইন্দ্রিয়নিচয় কামের উত্তেজনায় আবশ্যকীয় পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এইরূপ ব্রহ্মচারী গৃহস্থ জগতে দু'চার লক্ষে দু'একজন আছেন। তারও পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার ব্রহ্মচারী তিনি, যিনি কামলেশ-বর্জ্জিত নন, কিন্তু যে কোনও সময়ে কামকে পদানত কত্তে সমর্থ। এরূপ গৃহস্থ ব্রহ্মচারী জগতে কয়েক সহস্রে দু'একজন আছেন। পূর্ব্ববর্ণিত অবস্থার ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁরা গার্হস্থাশ্রম গ্রহণ করেন নাই, তাঁরাই যথাক্রমে পরমহংস, স্বামী এবং ব্রহ্মচারী ব'লে অভিহিত হন। ব্রহ্মচর্য্যের এই তিনটী অবস্থা অতীব উন্নত অবস্থা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মচর্য্যের তিন মধ্যবর্ত্তী অবস্থা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু তারও পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক গুলি অবস্থা আছে। এই তিনটী অত্যুন্নত অবস্থার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী হচ্ছে, কাম আছে, কিন্তু বহু যুদ্ধের পরে তাকে দমনও করা হচ্ছে। এরূপ ব্রহ্মচারীও পূজনীয়। তার পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা হচ্ছে, কাম আছে, যুদ্ধও চলেছে, কিন্তু ঠিক্ পরাজয়ের মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে জয় লাভ হচ্ছে। এরূপ ব্রহ্মচারীও পূজনীয়। এর পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা হচ্ছে, কামের লড়াই চলেছে, বারংবার পরাজয়ও হচ্ছে, কিন্তু decisive victory (স্থায়ী জয়) লাভের উদ্দেশ্যে সহস্র পরাজয়ের মধ্য দিয়েও সংগ্রামে বিরতি দেওয়া হচ্ছে না। এরূপ ব্যক্তিও ব্রহ্মচারীর মর্য্যাদা লাভে অধিকারী এবং সম্মাননীয়।

অব্রহ্মচর্য্যের তিন অবস্থা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এর পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা গুলি নিকৃষ্ট স্তরের। পূর্ব্ব-বর্ণিত তিন মধ্যবর্ত্তী ব্রহ্মচর্য্যাবস্থার অব্যবহিত পূর্ব্বাবস্থা হ'ল, যুদ্ধ আছে, পরাজয়ও হচ্ছে, কিন্তু এর পরে যুদ্ধ-চালনার আর চেষ্টা নাই। একবার কামের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে যখন হেরে গেছি, তখন আর চেষ্টা ক'রে কি হবে? পরাজিত, পরাধীন থেকে কাম-কুক্কুরের জীবন-যাপনই শ্রেয়ঃ। এরও পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা হ'ল, half-heartedly (অর্দ্ধমনে) লড়াই করা, হেরে যাওয়া এবং হার মেনে নেওয়া। তারও পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা হ'ল যুদ্ধ দিলামই না, একেবারে বিনাযুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার।

জন্মমাত্রই তুমি যোদ্ধা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ব্রহ্মচর্য্যের একবারে উচ্চতম অবস্থা থেকে অব্রহ্মচর্য্যের নিম্নতম অবস্থা পর্য্যন্ত সবই বর্ণনা কর্ল্লাম। একটু চিন্তা কল্লেই বুঝতে পারবে যে, যুদ্ধের মনোবৃত্তিই তোমাকে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধ দিকে পরিচালিত কর্ব্বে। You are a warrior by birth,—জন্মমাত্রই তুমি যোদ্ধা। ফলাফল যাই হোক্, সংগ্রাম পরিত্যাগ ক'রো না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবানের নাম ও ভালবাসা

বেলেঘাটা হইতে একটী বালক আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবা তাহার পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া বলিলেন,—ভগবানের নাম তোমার মনে আছে বাবা ?

বালক বলিলেন,—হঁ্যা, আছে।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—Then you are loveable (তা হ'লে তুমি ভালবাসার পাত্র।) ভগবানের নামই আমার অন্তরে ভালবাসার সৃষ্টি করে। নামই প্রেম, নামই সত্য।

ইষ্টস্মৃতি

কৈলাস বসু ষ্ট্রীটের জনৈক বিশিষ্ট অধিবাসীর পুত্র শ্রীশ্রীবাবার নিকট দীক্ষিত। গুরুজনেরা কেহ এই দীক্ষার কথা জানেন না। যুবকটী গোপনে সাধন করেন। অদ্য শ্রীশ্রীবাবার কাছে বসিয়া অনেকক্ষণ উপদেশ শুনিবার পরে তিনি বলিলেন,—আমার মনে ভক্তি নেই, বিশ্বাস নেই, নইলে আপনাকে দর্শন মাত্র আমার ইষ্টনাম স্মরণ হওয়া উচিত হ'ত।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দর্শন কি বল্‌ছ বাবা, আমাকে স্মরণ কল্লেও তোমার ইষ্টনাম স্মরণে আসা উচিত হ'ত। ইষ্টনামে নিষ্ঠা এলে ইষ্ট-নাম-সম্বন্ধীয় ও ইষ্টনাম-সম্পর্কিত সকল বিষয়ের স্মৃতিতে পুনঃ পুনঃ ইষ্টস্মৃতি জাগরিত হয়।

নিজের মুক্তি ও পরের মুক্তি

যুবক বলিলেন,—অনেকে নিজের মুক্তি চান, আর অনেকে আপনার মত পরের মুক্তি চান।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অর্থাৎ কেউ টোম্যাটোর অম্বল খান, কেউ চাল্‌তার অম্বল খান। ফলং-উদরপূরণম্। উভয়েই জীব-কল্যাণই করেন,—কেউ জেনে, কেউ না জেনে। নিজের মুক্তি থেকেও পরের মুক্তি আসে, পরের মুক্তি থেকেও নিজের মুক্তি আসে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক জনাতে যুক্ত হও

জনৈক বিশিষ্ট রাজ-কর্ম্মচারী এবং তাঁহার স্ত্রী কোনও এক জ্যোতির্ব্বিদের দ্বারা আদিষ্ট হইয়াছেন যে, অমুক দেবতার পূজা দিতে হইবে, নতুবা বিশেষ অনিষ্টের আশঙ্কা। তাঁহারা মনের দ্বন্দ্ব ঘুচাইবার উদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীবাবাকে নিজগৃহে নিয়া আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবা তাঁহাদের সমগ্র বিবরণ শুনিয়া বলিতে লাগিলেন,—মনে যখন সংশয় এসেছে, তখন যে দেবতার পূজার আয়োজন করেছ, তার পূজা করে ফেলো। সংগৃহীত আয়োজন জলে ফেলে দিয়েও কোন লাভ নেই। কিন্তু বাবা, জীবন ভ'রে কত মনিবের চাকুরী করবে, কত জন দেবতার পূজা যোগাবে? একটা পাঁঠা কয়টা মন্দিরে বলি হবে? বসন্তের ভয়ে শীতলা পূজা, কলেরার ভয়ে শ্মশানকালীর পূজা, দুর্নিমিত্তের ভয়ে শনিঠাকুরের পূজা, এই রকম ক'রে ক'রে জীবন ভ'রে কত জনের পূজা কর্ব্বে? পূজা ত' কোনো দেবতার হচ্ছে না, হচ্ছে তোমার ভয়ের। তোমার ভীতিকে তুমি পূজা কচ্ছ। প্রীতির পূজা কৈ? সহস্র দেবতার পূজা ছেড়ে এক-জনাতে যুক্ত হও। যেই একজনাকে পূজা কর্ল্লে সঙ্গে সঙ্গে সকলের পূজা হয়, সেই এক জনাকে আশ্রয় কর। শনি, সূর্য্য, মঙ্গল তাঁরই চরণ-সেবক, ষষ্ঠী, মনসা, শীতলা তাঁরই চরণ-সেবিকা। ম্যাজিষ্ট্রেটের চাপরাশীকে ম্যাজিষ্ট্রেট মনে করা ভুল। ভিন্ন ভিন্ন চাপরাশীর ভক্তদের মাঝে ঝগড়া যেন না হয়, এজন্য আমরা ব'লে থাকি, সব দেবতাই একজনের বিভিন্ন প্রকাশ। সামঞ্জস্যের চেষ্টা ছাড়া কলহ মিটান যায় না। কিন্তু বাবা, আসল কথা এই যে, সহস্র চাপরাশীকে পূজা ক'রেও সেই লাভ হতে পারে না, একমাত্র তাদের মনিবকে খুশী রাখ্‌তে পারলে যা হতে পারে। গ্রহ-নক্ষত্রের পূজো ছাড়, তাদের প্রভুর পূজো কর। তাতেই শক্তি আস্‌বে, তাতেই শান্তি আস্‌বে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কলিকাতা
১২ই কার্ত্তিক, ১৩৩৯

ভগবানের কাজে কাল-প্রতীক্ষা অনুচিত

মুঙ্গের-নিবাসী জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা এক পত্রে লিখিলেন,—

"মনুষ্য জীবন অতি দুর্ল্লভ জীবন। সহস্র বিঘ্নের মধ্য দিয়াও এই জীবনের পূর্ণ সার্থকতা সম্পাদন করিতে হইবে। চতুর্দ্দিকের শত আকর্ষণের মধ্য দিয়াই একাগ্র মনে ভগবানের নামের পথ বাহিয়া চলিতে হইবে এবং সংসারের অনন্ত কোটি সুখ-দুঃখ-বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়াই তাঁর অফুরন্ত প্রেমরসকে আস্বাদন করিতে হইবে। সময় আসে নাই ভাবিয়া হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না বা ভবিষ্যতের প্রতীক্ষায় অলস শয়নে পড়িয়া থাকাও শুভপ্রদ হইবে না।

"অনেককেই বলিতে শুনিয়াছি,—সময় আসুক, একটু অবসর হউক, কাজের ঝঞ্জাট কিছু কমিয়া যাউক, তারপরে নিশ্চিন্তে বসিয়া ভগবানের নাম করিব। একথা তাহারা অবশ্য সরল চিত্তেই বলে, মনে কোনও কুটিল কপটতা রাখিয়া তাহারা একথা বলে না। কিন্তু ইহার পশ্চাতে একটা মস্ত বড় বুঝিবার ভুল রহিয়া গিয়াছে, যাহা তাহাদের চখে ধরা পড়ে নাই। একটী গান আছ,—'যত দিন যায়, ততকাজ বাড়ে, অবসর কৈ ভ' মিলিলনা।' বাস্তবিকই ব্যাপারটা অবিকল তাই। কাজের চাপ কমিবে মনে করিয়া যতই কালাপেক্ষা করা যাইবে, ততই দেখা যাইবে যে, দিনের পর দিন কার্য্যের ভার, দায়িত্বের চাপ গুরু হইতে গুরুতর রূপে ক্রমেই বিবর্দ্ধমান হইয়া চলিতেছে, একটী কাজের সমাপ্তির সাথে সাথে দশটী নূতন প্রবন্ধ আসিয়া মাথা উঁচু করিতেছে, একটী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে না ফেলিতে আরও দশটী উদ্বেগ-জনক শ্রমবহুল কর্ত্তব্য গমন-পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইতেছে। ইহা প্রত্যেক ব্যক্তিরই দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা। সুতরাং সময় হউক, তারপরে বসিয়া ভগবান্‌কে ডাকিব,—অবসর আসুক, তারপরে ভগবৎ-প্রেম-রসানুশীলনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চেষ্টা পাইব,—এ সব বুদ্ধি যে নিতান্তই সরলপ্রাণ ব্যক্তির, তাহাতে সন্দেহ নাই।

"তুমি ভবিষ্যতের ভরসায় ভগবৎ-সাধনাকে এখন দূরে দূরে সরাইয়া রাখিও না বাবা। আজ হইতেই তুমি তাঁর প্রেমরসকে, তাঁর অপরিমেয় করুণাকে, তাঁর দয়া, মায়া, মমতাকে, তাঁর অপার অসীম স্নেহকে তাঁর নামের সাধনার মধ্য দিয়া আস্বাদন করিতে প্রয়াসী হও বাবা। মন ভাল করিয়া বসিবার দিন আসিলে তারপরে যদি তুমি সাধন-রত হইতে চাহ, তবে জানিও, ইহজন্মে আর তোমার সাধন করা হইয়া উঠিবে না। কারণ, দীর্ঘকাল সাধনার পর ব্যতীত আগেই কাহারও মন স্থির হয় না। প্রবল প্রয়াসের দ্বারা যখন মন স্থির হয়, তখনই মানব পরমানন্দময়ের পরম কৃপার মধুময় অমৃতরসের অনির্ব্বচনীয় আস্বাদন লাভে সমর্থ হয়।

"আর একটী দিনও বাবা তুমি বৃথায় কাটাইও না। অন্ততঃ দশ মিনিট করিয়া সময় তোমার নিশ্চয়ই হইবে এবং মন বসুক আর না বসুক, এই দশটী মিনিট সময়ই তুমি প্রত্যহ বসিয়া আনন্দময়ের আনন্দ-প্রদ নাম জপিতে চেষ্টা কর। চতুর্দ্দিকের বিশৃঙ্খলতা ত থাকিবেই, কিন্তু তোমাকে তোমার সাধনোদ্যম পরিত্যাগ করিলে চলিবে না। সময় নষ্ট করিও না বাবা। যে দিনটী যায়, সে আর ফিরিয়া আসে না। একটী দিনকেও ব্যর্থ যাইতে দিও না।"

ভগবানের জন্য ব্যাকুল হও

উক্ত ভক্তের পত্নীকে শ্রীশ্রীবাবা এক পত্রে লিখিলেন,—

"ভগবানের জন্য তোমার প্রাণে ব্যাকুলতা জাগুক। নিজে ভগবানকে পাইবার জন্য আকুল হও, সন্তান-সন্ততিগুলিকে আকুল করিয়া তোল, তোমার স্বামীর অন্তরেও এই আকুলতাকে সঞ্চারিত করিয়া দাও। সংসার-জীবনের প্রতি রন্ধ্রে প্রতি পরতে শ্রীভগবানের জন্য অপরিসীম অনুরাগ সমাবেশিত কর,—সংসারের সকল সুখভোগের মধ্য দিয়া, সংসারের অপত্য-স্নেহ, স্বামিপ্রেম, অতিথিসেবার মধ্য দিয়া, সংসারের প্রত্যেকটী কর্ত্তব্যের মধ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিয়া সুকৌশলে শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ করিবার পরমসুখপ্রদ পন্থাকেই মা অনুসরণ কর।”

ভগবানকে পাইবার পথ কঠিন নহে

অপর এক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা পত্র লিখিলেন,—

“ভগবানকে পাইবার পথ কি অতি কঠিন? মোটেই নহে। বরঞ্চ আমি বলিব, জগতে মানুষ যত কঠিন কঠিন কার্য্য সমূহ অনায়াসে সম্পাদন করিতেছে, ততই সহজ পথকে কঠিন ভাবিয়া পরিত্যাগ করিতেছে। তোমরা জান না বলিয়াই মনে কর যে, ভগবৎ-সাধন বুঝি কি একটা অশ্বমেধ যজ্ঞ বিশেষ। ভগবানকে ডাকাই যে আমাদের নিত্য জীবিকা, উহাই যে আমাদের জীবন-ধারণের স্বাভাবিক উপাদান! জান না বলিয়াই কঠিন মনে করিতেছ। যেদিন জানিবে, সেদিন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাইবে। প্রতিক্ষণে শ্বাসবায়ু টানিয়াও মানুষ বায়ু চিনে না।”

ইচ্ছার শক্তিকে জাগরিত কর

দ্বারভাঙ্গা মেডিকেল স্কুলের জনৈক ছাত্রকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

“ভগবৎ-সাধন ছাড়িও না। ইহা তোমার অপবিত্র ইচ্ছাকে পবিত্র করিবে, পবিত্র ইচ্ছাকে অলঙ্ঘ্য করিবে, সুপ্ত কুসংস্কারকে নির্ম্মূল করিবে, সুপ্ত সুসংস্কারকে বিকশিত করিবে, তোমাকে দুঃখে সহিষ্ণু, বিপদে অভীঃ, সংগ্রামে স্থির এবং সর্ব্বকার্য্যে জয়িষ্ণু করিবে। শুদ্ধ ইচ্ছার পবিত্র শক্তিকে তপস্যার বলে জাগরিত কর,—তোমাদের দিয়া আমি জগতের অনেক কাজ করাইতে চাহি।”

তোমাদের প্রতি আমার কর্ত্তব্য রহিয়াছে

লাহেরিয়া-সরাই নিবাসী অপর একটী যুবককে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

“যাহারা অন্তরের পবিত্রতা রক্ষার জন্য প্রয়াস-পরায়ণ, যাহারা জীবনের উন্নতি-বিধানে তৎপর, তাহাদের উপকারার্থে প্রয়োজন হইলে আমি আমার হৃৎপিণ্ড চিরিয়া রক্ত দিতে পারি। আমি আমার এই ক্ষুদ্র জীব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবানের পাদপদ্মে উৎসর্গ করিয়া এক বরলাভ করিয়াছি। সেই বর এই যে, এই জীবনের প্রত্যেকটী স্পন্দন ছোটকে বড় করিবার কাজে, নীচকে উচ্চ করিবার কাজে, দুর্ব্বলকে সবল করিবার কাজে ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায়, জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে ভগবানের নিজকরধৃত যন্ত্রের ন্যায় প্রয়োজিত হইবে। সেই অবধি, যাহার উপরে দৃষ্টি পড়িলে চিত্তে কণামাত্র আবেগ অনুভব করি, তাহারই প্রতি আমার করণীয় রহিয়াছে বলিয়া আমি বুঝি।”

ভগবানের পায়ে চির-আশ্রয়

মধুপুর (সাঁওতাল পরগণা) নিবাসী জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

“তোমাদের ত’ বাবা কর্ম্মবহুল জীবন এবং সেই কর্ম্মও সম্পূর্ণরূপে বহির্ম্মুখ কর্ম্ম। দিনের অধিকাংশ সময়ই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় পরপ্রীণনে ব্যস্ত থাকিতে হয়। কিন্তু ইহার মধ্য দিয়াই তোমাদিগকে ভগবানের অমৃতময় নামের সেবা অব্যাহত ভাবে চালাইয়া যাইতে হইবে, একথা যেন ভুলিও না। ভারতের ও ভারতের বাহিরে হিন্দু এবং অহিন্দু বহু সাধক বহু তাপস গৃহে থাকিয়া প্রচলিত প্রথায় জীবিকা সংগ্রহের সাথে সাথে সুগভীর ঈশ্বর-ভজন করিয়াছেন। ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। তাঁহাদিগকে আদর্শ বলিয়া জানিও এবং মানিও, তাঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে রুচিশীল ও চেষ্টাবন্ত হইও। ক্ষণিকের অন্ন সংগ্রহ-কালে ভুলিয়া যাইও না, চিরকালের অন্নও সংগ্রহ আবশ্যক। সংসারের সেবা করিবার কালে ভুলিয়া যাইও না যে, ভগবানের পায়ে তোমাদের চির-আশ্রয়।”

শান্ত হও, পবিত্র হও

লাহেরিয়া-সরাই নিবাসী অপর একটী যুবককে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

“লক্ষ্য যার যত উচ্চে, সে তত বড় হয়। মন যার যত পবিত্র, সে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তত মহৎ হয়। চিত্ত যার যত শান্ত, তার সাফল্য তত অধিক। সদা-শান্ত ভাব এবং সদা-পবিত্রতা তোমার চরিত্রের বিশেষত্ব হউক।"

বিবাহাগ্নির পবিত্রতা

অপরাহ্নে একটী বিবাহিত যুবক উপদেশের জন্য আসিয়াছেন। কুমারী অবস্থায় যাহার প্রেম অন্য ব্যক্তিতে প্রবাহিত হইয়াছিল এবং সেই অপর ব্যক্তিকে স্বামিরূপে পাইবার জন্য যে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিল, তিনি এমন একটী যুবতীকে বিবাহ করিয়াছেন।

সমগ্র বিষয় খুব মনোযোগের সহিত শুনিবার পরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—একটা বিষয় বিশ্বাস ক'রো যে, বিবাহের যজ্ঞাগ্নি স্পর্শের দ্বারা প্রত্যেক রমণী পূর্ব্বপাপ থেকে প্রমুক্ত হয়। এই বিষয়ে একটা গভীর বিশ্বাস না থাক্‌লে, বিবাহ অনুষ্ঠান একটা নিতান্ত লোক-দেখান ছেলে-খেলা ছাড়া আর কিছুই হয় না। বিবাহের আগে যদি কারো কোনো দৈহিক বা মানসিক পাপ ঘ'টে থাকে, তবে বিবাহের পরে সেই কথা ভুলে যাওয়া উচিত। বিবাহ এক যজ্ঞ, দীক্ষা এক যজ্ঞ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এক যজ্ঞ। যজ্ঞ কেন, তিনটাই মহাযজ্ঞ। বিবাহের দ্বারা কৌমার্য্যের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত পাপ থেকে মুক্তি হয়। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দ্বারা সর্ব্ববিধ ব্যাধিজ পাপ থেকে নিষ্কৃতি হয়। দীক্ষা দ্বারা সর্ব্বপাপ-প্রমুক্তি ঘটে।

বিবাহের পরক্ষণ হইতেই স্ত্রীর প্রতি উচ্চভাব পোষণ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কাকে বিবাহ করা উচিত, কাকে বিবাহ করা অনুচিত, এবিষয়ে যত বিচার-বিবেচনা সব বিবাহের আগেই শেষ হয়ে যাওয়া কর্ত্তব্য। বউটী সুন্দরী কি সচ্চরিত্রা, এবিচার বিবাহের পরে হওয়া উচিত নয়। বিবাহের পরক্ষণেই জান্‌তে হবে যে, স্বামী ও স্ত্রী দুজনেরই যেন নূতন জন্ম হ'ল। এই মুহূর্ত্ত থেকে সমগ্র ভাবীকাল জুড়ে দুজনকে পরস্পরের প্রীতিপদ ও ধর্ম্মপ্রদ কাজ ক'রে যেতে হবে। অতীতে যদি কখনও ভুল-ভ্রান্তি কারো থেকে থাকে, তবে একজনের ভুল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপরের অনুসন্ধান করা নিষ্প্রয়োজন এবং নিরর্থক। বিশেষতঃ স্বামীর পক্ষে স্ত্রীর অতীত ভ্রান্তি খোঁজা অত্যন্ত মূর্খতা। স্ত্রীকে অনাঘ্রাত কুসুমের মত জেনে, অনালিঙ্গিতা লতিকার মত জেনে, তার সঙ্গে স্নেহময়, প্রেমময়, মধুময় ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। বিবাহের পরক্ষণ থেকে তোমার স্ত্রীর প্রতি তোমার এরূপ ধারণাই থাকা উচিত যেন তার মত সরলা, সাধ্বী ও পতিপরায়ণা রমণী জগতে নেই। তোমার ব্যবহারের মহত্ত্ব দিয়ে, তাকে মহৎ হ'তে সাহায্য করা উচিত। স্ত্রীর কোনও গুপ্ত কথা জান্‌বার জন্য কখনো চেষ্টা ক'রো না।

স্ত্রীকে তাহার অবাঞ্ছিত অতীত ভুলিতে সাহায্য কর

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—স্ত্রী যদি তোমার প্রেমে স্নেহে মুগ্ধ হয়ে তার অতীত জীবনের এমন কোনও কাহিনী বলে, যা তোমার চিত্তের উদ্বেগ-বর্দ্ধক, তা'হলে তুমি তাতে উদ্বিগ্ন না হ'য়ে স্থির হবার চেষ্টা ক'রো। নিজেও মনে মনে ভে'বো, স্ত্রীকেও প্রবোধ দিও যে, পূর্ব্বজন্মে যে যা করেছে, পরজন্মে তার জন্য বিব্রত হওয়ার প্রয়োজন নেই। এজন্মে তুমি বৈশ্যের ছেলে। আগের জন্মে শূদ্রের ছেলে রূপে যে যে কাজ করেছ, তা ভেবে তোমার মন খারাপ করা নিষ্প্রয়োজন। পূর্ব্বজন্মে কেউ শূকর-যোনিতে জন্মগ্রহণ করেছে, এজন্মে মানুষ হয়ে ভূমিষ্ট হবার পরে আর তার জন্য লজ্জিত বা দুঃখিত হওয়ার কোনো মানে হয় না। বিবাহের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থাকেও পূর্ব্বজন্মের সামিল জ্ঞান ক'রে একেবারে ভুলে যাবে। নিজেও ভুলবে, স্ত্রীকেও ভোলাবে। অতীতের বিচার-বিবেচনায় যারা বেশী শক্তি ক্ষয় করে, তাদের ভবিষ্যৎ গড়া অসম্ভব হয়। বর্ত্তমানের বিবাহ ভবিষ্যতের পূর্ণ জীবনের জন্য। এই কথাটাই দুজনে শতবার উপলব্ধিতে আন। স্ত্রীকে নবজীবনের উচ্চাদর্শ দেখাও এবং তাকে তার অবাঞ্ছিত অতীত ভুলতে সাহায্য কর।

অবাঞ্ছিত অতীত ভুলাইবার উপায়

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—স্ত্রীলোকেরা অবাঞ্ছিত অতীত অতি সহজে ভুলতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারে, যদি স্বামীর কাছে অকপট স্নেহ পায়, সরল বিশ্বাস পায়, প্রাণভরা ক্ষমা পায়। স্ত্রীলোকেরা অবাঞ্ছিত অতীত অতি সহজে ভুলতে পারে, যদি তার জঠরে স্বামীর ঔরসজাত সন্তান আসে স্বামীর স্নেহ-কোমল সদয় সহৃদয়তার ভিতর দিয়ে, স্বামীর ভবিষ্যতে আস্থাশীল লোক-কল্যাণী উচ্চাকাঙ্ক্ষার ভিতর দিয়ে। কোনো মেয়ে যখন বুঝ্‌তে পারে যে, ভবিষ্যৎ জগতের কোনও এক ত্রিলোকপূজ্য মহিমাবিশাল মহাপুরুষকে তার গর্ভে আহিত কর্ব্বার জন্যই স্বামীর আপ্রাণ যত্ন, সে তখন তার অতীতকে বিস্মৃত না হ'য়ে পারে না। সুতরাং বিন্দুমাত্র উদ্বিগ্ন না হয়ে তুমি তোমার নববিবাহিত জীবনকে স্বাভাবিক ও সুস্থ মনে গ্রহণ কর।

কলিকাতা
১৩ই কার্ত্তিক, ১৩৩৯

অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীবাবা সেবক বৈদ্য ষ্ট্রীটে জনৈক ভক্তের গৃহে আসিয়াছেন।

মানব-জীবনের কর্ত্তব্য

একটী জিজ্ঞাসু যুবক প্রশ্ন করিল,—আমাদের জীবনের কর্ত্তব্য কি বাবা ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তোমার সর্ব্বস্ব ভগবানকে দাও, তোমার দেহ, তোমার মন, তোমার পরমায়ু, তোমার কর্ম্মশক্তি মননশক্তি, বুদ্ধিশক্তি, অথবা এক কথায় তোমার বল্‌তে বাইরে ভিতরে যেখানে যা কিছু আছে, সব ভগবানের জন্য নিয়োগ কর। মানব-জীবনের এইটিই একমাত্র কর্ত্তব্য। আহারীয় গ্রহণ কর, ভগবানেরই জন্য; শরীর চালন কর, ভগবানেরই জন্য; স্বাস্থ্যরক্ষা কর, ভগবানেরই জন্য। ভগবৎ-প্রীতি সম্পাদনের উদ্দেশ্য ব্যতীত একটি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসও ত্যাগ ক'রো না। এইটিই তোমার জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য।

স্ত্রীর ভিতরে পরিবর্ত্তন-সূচনার উপায়

অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীবাবা কৈলাস বসু ষ্ট্রীটে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুর্শিদাবাদ জেলার কোনও এক পল্লীনিবাসী জনৈক ভক্ত প্রশ্ন করিলেন,—বিবাহিত জীবনে স্ত্রীর সঙ্গে এতকাল একভাবে কাটিয়ে এসেছি। সেই ভাব বদ্‌লাবার উপায় কি ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—পৌষমাসের শেষে বড়দিনের বন্ধে দেশে যাচ্ছ ত' ? সুতরাং আড়াই মাস সময় এখন তোমার হাতে আছে। এই আড়াইটা মাস সময়ের পূর্ণ সদ্ব্যবহার কর। সপ্তাহে ছ'খানা ক'রে চিঠি তোমার স্ত্রীকে লিখ্‌তে থাক। প্রত্যেক চিঠিতে ছুটী জিনিষ থাক্‌বে—একটি হচ্ছে এক অভ্যুন্নত জীবনের প্রতি আহ্বান, অপরটী হচ্ছে স্বামী ও স্ত্রীর প্রেমপূর্ণ সম্বন্ধ যে নষ্ট হবে না, তার অভয়। প্রত্যহ গভীর অভিনিবেশে উপাসনা কর্বে এবং উপাসনার শেষে ব'সে ভগবৎপ্রসাদে যে সব সৎকথা মনে জাগে, তা সরল ভাষায় তোমার স্ত্রীর কাছে পরিবেশন কত্তে থাক্‌বে। আমি সুনিশ্চিত আশ্বাস দিচ্ছি, তুমি বড়দিনের ছুটীতে বাড়ীতে গিয়ে তোমার স্ত্রীর ভিতরে প্রত্যাশার অতীত বহু পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করবে।

কলিকাতা
১৪ই কার্ত্তিক, ১৩৩৯

অদ্য প্রাতে শ্রীশ্রীবাবা বহু পত্রাদি লিখিলেন।

আদর্শ রমণী

কাঁথি-(মেদিনীপুর)-নিবাসিনী একটী মহিলাকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"যে ভাবে গড়িয়া তুলিলে সমগ্র জগৎ তোমাকে সুন্দরের প্রতিমা বলিয়া শ্রদ্ধাবনত শিরে পূজা করিবে, আমি তেমনিভাবে তোমাকে গঠিত দেখিতে চাই। কর্ত্তব্যের নিষ্ঠা, প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা, সঙ্কল্পের স্থিরতা, ভোগে নিঃস্পৃহতা, বিলাসে অনাসক্তি, জীবসেবায় আত্মোৎসর্গ এই সকল সুদুর্ল্লভ মণিরত্নেই আমি তোমাকে সুসজ্জিতা দেখিতে চাহি।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্ম-পরিত্যাগ প্রশস্য নহে

দ্বারভাঙ্গা রাজ-হাসপাতালের জনৈক চিকিৎসকের নিকট শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"সহস্র কর্ম্মের মধ্যেও মনুষ্য-জীবনটাকে সত্য সার্থকতা দান করিতে হইবে। এই সার্থকতার' পথ শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ। কর্ম্ম-পরিত্যাগে নহে, কর্ম্মের মধ্য দিয়াই অবিরল পরমেশ্বরানুধ্যান।"

দ্বারভাঙ্গা রাজ-হাসপাতালের অপর একজন ডাক্তারের নিকটে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"সহস্র মিথ্যা জীবনকে যখন ঘিরিয়া ফেলিতে চাহে, একান্ত চিত্তে ঈশ্বরচিন্তা তখন সত্যের দুয়ার অর্গল-মুক্ত করে। জীবনের প্রতি পদবিক্ষেপে পরমাত্মার দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি থাকিও এবং তাঁরই অভিপ্রায়ের ইঙ্গিত বুঝিয়া জীবনযাত্রার ভঙ্গী-নির্ব্বাচন করিও। কর্ম্মবর্জ্জনে নহে, অফুরন্ত কর্ম্ম-কোলাহলের মাঝখানেও শান্তিময়ের ক্রোড়ানুসন্ধানেরই নাম যথার্থ সাধন।"

সাধনহীনতাই লক্ষ্যহীনতার কারণ

কালীঘাট-(কলিকাতা)-বাস্তব্য জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন, –

"জীবনের লক্ষ্য স্থির করিতে কেন পারিতেছ না, জান বাবা ? ইহার কারণ এই যে, নামে নিষ্ঠা হারাইয়াছ। সমগ্র মনপ্রাণ দিয়া নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে নামের সেবা করিয়া যাও। নামই তোমার লক্ষ্যহীন মনের নিকটে জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্যকে দেদীপ্যমান জ্যোতিতে তুলিয়া ধরিবে। সাধনহীন জীবনই লক্ষ্যহীনতার সহস্র সন্তাপে বিদগ্ধ হয়। সাধন কর, ভগবৎ-কৃপায় যে অমৃতের সন্ধান পাইয়াছ, তাহার সদ্ব্যবহার কর। পাত্র পূর্ণ করিয়া অমৃতরাশি তোমার ওষ্ঠপ্রান্তে ধরা হইয়াছে, পান করিবার দায়িত্ব তোমার।"

স্ত্রীকে ভয় করা অকারণ

অপরাহ্নে মেদিনীপুর জেলা নিবাসী জনৈক বিবাহিত যুবক উপদেশার্থী হইয়া আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তোর স্ত্রীকে তোর ভয় করে ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যুবক।—আজ্ঞে হাঁ।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আমার মনে হয় সে বেশ বাধ্য মেয়ে?

যুবক।—আজ্ঞে হাঁ।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তা'হলে ত' তোমার ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। বাধ্য মেয়েদের সহজে সৎপথাশ্রিত করা যায়। Make it a point never to order her to associate you in anything dishonourable (স্থির সঙ্কল্প ক'রে নাও যে, তাকে কখনো মর্য্যাদানাশক কোনো কাজে তোমার সাথে সহযোগ কত্তে আদেশ দেবে না।) এই একটি বিষয়ে তোমার চরিত্রের দৃঢ়তা চাই। অনুচিত বা অসঙ্গত, পাশবিক বা নীচ কোনো কাজে তাকে কখনো সঙ্গিনী হবার জন্য ডাকবে না, এই একটি মাত্র নিয়ম পালন ক'রে চল। যখনি এর পরে তার সাথে তোমার দেখা হবে, tell her of a supreme aim of life (তাকে জীবনের অভ্যুন্নত এক লক্ষ্যের কথা বল্‌বে।) তার হৃদয়ের পাষাণ-প্রাকার ভেঙ্গে ভিতর থেকে সাত্ত্বিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রস্রবণকে উৎসারিত কর। And that will prepare her for the future (তারই ফলে সে ভবিষ্যতের জন্য তৈরী হয়ে যাবে)। স্ত্রীকে ভয় করা অকারণ। তোমার পত্র, তোমার বাক্য, তোমার ব্যবহার মাত্র দুটী বছরের জন্য যদি এরকম হয়, যাতে তোমার প্রতি তার শ্রদ্ধাও বাড়ে, প্রীতিও বাড়ে, তাহ'লে দুবছর পরে দেখ্‌বে যে, মহাবিপদের সময়ে সে তোমাকে রক্ষা ক'রে যাচ্ছে।

স্ত্রীদের শক্তি অসীম

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—স্ত্রীদের যে শক্তি কত, সে কথা স্বামীরা জানে না। জান্‌লে আর তাদের কেউ 'অবলা' নাম দিত না। গায়ের জোরে স্ত্রীকে পদানত করার শক্তি পুরুষের বেশী, কিন্তু মনের জোরে কামকে পদানত করার শক্তি স্ত্রীলোকের বেশী। যে স্ত্রী কুমারী অবস্থায় মোটামুটি সৎশিক্ষা পেয়েছে এবং বিবাহের পরে অন্ততঃ দুটা বৎসর স্বামীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাছ থেকে সৎচিন্তা, সংযম-পোষক ব্যবহার ও অকপট স্নেহ পেয়েছে, তার আত্মদমনের শক্তি দেখ্‌লে চমৎকৃত না হয়ে পারবে না।

ভাগ্যকূল (ঢাকা)

১৫ কার্ত্তিক, ১৩৩৯

অদ্য বেলা ১১টায় শ্রীশ্রীবাবা কলিকাতা হইতে ভাগ্যকূল শ্রীযুক্ত প্রকাশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর গৃহে পৌছিয়াছেন। অপরাহ্নে স্থানীয় যুবকদের একটী সভায় যৌগিক আসন-মুদ্রাদি প্রদর্শনান্তর শ্রীশ্রীবাবা একটী সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রদান করিলেন।

বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভবিষ্যতের পানে তাকাও এবং সুমহৎ, সুবিশাল, উজ্জ্বল ও গৌরবদীপ্ত ভবিষ্যতের জন্য নিজেদের জীবনকে প্রস্তুত কর। শুধু ভবিষ্যতের সুখ-স্বপ্ন দেখ্‌লেই চল্‌বেনা, সেই স্বপ্নকে সত্যে পরিণত কত্তে হবে। তার জন্য চাই, মৃত্যুঞ্জয়ী সাহস, অনুপম ধৈর্য্য, অতুলন নিষ্ঠা, অপরাজেয় পুরুষকার এবং আস্ফালন-বর্জ্জিত সাধনা। বর্ত্তমানকে উপেক্ষা ক'রো না, বর্ত্তমানের একটা কর্ত্তব্যকেও অসম্পূর্ণ রেখো না, বর্ত্তমানের কোনো ব্রত যেন অনুদ্‌যাপিত না থাকে। কিন্তু তোমার সকল সিদ্ধি, তোমার সকল প্রাপ্তি, তোমার সকল পূর্ণতা, তোমার সকল চরিতার্থতা ভবিষ্যতের বিশাল জঠরেই যে ভ্রূণাবস্থায় রয়েছে, এই কথা বিশ্বাস কর। বর্ত্তমানকে যতখানি কাজে লাগাবে, ভবিষ্যৎ ততখানিই সত্য হয়ে ফুটে উঠ্‌বে। অতীতের সোপান-শ্রেণীতে পাদচারণা ক'রে যেমন ভাবে বর্ত্তমানের আবির্ভাব ঘটেছে, বর্ত্তমানের সোপান-শ্রেণীতে পাদচারণা ক'রেই তেমন ভাবে ভবিষ্যতের আবির্ভাব হবে। কিন্তু অতীত তোমার করায়ত্ত নয়, বর্ত্তমান তোমার আয়ত্তের ভিতরে। সুতরাং যদি আপ্রাণ সাধনে প্রস্তুত থাক, তাহ'লে ভবিষ্যৎও তোমার আয়ত্তেরই ভিতরে এসে যাবে।

১৬ই কার্ত্তিক, ১৩৩৯

শ্রীশ্রীবাবা অদ্য প্রাতঃকালে বসিয়া কতকগুলি পত্র লিখিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগ-সাধন ও সংসারী ব্যক্তি

দ্বারভাঙ্গা নিবাসী জনৈক যুবকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"পরমাত্মার সাথে নিজকে নিয়ত যুক্ত করিয়া রাখিবার চেষ্টার নামই যোগ-সাধন। এই যোগ-সাধন জীবকে দুঃখ-দ্বন্দ্বের অতীত করে, সর্ব্বংসহ করে। এই জন্যই সহস্র ধীমান্ ব্যক্তি নিজেদিগকে ভগবানের নামে বিকাইয়া দিয়াছেন। বলিতে পার, সংসারী মানব তাহা পারে না। আমি বলিব, নিশ্চয় পারে এবং ভাগ্যবান্ সংসারীরা তাহা করিয়াছেনও।"

উৎকৃষ্ট যন্ত্র হও

দ্বারভাঙ্গা-নিবাসী অপর একটী যুবককে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"মানুষ শ্রীভগবানের করধৃত যন্ত্র। উৎকৃষ্ট যন্ত্রদ্বারা তিনি উৎকৃষ্ট কার্য্য সম্পাদন করেন। যন্ত্র দৃঢ় হইলে যান্ত্রিক তাহা দ্বারা কঠিন কার্য্য সম্পাদন করেন। যন্ত্র দুর্ব্বল হইলে তাহা দ্বারা সাধারণ কার্য্যের অতিরিক্ত চেষ্টা তিনি করেন না। মানুষ ভগবানের হাতের যন্ত্র হইলেও আত্মোন্নতি বিধানের স্বাধীনতা তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে। আমরা সুগঠিত হইলে ভগবান আমাদের দ্বারা অনেক বিরাট বিরাট কর্ত্তব্য পালন করাইয়া লইবেন। যে নিজেকে যত সুন্দর করিয়া গড়িতে পারে, পরমাত্মা তাহাকে দিয়া তত উৎকৃষ্ট কার্য্য সম্পাদন করাইয়া লন। বিধাতার মহান্ অভিপ্রায়কে নিজ জীবন-মধ্যে সুপরিস্ফুট করিয়া তুলিবার জন্য আজ হইতেই যোগ্যতা সঞ্চয়ে দৃঢ়ব্রত হও।"

সংসারে থাকিয়া সংসার-জয়

দ্বারভাঙ্গা রাজ-হাসপাতালের জনৈক ডাক্তারকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"পরমাত্মার কৃপা তোমাদের প্রত্যেকের জীবনে অমোঘ হইয়া উঠুক এবং ইহা অমোঘ করিবার কৌশল হইতেছে, একাগ্র সাধনার দ্বারা চিত্তকে স্বচ্ছ ও নির্ম্মল করা। যার চিত্তবৃত্তি যত শুদ্ধ, ভগবৎ-কৃপা তার জীবনে তত সুপরিস্ফুট।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"সাংসারিক জীবনের সহস্র কর্ত্তব্য সম্পাদনের সাথে সাথেই চিত্তবৃত্তির শুদ্ধতা-সম্পাদনের সাধনা পরিচালিত করিতে হইবে। বনে যাইয়া তপস্যার যুগ আর নাই, যদিও বনে যাইবার প্রয়োজন অল্পাধিক পরিমাণে প্রত্যেকের আছে। তাই নিজ মনের মধ্যেই বিজন বন সৃষ্টি করিয়া লইতে হইবে,—ইহাই সংসারে থাকিয়া সংসার-জয়ের কৌশল, ইহাই প্রতিদিন প্রকৃতি-সংসর্গে থাকিয়াও প্রকৃতিজয়ী হইবার সরল পথ।"

সংসারে সহিষ্ণু হইবার উপায়

জনৈকা মহিলা শ্রীশ্রীবাবাকে প্রশ্ন করিলেন,—সাংসারিক ঝগড়া-কলহে সহিষ্ণু হবার উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—প্রথম উপায়, একথা চিন্তা করা যে, ভগবানের ইচ্ছা ছাড়া দুঃখ-অশান্তি আসে না। ভগবানের ইচ্ছা ছাড়া একটি গাছের পাতাও নড়ে না। সুতরাং যদি অপমান, অসম্মান, অপবাদ বা নিন্দা আমার বিরুদ্ধে এসেও থাকে, তবে ভগবানের অভিপ্রায়েই এসেছে। সুতরাং মুখ বুজে সহ্য ক'রে যাওয়াই আমার কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে, নিজ সন্তান-সন্ততির নৈতিক কুশল চিন্তা করা। কারণে বা অকারণে তুমি যদি অসহিষ্ণু হও, অধীর হও, কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান হারাও, তবে তোমার সেই অবাঞ্ছনীয় আচরণ তোমার শিশুরাও অনুসরণ কর্ব্বে। তাতে তাদের জীবন-গঠনের, চরিত্রের সম্পূর্ণতা-সাধনের বিশেষ ক্ষতি হবে। সুতরাং নিঃশব্দে উৎপীড়ন সহ্য করাই তোমার কর্ত্তব্য।—এইরূপ চিন্তা ক'রে ক'রে মনকে তৈরী কর। মন অগঠিত ব'লেই তোমরা কলহে এত রুচি অনুভব কর।

ক্ষমার শক্তি

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আরও চিন্তা ক'রো, ক্রোধের শক্তি ক্ষণস্থায়ী, ক্ষমার শক্তি চিরস্থায়ী। একটা লোক রাগারাগি আর কতক্ষণ কত্তে পারে? কিছুক্ষণ পরেই তার রাগ থামে। কিন্তু ক্ষমা ক'রে এক শতাব্দী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকা যায়, তাতে ক্লান্তি আসে না। ক্রোধের পরিণাম মনস্তাপ, ক্ষমার পরিণাম আত্মপ্রসাদ। ক্রোধের ফল বায়ুরোগ, ক্ষমার ফল বায়ুসাম্য। সুতরাং আপাততঃ যতই ক্লেশে প'ড়ে থাক, ক্ষমাই তোমার অবলম্বনীয়। একথা সারাদিন সারারাত ভাব্‌বে। ক্ষমার মহিমা চিন্তা কর না ব'লেই সহজেই চটে যাও।

ভক্তরাজ অশ্বিনীকুমার

অপরাহ্ন আড়াই ঘটিকার সময়ে শ্রীশ্রীবাবা ভাগ্যকুল হইতে জগন্নাথপট্টি গ্রামে আসিয়াছেন। মৌছা নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার শীল আসিয়া শ্রীশ্রীবাবার পাদ-বন্দনা করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সে কি কথা, আপনি আমার পিতামহের শিষ্য, সুতরাং তাঁর পুত্র, আপনি আমাকে প্রণাম কত্তে পারেন না।

অশ্বিনীবাবু সেকথা মানিলেন না। তিনি বারংবার ভূ-লুণ্ঠিত হইয়া শ্রীশ্রীবাবার পাদপদ্মে প্রণাম করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—আমার গুরুদেবের সুদীর্ঘ জীবনের সমগ্র তপস্যা আপনার ভিতরে রূপপ্রাপ্ত হয়েছে, তাঁর সমগ্র সাধনার ফল নিয়ে আপনি তাঁর পৌত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছেন, আপনাকে প্রণাম করা আর তাঁকে প্রণাম করা এক কথা।

শ্রীশ্রীবাবা যথোচিত সম্মানসহকারে ডাক্তারবাবুকে উপবেশিত করাইয়া সমাগত সকলকে তাঁহার পরিচয় দিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আমি তখন বালক, ডাক্তারবাবু চাঁদপুরে পুরাণ-বাজারে চিকিৎসা-ব্যবসায় করেন। আমার পিতামহ পুণ্যশ্লোক হরিহর গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তৎকালে চাঁদপুরে ওকালতি করেন। উকিল হ'লেও তিনি সত্য ব্যতীত মিথ্যার পক্ষাশ্রয়ে কোনো কাজ করেন না এবং শ্রমসাধ্য ব্যবসায়ের মধ্যেও দৈনিক প্রায় বিশ পঁচিশ হাজার ক'রে নামজপ কত্তেন। এরূপ সাত্ত্বিক লোক সেখানকার লোকে কখনো দেখেনি। একদিন ডাক্তারবাবু স্বপ্নে দেখ্‌লেন যে, তিনি আমার পিতামহের নিকটে মন্ত্র গ্রহণ কচ্ছেন। পরদিন গিয়ে পিতামহের নিকটে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ডাক্তারবাবু অনুরূপ প্রার্থনা জানালেন। কিন্তু পিতামহ বল্লেন,—দেখ হে, আমি একে গৃহী, তাতে আইন-ব্যবসায়ী, আমার পক্ষে দীক্ষাদান অবৈধ হবে। তুমি অন্যত্র গুরুর অন্বেষণ কর। ডাক্তারবাবু নতমুখে চ'লে গেলেন। এক বছর পরে জানা গেল যে, ডাক্তারবাবু অন্নাহার ছেড়ে দিয়েছেন এবং সমগ্র দিনে কুমড়ার একটীমাত্র বীজের শাসটুকু খেয়ে জলপানে জীবন-ধারণ কচ্ছেন। একথা শুনে পিতামহ আশ্চর্য্যান্বিত হ'লেন এবং ডাক্তার-বাবুকে নিজে ডেকে এনে দীক্ষা দিলেন। এমন আশ্চর্য্য জীবন এই ডাক্তার-বাবুর। ইনিই আমার পিতামহের একমাত্র শিষ্য। তোমরা এঁকে প্রণাম কর।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে জগন্নাথপট্টি গ্রামে ব্রহ্মচর্য্য ও ভগবৎ-সাধন সম্বন্ধে শ্রীশ্রীবাবা একটী বক্তৃতা প্রদান করিলেন। বক্তৃতা প্রায় তিন ঘণ্টা ব্যাপিয়া হইল।

প্রবৃত্তি-দমন

বক্তৃতাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অনেকের ধারণা, কুপ্রবৃত্তিকে দমন করা অসম্ভব। এ ধারণার কারণ হচ্ছে এই যে, চতুর্দ্দিকে যত লোককে তারা দেখ্‌তে পায়, তাদের গুপ্ত জীবন অনুসন্ধান কর্‌লে প্রায় ক্ষেত্রেই জানা যায় যে, তারা কোনো না কোনো অতি গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেছে। কেউ ক্রোধের অধীন হয়ে জননীর অঙ্গে পদাঘাত করেছে, কেউ কামের অধীন হ'য়ে নিরাশ্রয়া অবলার ধর্ম্মনাশ করেছে, কেউ মোহের অধীন হয়ে সাধ্বী পত্নীতে অনাদর ক'রে কুলত্যাগিনীর চরণ-সেবা কচ্ছে, কেউ লোভ-পরবশ হয়ে দরিদ্রের কষ্টার্জ্জিত অন্ন লুটে খাচ্ছে, কেউ ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত হয়ে পূজ্য দরিদ্রকে অপমান কচ্ছে, কেউ বিদ্যা-গর্ব্বে গর্ব্বিত হয়ে অল্পবিদ্য গুরুজনকে নীচজনোচিত ইতর ব্যবহারে ব্যথিত কচ্ছে, ইত্যাদি। এই সব কদর্য্য দৃষ্টান্ত দেখে দেখে তোমার আমার ধারণা জন্মেছে যে, রিপুকে দমন করা যায় না, কাম-ক্রোধকে বশে আনা অসম্ভব, মদ-মোহকে শাসন করা অসাধ্য। কিন্তু একথা সুনিশ্চিত, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তোমার কাম-ক্রোধেরও সৃষ্টিকর্ত্তা তিনিই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি তোমার ক্ষতি কর্ব্বার জন্য এ সবের সৃষ্টি করেন নি। তোমাকে তিনি হাতিয়াররূপে এক একটা রিপু দিয়েছেন, যেন এদের প্রকৃষ্ট ব্যবহার ক'রে তুমি তোমার প্রয়োজনীয় কার্য্য উদ্ধার কত্তে পার। কিন্তু তা না ক'রে তুমি এই হাতিয়ার ব্যবহার ক'রে আত্মহত্যা কর্ব্বে। এ কি তোমারই মূর্খতা নয়? কূপ থেকে জল উত্তোলনের জন্য তোমাকে পিতা দিলেন দড়ি আর কলসী, কিন্তু তুমি পিপাসার বারি আহরণ কার্য্যে তাদের ব্যবহার না ক'রে দড়ি কলসী গলায় বেঁধে নদীতে চলেছ ডুবে মরার জন্য। এ কি তোমারই মূর্খতা নয়? কামেরও প্রয়োজন আছে, ক্রোধেরও প্রয়োজন আছে। সন্তান-উৎপাদনের জন্য কামের প্রয়োজন, কিন্তু সে কাম সুসংযত কাম। অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য ক্রোধের প্রয়োজন, কিন্তু সে ক্রোধ সুসংযত ক্রোধ। অলব্ধ বস্তু লাভের জন্য লোভের প্রয়োজন, কিন্তু সে লোভ সুসংযত লোভ। অর্থাৎ রিপুচয়কে সম্পূর্ণরূপে বিচার-বুদ্ধির অধীন ক'রে, লোকহিতবুদ্ধির অধীন ক'রে, ধর্ম্মবুদ্ধির অধীন ক'রে তাকে বৃহত্তম কল্যাণের অনুরোধে বশংবদ ভৃত্যের ন্যায় পরিচালিত কর্ব্বার জন্যই এগুলি তুমি পেয়েছ। অপরেরা এদের অসদ্ব্যবহার করেছে ব'লেই তুমি ভেবে নেবে যে, তুমি এদের সদ্ব্যবহার কর্ত্তে সমর্থ হবে না? জগতের অধিকাংশ সাধারণ লোকের সাথে নিজেকে তুলিত ক'রো না, জগতের স্বল্পসংখ্যক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সাথে নিজেকে তুলিত কর। কুপ্রবৃত্তি-দমন অসম্ভব নয় এবং বিশ্বাস কর যে, ভবিষ্যতে যারা রিপু জয় করার গৌরব অর্জ্জন করবেন, তুমি নিশ্চিতই তাঁদের মধ্যে একজন হবে।

১৭ই কার্ত্তিক,
১৩৩১

জগন্নাথপট্টির বক্তৃতায় কাঠিয়াপাড়া গ্রামের যুবকেরাই বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। অদ্য প্রাতে বহুজন বহু বিষয়ে উপদেশ চাহিতেছেন।

ভগবান মঙ্গলময়

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যে কোনও বিপদ তোমার উপরে আসুক না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেন, তুমি বিশ্বাস ক'রো যে, তোমাকে পূর্ণতা দানের জন্য এটী ভগবানের প্রদত্ত সুবিচার। তোমার প্রতি ভগবানের কোনো আক্রোশের কারণ থাক্‌তে পারে না, কারণ তিনি করুণাময়। Have implicit faith in the perfect goodness of God (ভগবানের পরিপূর্ণ মঙ্গলময়ত্বে পূর্ণ বিশ্বাসী হও!) ভগবানের প্রেমময় নাম তোমাকে পরিচালিত করুক। ভগবানের নামের সেবা যদি তোমাকে বিপদের মুখে নিয়ে ফেলে, then it is surely for your good (তবে তা নিশ্চয়ই তোমার মঙ্গলের জন্যই হচ্ছে।)

সঙ্কল্পের শক্তি অর্জ্জন কর

অদ্য অপরাহ্নে কাঠিয়াপাড়া গ্রামের যুবকদের একান্ত আগ্রহে সেখানে একটী সভার আয়োজন হইয়াছে। শ্রীশ্রীবাবা সেখানে ব্রহ্মচর্য্যসহায়ক আসন-মুদ্রাদি শিক্ষাদানের পরে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তোমার জীবন আর সৎসঙ্কল্পের জয় একার্থ-বোধক হউক। তোমার মননশক্তি সৎসঙ্কল্প পোষণের জন্যই ব্যয়িত হউক। বিচার ক'রে বিবেচনা ক'রে সঙ্গতভাবে ওজন ক'রে একটী সঙ্কল্পকে গ্রহণ কর এবং গ্রহণের পরে হয় মৃত্যু নয় সঙ্কল্পের সম্পূর্ণতা তোমার জীবনের মূলমন্ত্র হোক্‌। ধ'রে ধ'রে ছেড়ে দেওয়া লক্ষ লোকের জীবনে দেখেছ। ধরার পরে আর না-ছেড়ে দেওয়ার দৃষ্টান্ত তোমরা তোমাদের জীবন দিয়ে দেখাও। সঙ্কল্প কর যে, মানুষের মত মানুষ হবে এবং সেই সঙ্কল্পকে সত্যরূপে প্রতিপন্ন ক'রে জগতকে দেখাও; জগতকে শিখাও যে, এই তমসাচ্ছন্ন যুগেও মনুষ্যত্বের দীপ্তিতে জগৎ আলোকিত করা যায়, এই অধঃপতিত দেশেও অভ্যুদয় লাভ করা সম্ভব। জীবন সংগ্রামে যারা পরাজিত হয়ে পলায়নপর হয়েছে, সেই দুর্ভাগ্যদের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ ক'রে বুদ্ধি, সময় ও শক্তির অপচয় ক'রো না। সঙ্কল্প কর, মহৎ হবে এবং মহত্ত্ব তোমার হবেই হবে। চেষ্টার পশ্চাতে বিশ্বাস এবং চেষ্টার সম্মুখে আশাকে স্থাপিত কর। বিশ্বাসের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভিত্তিতে চেষ্টার প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত হোক, আশার আকাশ সেই প্রাসাদ-চূড়া চুম্বন করুক। সঙ্কল্পের শক্তিকে অর্জ্জন কর এবং সহস্র জনের আদর্শস্থানীয় হও।

আত্মজীবনী, প্রার্থনা ও আদর্শ

সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রীশ্রীবাবা জগন্নাথপটি ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিন-জনে তিনটী প্রশ্ন করিল। একজন প্রশ্ন করিল,—স্বামীজী. আপনার আত্ম-জীবনীটী জান্‌তে চাই। অপর জন প্রশ্ন করিল,—আপনার প্রার্থনার বিষয় কি? তৃতীয় ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল,—আপনার আদর্শ কি?

শ্রীশ্রীবাবা হারমোনিয়ামটী লইয়া গান ধরিলেন। বলিলেন,—আমার আত্ম-জীবনী শুন্‌বে? তবে শোন।

তুই আমারে করলি পাগল
তাই মা পাগল হয়েছি,
তুই বহালি সবার বোঝা
তাই নীরবে বয়েছি॥

বল্লি যেদিন দুখীর তরে
তোর নাকি মা নয়ন ঝরে,
সেদিন থেকে সবার ব্যথা
নিজের বুকে লয়েছি॥

তুই দিলি গান তাই মা স্তুতি,
তুই দিলি প্রাণ তাই আহুতি,
তুই কহালি তাইত কথা
জগৎ জুড়ে কয়েছি,

তুই সহালি তাই অবাধে
সকল দুঃখ সয়েছি॥

এই হ'ল আমার সংক্ষিপ্ত আত্ম-জীবনী। আমি নিজের ইচ্ছায় পাগল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইনি, তিনিই পাগল করেছেন। আমি নিজের ইচ্ছায় বোঝা বই নি, তিনিই বোঝা বইয়েছেন। তোমাদের সবার জন্য তাঁর প্রাণে দারুণ ব্যথা, তাই আমি তোমাদের জন্য ব্যথিত হয়েছি এবং যা করবার, সব ক্ষুদ্র-বৃহৎ কথা ও কাজ, তাঁরই কৃপাতে ক'রে যাচ্ছি। কিন্তু আমার প্রার্থনার বিষয় কি শুনবে ?

সংসার যদি টানে হে,
ভাসাইয়া দিও যত প্রলোভন
তোমার প্রেমের বানে হে ॥

শ্রবণে পশিলে কামনার বাণী
উচ্চে ধরিও তোমার রাগিণী,
লুব্ধ হৃদয়ে করিও মুগ্ধ
তোমারি মধুর গানে হে ॥

মিথ্যা আমারে দাবী যদি করে
তুমি তব বুকে রেখ মোরে ধ'রে,
চঞ্চল চিত্ত করে নিও জয়
প্রেমালিঙ্গন দানে হে ॥

অর্থ নয়, বিত্ত নয়, মান নয়, যশ নয়, প্রতিপত্তি নয়, আমার প্রার্থনা শুধু তাঁর প্রেমালিঙ্গন। তাঁর বুকের স্পন্দনের মাঝে আমি আমার রিপুর স্পন্দন ভুলে যেতে চাই। তাঁর প্রেম নিয়েই আমার ঘরকন্না, অন্য সংসারী আমি চাই না। দীর্ঘায়ু লাভ আমার লক্ষ্য নয়, জীবন-দানই আমার লক্ষ্য। আমার আদর্শের কথা শুনবে ?

আমায় তুমি শিখাও প্রভো
জীবন-দানের খেলা,
কেমন ক'রে ভাসাতে হয়
অকূল মাঝে ভেলা ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেমন ক'রে ঝড়-বাতাসে
তোমার প্রেমে পরাণ হাসে,
কেমন ক'রে অভয় মিলে
ডুবে মরার বেলা ॥

কেমন ক'রে আঁধার রাতে
আকাশ ভেঙ্গে পড়লে মাথে
তুচ্ছ অতি তুচ্ছ ব'লে
করবে অবহেলা ॥

বিদ্যুতের ঐ চক্‌মকানি,
উর্ম্মিমালার ক্রুদ্ধবাণী
কেমন ক'রে সাজাবে মোর
আনন্দেরি মেলা ॥

মাইজপাড়া (ঢাকা)
১৮ই কার্ত্তিক, ১৩৩৯

অদ্য শ্রীশ্রীবাবা বেলা এগার ঘটিকার সময়ে জগন্নাথপট্টি হইতে মাইজপাড়া আসিয়াছেন।

অপরাহ্নে যৌগিক আসন-মুদ্রা প্রদর্শনের ক্লাস হইল। তৎপর সমাগত যুবকদিগকে উদ্দেশ করিয়া শ্রীশ্রীবাবা একটী বক্তৃতা প্রদান করিলেন।

নিত্যসুখই কাম্য হউক

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সুখাস্বাদনই যদি হয় তোমার জী'নের প্রার্থনীয়, তাহ'লে এমন সুখকেই আস্বাদন কর, যাতে তোমার আস্বাদনের সমগ্রটা শক্তি সম্পূর্ণরূপে ডুবে যেতে পারে। এমন সুখকে আস্বাদন কর, যাকে আস্বাদনের পরে আর কিছু আস্বাদনের লোভ না থাকে, যেন পূর্ণ পরিতৃপ্তি এসে যায়, যেন সুখ-পিপাসা চিরতরে মিটে যায়। রসনার সুখ আর স্পর্শেন্দ্রিয়ের সুখ বড় ক্ষণিক সুখ, সে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুখের শত আস্বাদনেও সুখাস্বাদনের স্পৃহা মিটে না। রাজা যযাতি সহস্র বৎসর রমণীসুখ ভোগ ক'রেও সুখের পূর্ণ পরিতৃপ্তি পেলেন না, প্রাণের পিপাসা মিটল না। এই অসম্পূর্ণ সুখের জন্য আলেয়ার পশ্চাদনুসরণ ক'রে লাভের মধ্যে পাবে অনুতাপ আর মনোবেদনা। আর কিছু লাভ এতে নেই। একথা সুস্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম কর এবং যাতে পূর্ণ সুখের সম্ভাবনা, তার জন্য হৃদয়কে লালায়িত কর। যে উদ্দেশ্যে জীবনধারণ কচ্ছ, সেই উদ্দেশ্যের মহনীয়তার ভিতরে সকল সুখের নিদানকে অন্বেষণে সমর্থ হও। ব্যর্থ সুখকে লক্ষ্য না ক'রে সার্থক সুখকে লক্ষ্য কর, সেই সার্থক সুখের সেবা কর। জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য শ্রুতিসুখ, রসনাসুখ প্রভৃতি অপরিহার্য্য যত সুখানুভব প্রতিদিন কচ্ছ, তাদের ভিতর দিয়ে সকল সুখের আকর যিনি, তাঁর কাছে পৌঁছুবার চেষ্টা কর। নিত্যসুখই তোমার কাম্য হোক্, অনিত্যসুখ বিবেকের অনলে দগ্ধ হয়ে মরুক।

১৯শে কার্ত্তিক
১৩৩৯

মাইজপাড়া গ্রামের যুবকদের ভিতরে একটী আশ্চর্য্য সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। অনেকেই নানা বিষয়ে উপদেশপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছেন।

নামের মধু

একজনকে উপদেশপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কেউ যদি প্রলোভনে প'ড়ে না জেনে বিষমিশ্রিত মধু খায়, তা'হলে তার অবস্থা কেমন হয় জান? যতক্ষণ বিষের ক্রিয়া আরম্ভ না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বারংবার সে ঐ মধুই সেবন করে। কিন্তু যখন বিষের ক্রিয়া সুরু হয়, মস্তক-ঘূর্ণন, তালুর শুষ্কতা, শরীরে স্বেদ ও কম্প প্রভৃতি দুর্লক্ষণ প্রকাশিত হ'তে থাকে, মাংসপেশীর আক্ষেপ এবং চর্ম্মের জ্বালা সুরু হয়, তখন আর তার বুঝ্‌তে বাকী থাকে না যে, সে বিষপান করেছে। মধুর জন্য তখনো তার আসক্তি রয়েছে, কিন্তু বিষের জ্বালা তাকে অধীরও করেছে। সে তখনি প্রাণরক্ষার মানসে বিষনাশক ঔষধ সেবন করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বারংবার ঔষধ সেবন কত্তে কত্তে বিষের বিষক্রিয়া লোপ পায়, তার প্রাণরক্ষা হয়। তোমাদের অবস্থা সেইরকম। মধু ভেবে হলাহল পান করেছ। হলাহলে কিছু মধুমিশ্রিত রয়েছে, তাই সেবনকালে মিষ্টি লেগেছে। কিন্তু এখন চতুর্দ্দিকে নানা দুর্নিমিত্ত আত্মপ্রকাশ কচ্ছে। এই সময়ে তোমাদের অবিলম্বে ঔষধ সেবন আবশ্যক। প্রেমের লোভে কামের সেবা ক'রে দেহে মনে যে বিপজ্জনক বিষের ক্রিয়া চলেছে, তার প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ অমোঘ ঔষধ শ্রীভগবানের নাম। এই মহাবস্তুকে অবিলম্বে সেবন কর, বারংবার সেবন কর, যতক্ষণ না কামের জ্বালা বিদূরিত হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেবন কর। দেখবে, সমস্ত বিষ নিরস্ত হবে এবং যেই মধুর লোভে হলাহল পান করেছিলে, সেই মধুর চিরস্থায়ী ও খাঁটি আস্বাদন এই নামরূপী মহৌষধের ভিতরে পাবে। এখন যে নাম মিষ্টি লাগে না, তার কারণ বিষে তোমার রসনার স্বাদশক্তিকে পঙ্গু ক'রে রেখেছে।

দারিদ্র্যে ভীত হইও না

অপর একজনকে উপদেশ দান প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দারিদ্র্যের জন্য তুমি দুঃখ কচ্ছ? ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ মানবগুলি চিরদারিদ্র্য-ব্রতী ছিলেন। সম্পদ যেমন মানুষের চরিত্রের মেরুদণ্ড ভাঙ্গে, দারিদ্র্য তেমন ভাঙ্গ্‌তে পারে না। অর্থবান লোকের পশুত্ব টাকার স্তূপে ঢাকা থাকে ব'লে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। এইজন্যেই ভ্রম ক'রে মনে করছ যে, সমৃদ্ধি-সম্পদ থাক্‌লে তুমি এ রকম কত্তে ও রকম কত্তে, এ ভাবে কত্তে আত্মোন্নতি, ও ভাবে কত্তে জীবের সেবা। কিন্তু দরিদ্র ছাড়া জগতের দরিদ্রদের দুঃখ কে বুঝ্‌বে? বিশ্বাস কর যে, তোমার জীবন প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে জীবসেবার জন্যই উৎসর্গীকৃত হওয়া চাই। এজন্যই ভগবান বাল্য থেকে দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে তোমাকে শক্ত ক'রে গড়ে নিচ্ছেন। ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞ হও যে, তুমি তাঁর চিহ্নিত সন্তান। যেন তুমি আমৃত্যু সকল দরিদ্রের প্রাণের ক্লেশ সহজে উপলব্ধি কত্তে পার, তার জন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আজ তিনি তোমাকে দিয়ে সকল ক্লেশ অল্পবিস্তর সহ্য করিয়ে নিচ্ছেন। বিদূর ছিলেন দরিদ্র, সুদামা ছিলেন দরিদ্র, শবরী ছিলেন দরিদ্র,—এসব ভগবদ্গতপ্রাণ মহতের পানে তাকাও এবং বুকে বল সঞ্চয় কর। দারিদ্র্য দেখে ভীত হয়ে যেয়ো না।

দরিদ্রের আত্ম-সম্মান

শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—দরিদ্র হওয়ায় লজ্জার কিছু নেই। বরঞ্চ দরিদ্র হ'য়েও ধনী ব'লে মর্য্যাদা পাওয়ার যে কপট চেষ্টা, সেটাই দারুণ লজ্জাকর। দরিদ্র হওয়ায় অপরাধ কিছু নাই। বরং দারিদ্র্যকে দূর ক'রে দেওয়ার জন্য শ্রম, অধ্যবসায়, একনিষ্ঠ প্রযত্ন অবলম্বন না করাই মারাত্মক অপরাধ। তোমার নিজের কোনো দোষে কি তোমার এই দরিদ্রতা? দরিদ্র পিতার সন্তান হয়েছ, বহুসন্তানের পিতা তাঁর একটী সন্তানকেও পুষ্টিকর খাদ্য, উপার্জ্জনক্ষম বিদ্যা বা শিক্ষার্জ্জনের সুযোগ দিতে পারেন নি। এটা তোমার দোষ নয়। আলস্য, অমিতাচার, বিলাসব্যসন, অপব্যয় এবং দুশ্চরিত্রতার জন্য যদি তাঁর এ দারিদ্র্য না হ'য়ে থাকে, তবে তিনিও এজন্য দোষী নন। দোষী তোমার সমাজ-ব্যবস্থা। যে সমাজ-ব্যবস্থার গুণে একজন বিন্দুমাত্র পরিশ্রম না ক'রে অক্লেশে রাশি রাশি অন্নের অপচয় কচ্ছে, আর একজন সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও পেট ভ'রে দু'মুঠা খেতে পাচ্ছে না, দায়ী সেই অসম্পূর্ণ সমাজ-ব্যবস্থা। তোমার দরিদ্রতার জন্য তোমার বিন্দুমাত্রও লজ্জিত হওয়া উচিত নয়। দৈবক্রমে যারা দরিদ্র নয়, তাদের প্রতি কোনো বিদ্বেষ ও পোষণ করার প্রয়োজন নেই। প্রতিজ্ঞা কর যে, ধনীর মর্য্যাদা পাওয়ার লোভে কখনো বচনে বা বসনে বা আচরণে ধনিত্বের ভাণ কর্ব্বে না। দরিদ্র থেকেই আত্ম-সম্মান-জ্ঞানের বলে উচু মুখে উচু বুকে সমাজ-মধ্যে বিচরণ কর্ব্বে। আরো প্রতিজ্ঞা কর যে, দারিদ্র্য-মোচনের জন্য জগতে কোনো বৈধ পন্থাকেই অনবলম্বনীয় মনে কর্ব্বে না। রাস্তায় খবরের কাগজ বেচ্‌লেই মান যায় না, মান যায় লোকের কাছে সাহায্য-প্রার্থনায় হাত পাতলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূজ্য দরিদ্র

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যে দরিদ্র প্রাণ গেলেও কারো কাছে ভিক্ষা করে না, সে দরিদ্র পূজ্য। যে দরিদ্র লাভের লোভে অপদার্থ লোকের গুণ-কীর্ত্তন করে না, সে দরিদ্র পূজ্য। যে দরিদ্র মহা-অর্থকৃচ্ছ্রের ভিতরেও হতাশ হ'য়ে দুঃখ-বিদূরণের চেষ্টা ছেড়ে দেয় না, সে দরিদ্র পূজ্য। যে দরিদ্র জগতের মানব-সমাজের সহস্র উৎপীড়নের ভিতরেও কারো প্রতি কণামাত্র বিদ্বেষ পোষণ করে না, সে দরিদ্র পূজ্য। যে দরিদ্র সহস্র বিঘ্ন-বাধার ভিতরেও নিজ সন্তানগুলির মনে আত্ম-বিশ্বাস সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে দিতে অক্ষম হয় না, সে দরিদ্র পূজ্য। যে দরিদ্র প্রাণাত্যয় সত্ত্বেও পরধনে অন্যায় লোভ করে না, সে দরিদ্র পূজ্য। যে দরিদ্র জীবনের শেষ মূহুর্ত্ত পর্য্যন্ত ভগবানে বিশ্বাস হারায় না, সে দরিদ্র পূজ্য।

প্রেমধনে ধনী হও

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সংসারের দারিদ্র্যই কি তোমাকে প্রকৃত দরিদ্র কত্তে পারে? ভগবৎ-প্রেম-ধনে ধনী হও। সংসারের দারিদ্র্যে তোমার কৌলীন্য অপহরণে সক্ষম হবে না। ভা'লবাসার ধনে যে ধনী, জগতের রাজ্যেশ্বর সম্রাটও তার পদনখের যোগ্য নয়।

অপার্থিব ধন

পরিশেষে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যে ভগবৎ-প্রেমের অমূল্য ধনে ধনী, সে তার ধন নিজের সিন্দুকে আটক ক'রে রাখতে পারে না। পার্থিব ধনে আর অপার্থিব প্রেম-ধনে এই হচ্ছে প্রধান পার্থক্য। পার্থিব ধনী ধনকে বন্দী ক'রে রাখতে চায়, অপার্থিব ধনী তার ধনকে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে প্রসারিত ক'রে দিতে চায়। পার্থিব ধনের ধনীর লক্ষ্য শুধু আত্মতৃপ্তি, অপার্থিব ধনের ধনীর লক্ষ্য হচ্ছে জগদ্ব্রহ্মাণ্ডের তৃপ্তি, পরমাত্মতৃপ্তি; পার্থিব ধনের এক জন ছাড়া দুই জন অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিকারী থাকতে পারে না, একই ধনে দুই জনের পূর্ণ স্বামিত্ব জন্মে না, কিন্তু অপার্থিব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধনে নিখিল জগতের সকলের সমাধিকার ও পূর্ণাধিকার। ধ্যানবলে অপার্থিব ধনের শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব ক'রে তাকে করায়ত্ত করার জন্য বদ্ধ-পরিকর হও।

ভগবান্ মঙ্গলময়

অপরাহ্ন সাড়ে ছয় ঘটিকার সময়ে শ্রীশ্রীবাবা ডুয়াল্লী পৌছিলেন।

রাত্রে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত চক্রবর্ত্তীর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,— নিশ্চিতই ভগবান্ মঙ্গলময়। এতে বিন্দুমাত্র সন্দিগ্ধ হ'তে পারি না। যখনি আমরা বিপদে পড়ি, তখনি আমরা ভগবান্‌কে অবিশ্বাস কত্তে প্রলুব্ধ হই। কিন্তু আমরা একথা বিবেচনা কত্তে ভুলে যাই যে, যে দুর্ভাগ্য আমাদের আক্রমণ করেছে, সে এসেছে আমাদেরই স্বেচ্ছাকৃত কর্ম্মের অপরিহার্য্য ফল স্বরূপে। বরং যে পরিমাণ অনিষ্টকর কার্য্যের আমরা অনুষ্ঠান করেছি, তার জন্য পূরাপূরি শাস্তি অবতীর্ণ হয় নাই। জীবের অসহায় দুর্ব্বলতা দেখে ভগবান্ মাত্র ততটুকু শাস্তি দিয়েই রেহাই দিচ্ছেন, যতটুকু শাস্তি না দিলে নয়। যতখানি প্রাপ্য তার সবখানি দিলে আমাদের অস্তিত্ব থাকৃত না। শাস্তি দানও তিনি স্নেহবশেই করেন, ক্রোধবশে নয়, আক্রোশ বশত নয়। স্থৈর্য্য, সাহস ও সহিষ্ণুতা সহকারে আমরা যখন তাঁর দেওয়া দুর্ভাগ্যকে তাঁর আশীর্ব্বাদের দান ব'লে গ্রহণ করি এবং নিজেদের অপরাধ-লাঘবের জন্য আত্মশোধনে যত্নশীল হই, সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঝড়ের বেগ কমিয়ে দেন, দুঃখের বোঝা যতটা সম্ভব সরিয়ে নেন। দুঃখ পাই ব'লেই তাঁর করুণাময়ত্বে অবিশ্বাস কত্তে পারি না।

শূলী রাজার গল্প

শ্রীশ্রীবাবা একটী গল্প বলিলেন,—এক দেশে এক রাজা ছিলেন, তাঁর ছিল ভীষণ পিত্তশূল। হঠাৎ যখন ব্যথা উঠ্‌ত, তখন প্রাণ যায় যায় অবস্থা হ'ত। বহু ঔষধ ও শুশ্রূষার পরে সুস্থ হ'য়ে কিছুদিন আবার ভাল থাকৃতেন। একদিন রাজা বল্লেন,—মন্ত্রিগণ, ভগবান্ যদি করুণাময় হতেন, তাহ'লে আমার এই প্রাণান্তকর পিত্তশূল রোগ হয়েছে কেন?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন্ত্রীরা সবাই ভয়ে চুপ ক'রে রইলেন। সভা-পণ্ডিত এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অতীব সত্যবাদী পুরুষ,—তিনি বল্লেন,—মহারাজ, এই রাজ্যে আপনার সহস্র সহস্র প্রজা আছে। তাদের অধিকাংশই বড় দুঃখে বড় ক্লেশে দিনাতিপাত কচ্ছে, আপনি একবার কষ্ট ক'রে তাদের কষ্ট পরিদর্শন ক'রে আসুন। তাহ'লেই বুঝবেন, ভগবান্ করুণাময় কিনা। রাজা বল্লেন,—বেশ যাব। ব্রাহ্মণ বল্লেন,—রাজবেশ প'রে গেলে হবে না, ওটি পরিত্যাগ কত্তে হবে। রাজা বল্লেন,—বেশ, তাই হবে। সন্ধ্যাকাল সমাগত হ'ল, রাজা একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ ক'রে বৃদ্ধ পণ্ডিতের সঙ্গে প্রজাদের অবস্থা দর্শনের জন্য বহির্গত হলেন। একটি দরিদ্র প্রজার গৃহে ক্রন্দন শুনে ব্রাহ্মণ-বেশী রাজা এবং বৃদ্ধ পণ্ডিত ভিতরে প্রবেশ কর্লেন। তাঁরা বল্লেন,—দেখ হে, আমরা তোমাদের কান্না শুনে জান্তে এসেছি যে, কেন তোমরা কাঁদ্‌ছ। গৃহস্থ বল্লে,—দেখুন কর্ত্তারা, আমি বড়ই দুর্ভাগ্য, আমার সাতটী দুগ্ধবতী গাভী, আজ একদিনে মরে গেছে। বৃদ্ধ পণ্ডিত জিজ্ঞাসা কর্লেন,—আচ্ছা বাছা, বলত' তোমার এরূপ বিপদ ঘটল কেন? গৃহস্থ বল্লে,—কর্ত্তা, কারণ ছাড়া কি কখনো কোনো কার্য্য হয়? আমার পাপ ছিল, তাই তাপ হয়েছে। আমার প্রতিবেশীর গরু রোজ এসে আমার তৃণক্ষেত্রের তৃণ খেয়ে যায়। শক্ত ক'রে বেড়া দিয়ে তার প্রতিরোধ করা এবং প্রয়োজন মতন তাড়িয়ে দেওয়াই ছিল আমার কর্ত্তব্যের সীমা। কিন্তু তাতেই তুষ্ট না থেকে আমি মনে মনে কামনা কত্তাম যে, প্রতিবেশীর গরুর দুধ যেন সব স্তনেই শুকিয়ে যায়। ভগবান ত' অন্তরের কথা শুন্‌তে পান! তিনি ভাবলেন, দাঁড়া, তোকে অপরের অনিষ্ট-কামনার প্রতিফলটা হাতে হাতে দিয়ে দিচ্ছি। তাই আজ আমার এই দশা; কর্ত্তা, পাপ ছাড়া কি তাপ হয়?—এই ব'লে গৃহস্থ কাঁদ্‌তে লাগল। বৃদ্ধ পণ্ডিত শোকার্ত্ত গৃহস্থকে কয়েকটী সান্ত্বনাবাক্য ব'লে অপর একদিকে চল্‌লেন। অপর এক গৃহের পাশ দিয়ে যাবার কালে তাঁরা ক্রন্দন শুন্‌তে পেলেন। গিয়ে দেখেন, আঙ্গিনায় দুইটী স্ত্রীলোকের এবং একটি পুরুষের মৃতদেহ প'ড়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছে, আর একটী প্রৌঢ় বয়স্ক পুরুষ আর্ত্তস্বরে খেদ কচ্ছে। বৃদ্ধ পণ্ডিত জিজ্ঞাসা কর্ল্লেন,—ওহে গৃহস্থ, ব্যাপার কি? কান্না থামিয়ে গৃহস্থ বল্লে,—প্রভো, আমি বড়ই দুর্ভাগ্য, আমার পত্নী, পুত্র ও পুত্রবধূ এই তিনজন হঠাৎ আজ অপরাহ্নে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হ'য়ে একসঙ্গে মারা গেছে। বৃদ্ধ পণ্ডিত জিজ্ঞাসা কর্ল্লেন,—তোমার এরূপ বিপদ ঘটার কারণ কি কিছু অনুমান কত্তে পেরেছ? গৃহস্থ বল্লে,—প্রভো, অনুমান কত্তে যাব কেন, কারণ ত' একেবারে প্রত্যক্ষ। কারণ ছাড়া কার্য্য হয় না। আমি আমার প্রতিবেশীদের সুখ-সমৃদ্ধি সহ্য কত্তে পাত্তাম না, তাদের পুত্র-বৃদ্ধি পৌত্রবৃদ্ধি দেখ্‌লে অন্তরে জ্বালা অনুভব কত্তাম। ভগবান ভাবলেন,—দাঁড়া, তোকে এর প্রতিফল দিচ্ছি। তিনি আমার সব কিছু কেড়ে নিয়ে আমাকে একেবারে নির্ব্বংশ ক'রে ছাড়লেন। দেখুন প্রভু, সবাইকে ফাঁকি দেওয়া যায়, ভগবানকে ত' যায় না!—এই বলে গৃহস্থ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন কত্তে লাগল। বৃদ্ধ পণ্ডিত শোকার্ত্ত গৃহস্থকে কয়েকটী সান্ত্বনাপূর্ণ সহানুভূতিসূচক বাক্য ব'লে ব্রাহ্মণবেশী রাজাকে নিয়ে অপর একদিকে চল্লেন। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে এক দরিদ্র গৃহে কাতর ধ্বনি শ্রবণ ক'রে তাঁরা সেই গৃহে প্রবেশ ক'রে দেখেন, একটী লোকের হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, মুখ রক্তহীন ফ্যাকাসে। তাঁরা বল্লেন,—দেখ হে, তোমার কাতর ধ্বনি শুনে জান্‌তে এসেছি ব্যাপার কি? লোকটী বল্লে,—দেখুন দেবতারা, আমি বড়ই দুর্ভাগ্য, পাথরের কাজ কত্তে গিয়ে আমার হাত দু'খানাতে চাপ প'ড়ে ভেঙ্গে যায়, প্রাণরক্ষার প্রয়োজনে চিকিৎসক হাত দু'খানা কেটে দিয়েছেন, তারই যন্ত্রণায় আমি কাতরধ্বনি কচ্ছি। বৃদ্ধ পণ্ডিত বল্লেন,—তোমার এরূপ বিপদ ঘট্‌বার কারণ কি? লোকটী বল্লে,—দেবতা, কারণ ছাড়া কি কার্য্য হয়? আমি আমার প্রতিবেশীদের রোজ রোজ ক্রুদ্ধকণ্ঠে শাসিয়েছি যে, জোর ক'রে তাদের অন্ন কেড়ে নিলে তারা আমার কি কত্তে পারে? বাহুবলদৃপ্ত হ'য়ে আমি তখন ভাবিনি যে, এ বাহুর গর্ব্ব বৃথা। তাই ভগবান বল্লেন,—দাঁড়া, তোকে দেখাচ্ছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাজার বিলাস-প্রাসাদ নির্ম্মিত হচ্ছে, আমি তার পাথরের মিস্ত্রি, ভারী পাথর তুলে নিয়ে স্থান-মাফিক বসাবার সময় হাত দুটো চাপা প'ড়ে গেল। দেখুন দেবতা, পাপ ছাড়া তাপ নেই। এই ব'লে লোকটী আর্ত্তধ্বনি কত্তে লাগল। বৃদ্ধ পণ্ডিত লোকটীকে কয়েকটী সান্ত্বনাসূচক বাক্য ব'লে ব্রাহ্মণবেশী রাজাকে নিয়ে আর এক রাস্তায় চল্‌লেন। চল্‌তে চল্‌তে দূরে দেখতে পেলেন এক প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হয়েছে। খুব জোরে ছুটে তারা আগুনের সাম্‌নে এসে দেখেন, এক গৃহস্থের ঘর দুয়ার সব জলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। গৃহস্থ হাহাকার করছে। বৃদ্ধ পণ্ডিত গৃহস্থকে জিজ্ঞাসা কর্ল্লেন,—ব্যাপার কি? গৃহস্থ বল্‌লে,—দেখুন ঠাকুর, শিশুরা খেলার ছলে না জেনে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, এখন তাতেই আমার সর্ব্বস্ব বিনষ্ট হয়ে গেল। বৃদ্ধ পণ্ডিত বললেন,—বল্‌তে পার, কেন এমন হ'ল? গৃহস্থ বল্‌লে,—সে কথা আর বল্‌তে পারব না? আমি অর্থ-মদে মত্ত হয়ে প্রত্যহ অপরকে চিত্তদাহকর বাক্যসমূহ বল্‌তাম। ভাবতাম না যে, এই দুনিয়াদারী দু'দিনের। আমার পাপ ছিল, তাই আজ এ চিত্তাপ ভোগ কচ্ছি। বৃদ্ধ পণ্ডিত গৃহস্থকে সান্ত্বনাবাক্য ব'লে রাজাকে নিয়ে বিদায় হলেন। পথে যেতে যেতে রাজাকে তিনি জিজ্ঞেস কর্‌লেন,—মহারাজ, এসব দেখে কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছেন? রাজা চিন্তিত মনে বল্‌লেন,—তাইত, অতি সামান্য পাপে এদের এক একজনের কি সাংঘাতিক সর্ব্বনাশ হচ্ছে, আমারো তা'হলে পিত্তশূল রোগ কোনো পাপের ফলেই হয়ে থাক্‌বে। বৃদ্ধ পণ্ডিত বল্‌লেন,—মনের অগোচর পাপ নেই, সুতরাং কোন পাপে আপনি রোগের ক্লেশ ভোগ কচ্ছেন, সেটা আপনিই ভাল বল্‌তে পারেন। বৃদ্ধ পণ্ডিত ছদ্মবেশী রাজাকে নিয়ে অপর এক পল্লীতে উপস্থিত হ'লেন। একটী অল্পবয়স্কা বিধবা তার শিশু পুত্রকে কোলে নিয়ে অশ্রু বিসর্জ্জন কচ্ছে। বৃদ্ধ পণ্ডিত জিজ্ঞাসা কল্লে'ন,—মা, তুমি কাঁদছ কেন? বিধবা মেয়েটী বল্ল,—আমি কাঁদব না ত' জগতে কে কাঁদবে বাবা? সাতদিন হয় আমার এই শিশুটী জন্মেছে, কিন্তু আমার স্তনে দুগ্ধ নেই। তার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপরে তিনদিন হয় আমার স্বামী মারা গেছেন। আজ সকালে রাজার লোকেরা এসে আমার দুগ্ধবতী গাভীটাকে খাজনার দায়ে কেড়ে নিয়ে গেল। এখন আমি এই শিশুকে বাঁচাব কি ক'রে? বৃদ্ধ পণ্ডিত আর কোনও সান্ত্বনা-ভাষণ উচ্চারণ কর্ল্লেন না, রাজাকে নিয়ে তিনি অন্য এক পল্লীতে অপর এক গৃহস্থের বাড়ীতে প্রবেশ কর্ল্লেন। একটী বৃদ্ধ ও একটি বৃদ্ধা ঘরের কোণে বসে কাঁদ্‌ছে। বৃদ্ধ পণ্ডিত জিজ্ঞাসা কর্‌লেন,— বাছারা তোমরা কাঁদ্‌ছ কেন? বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ব'লে উঠ্‌ল,—অত্যাচারী রাজার রাজ্যে বাস করি, আমরা কাঁদ্‌ব না? শক্তি নেই যে, এ রাজার রাজ্য ত্যাগ ক'রে যাই, নইলে এই মুহূর্ত্তে দেশত্যাগী হতাম। বৃদ্ধ পণ্ডিত জিজ্ঞাসা কর্‌লেন,—কেন হে, ব্যাপার কি? বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সমস্বরে ব'লে উঠ্‌ল, —আমাদের পাঁচটী ছেলে, সবাই জোয়ান, উপার্জ্জনক্ষম, কিন্তু রাজার নাকি প্রমোদ-ভবন তৈরী হচ্ছে, কুলীর দরকার, তিনি পাইক দিয়ে জোর ক'রে বেগার খাট্‌বার জন্য আমার ছেলেদের আজ মাসেক কাল হয় ধ'রে নিয়ে গেছেন, ছেলেগুলি দিনরাত সেখানেই খাটে, সেখানেই খায়, বেতন ত' কিছু পায় না, তাই গৃহেও আসে না। আমরা দুই বুড়ো-বুড়ী অন্নাভাবে জর্জ্জরিত হয়ে এখন মৃত্যুর প্রতীক্ষা কচ্ছি। বৃদ্ধ পণ্ডিত কোনো সান্ত্বনাবাণী উচ্চারণ কর্‌লেন না। তিনি ব্রাহ্মণবেশী রাজাকে নিয়ে অন্য পল্লীর দিকে চল্‌লেন। একটা পর্ণকুটীরে একটী লোক কতক্ষণ পরে পরে খুব কাস্‌ছে আর কাঁদ্‌ছে। বৃদ্ধ পণ্ডিত তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন,—কি হে বাছা, কাঁদ্‌ছ কেন? রুগ্ন লোকটী বল্‌লে,—দেখুন ঠাকুর, যে রাজ্যের রাজা দুশ্চরিত্র, সে রাজ্যে সুখ কোথায়? আমি কঠিন রোগশয্যায় প'ড়ে আছি, আমার অপূর্ব্ব সুন্দরী যুবতী ভার্য্যা আমার প্রাণপণে সেবাশুশ্রূষা ক'রে আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষার চেষ্টা কচ্ছে, আর এর মধ্যে কাল বিকেল বেলা রাজার পাইকেরা এসে আমার সতীসাধ্বী স্ত্রীকে জোর ক'রে ধ'রে রাজার বাড়ীতে নিয়ে গেছে। তিনি নাকি এক বিশাল প্রমোদ-উদ্যান রচনা করেছেন, সেখানে নাকি এক সহস্র সুন্দরী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রমদা চাই। সেবাপরায়ণা সাধ্বী পত্নীর অমঙ্গল আশঙ্কায় আমি কাঁদ্‌ছি ঠাকুর, নইলে আমি রোগের ক্লেশকে ক্লেশই মনে করি না। বৃদ্ধ পণ্ডিত কোনো সান্ত্বনাবাক্য উচ্চারণ না ক'রে অন্য পল্লীর দিকে চল্‌লেন। একটী গৃহে একটী যুবতী রমণী এক একবার আর্ত্তনাদ ক'রে উঠে, এক একবার স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে থাকে, এক একবার মূর্চ্ছাপন্ন হয়ে যায়। মুখ মলিন, কেশ আলুথালু, দৃষ্টি অর্থহীন, বসন অবিন্যস্ত, মেয়েটী অর্দ্ধোন্মাদগ্রস্ত। বৃদ্ধ পণ্ডিত জিজ্ঞাসা কর্‌লেন,--কি মা, তোমার কিসের ক্লেশ? কেন তুমি এমন উদ্‌ভ্রান্ত? রমণী বল্‌লে,—আহা আমার হাতে যদি একখানা ধারাল ছুরি থাকৃত? বৃদ্ধ পণ্ডিত বল্‌লেন,—কেন, তা'হলে কি হ'ত? রমণী বল্‌লে,—তা'হলে আমি সেই ছুরিকা হয় নিজের বুকে বিদ্ধ ক'রে প্রাণ দিতাম, নয় অত্যাচারী রাজার বুকে বিঁধিয়ে তার প্রাণ নিতাম। বৃদ্ধ পণ্ডিত বল্‌লেন,—কেন, রাজা তোমার কি করেছেন? রমণী বল্‌লেন,— কি করেছেন? কেন, কি করেন নাই? আমার কন্দর্পকান্তি স্বামীকে তিনি বিনা দোষে জোর ক'রে ধরিয়ে নিয়ে গেলেন। শুনেছি রাজার নাকি একটা অন্ধের যাদুঘর আছে। সেখানে শত শত ব্যক্তিকে চক্ষু উৎপাটিত ক'রে অন্ধ ক'রে রাখা হয়েছে। রাজা যখন প্রমোদ উদ্যানে যাবেন, তখন এই সব অন্ধদের তামাসা দেখ্‌বেন। বৃদ্ধ পণ্ডিত একটীও সান্ত্বনাবাণী উচ্চারণ কর্‌লেন না. কুটীরের বাইরে এসে রাস্তায় দাঁড়ালেন। ততক্ষণে পূর্ব্বদিকে ঊষা-প্রকাশ হচ্ছে। বৃদ্ধ পণ্ডিত বল্‌লেন,—মহারাজ কিছু বুঝতে পাচ্ছেন? রাজা নতমস্তকে স্তব্ধ হয়ে রইলেন। বৃদ্ধ পণ্ডিত বল্‌লেন,—ভগবান যে আপনাকে শুধু পিত্তশূলের ব্যারাম দিয়েই রেহাই দিয়েছেন, আপনি বুঝতে পার্চ্ছেন যে, এতে তাঁর কত করুণা—কত ক্ষমা প্রকাশিত হচ্ছে? রাজা তখনও নিঃশব্দে নতমস্তকে দাঁড়িয়ে আছেন। বৃদ্ধ পণ্ডিত বল্‌লেন,—মহারাজ, এ সকল অপরাধ যদি কেউ করে, তা'হলে তাকে জীবন্ত অবস্থায় অগ্নিদগ্ধ ক'রে হত্যা করলে কি শাস্তি কিছু অতিরিক্ত হয়? রাজা বল্‌লেন,—না ব্রাহ্মণ। বৃদ্ধ পণ্ডিত বল্‌লেন,—তবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুঝে দেখুন মহারাজ, আপনাকে কত কম শাস্তি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ইহকালেই সব শাস্তি শেষ হয়ে গেল না মহারাজ, পরকালের জন্যও শাস্তি রয়েছে। যাতে সেই পরকালের অসহনীয় শাস্তির হাত থেকে রক্ষা পেতে পারেন, তার জন্য অবিলম্বে ভগবানের করুণার শরণাপন্ন হোন্। জীবনে যত দোষ করেছেন, এখনো তার প্রায়শ্চিত্ত করুন। সংশোধনের এখনো সময় আছে মহারাজ।

হুরাল্লী (ঢাকা)
২০শে কার্ত্তিক, ১৩৩৯

শব্দযোগ

ত্রিপুরা-মাঝিয়ারা নিবাসী জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা এক পত্রে লিখিলেন,—

"চতুর্দ্দিকের সহস্র সহস্র মতবাদের সংস্পর্শে আসিয়া বাবা ভুলিয়া যাইও না যে, তুমি শব্দযোগী, অনাহত নাদের মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করিয়া দেওয়াই তোমার সাধনা। যে নাদ অহর্নিশ তোমার অজ্ঞাতসারেই জগতের প্রতি বস্তুতে স্বতঃসমুত্থিত হইতেছে, তাহাতেই নিজের ধ্যান লাগাইয়া রাখা তোমার তপস্যা। ইহাই প্রেমবস্তুর পরমাস্বাদ লাভ করিবার সর্ব্বোত্তম পন্থা। প্রথমে শুষ্ক মনে হইতে পারে, কিন্তু সাধনাই সিদ্ধির জন্মদাত্রী,—দার্শনিক যুক্তিবিচার-বিতর্কাদি নহে। এই কথাটী স্মরণে রাখিয়া একাগ্র মনে নামের সাধনা করিয়া যাও, নামই তোমার জন্য অফুরন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিবে।

"জগতের প্রতি বস্তু শ্রীভগবানকে স্বতঃই যে নাম ধরিয়া ডাকিতেছে, তোমার নিশ্বাস-প্রশ্বাসও তাহাই নিয়ত উচ্চারণ করিতেছে। অনাহত মহাধ্বনি নিয়ত যে প্রেমমাখা নামের স্মৃতি তোমার ভিতরে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাতেই অহর্নিশ চেতনা যুক্ত করিয়া রাখ।

"জগতের যত ধ্বনি, সকলের মধ্যে যাহা সামান্য বা common factor,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাই ওঙ্কার। জগতের যত ধ্বনি, সকলের মিলনের যাহা ফল, তাহাই ওঙ্কার। G. C. M. ও L. C. M উভয়ই প্রণব। তত্ত্বটা গভীর চিন্তার দ্বারা যতটা না বুঝিবে, নির্ব্বিচারিত চিত্তে একাগ্র মনে সাধন করিতে করিতে তার চেয়ে সহস্র গুণ অধিক বুঝিবে। বাহিরের শত কলরোলে উপেক্ষা করিয়া নির্ভয়ে উপদেশ পালন করিয়া যাও। পরমাত্মার পরমকৃপার প্রভাব তোমাদের জীবনে আপনি প্রস্ফুটিত হইবে।"

বালক ও স্ত্রীলোকদের প্রণবে অধিকার

নোয়াখালি-নিবাসী জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা এক পত্রে লিখিলেন,—

"বালকেরা ও স্ত্রীলোকেরা ওঙ্কারের তত্ত্ব বুঝিতে পারিবে না বলিয়া যে যুক্তি প্রদর্শিত হয়, তাহা কাণেই শুনিয়া যাও, তাহা লইয়া তর্ক চালাইয়া সময় নষ্ট করিও না। আজিকার তরুণ কালিকার প্রৌঢ়। তরুণকে যদি প্রণবতত্ত্বে অধিকার না দাও, প্রৌঢ়ও ত' অলব্ধপ্রবেশই থাকিবে। আট বৎসর বয়সে ব্রাহ্মণের ছেলেগুলিকে উপবীত-সংস্কার দেওয়া হইতেছে। এই প্রথা আজিকার কোনও নব্য প্রবর্ত্তন নয়। এই প্রথা ভারতীয় আর্য্য সমাজের সৃষ্টি-পুষ্টির গোড়া হইতে চলিয়া আসিয়াছে। বালকেরা প্রণব-তত্ত্ব, গায়ত্রী-তত্ত্ব বুঝিবে না যুক্তিতে আজ পর্য্যন্ত ত' কোনও জ্ঞানী গুণী এই প্রথার পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করেন নাই। প্রণব উচ্চারণ করিবে না, গায়ত্রী পাঠ করিবে না, এমন যজ্ঞসূত্র-সংস্কার কোথাও দেখিয়াছ? আট বছর বয়সের ব্রাহ্মণের ছেলে যাহা পারিবে, এই যুগে সেই বয়সের একটা কায়স্থ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা বৈশ্যেতর জাতির ছেলে তাহা পারিবে না বলিয়া মনে করিবার সঙ্গত কি হেতু থাকিতে পারে? পাঠশালে, স্কুলে বা কলেজে ত' ব্রাহ্মণের ছেলেদিগকেই সর্ব্বদা প্রথম হইতে দেখি না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলিতে সব সময়ে ত' ব্রাহ্মণের ছেলেরাই বৃত্তি লাভের গৌরব অর্জ্জন করে না। বরঞ্চ বহু ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের ছেলেদের পশ্চাতে ফেলিয়া কখনো কখনো মেয়েরাই পরীক্ষায় প্রথম বা অতি প্রশস্ত স্থান সমূহ অধিকার করিতেছে, ইহা ত' আজিকার দিনে একান্ত বিরল ঘটনা নহে। বিজ্ঞানের ক্লাসে শব্দতত্ত্বের অধ্যয়নে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহারা কেহই অপারগ বলিয়া বিবেচিত হইবে না, কিন্তু মন্ত্রতত্ত্বের বেলাই স্ত্রীলোক হইলে বা ব্রাহ্মণের ছেলে না হইলে একেবারে অযোগ্য অধম হইয়া যাইবে, এইরূপ যুক্তি বিচারসহ নহে। গোড়া হইতে শিক্ষা দিবার চেষ্টা থাকিলে যে-কোনও পুরুষ বা নারীকে প্রণবতত্ত্বে পারঙ্গম করা সহজসাধ্য। প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণের পরিবারে মন্ত্রতত্ত্বের সর্ব্বদা আলোচনা হেতু ব্রাহ্মণ বালক অতি সহজে প্রণবতত্ত্ব আয়ত্ত করিতে পারিত। এই জন্যই আট বৎসর বয়সেই তাহাকে উপবীতী করা হইত। ক্ষত্রিয়-সংসারে অস্ত্রশস্ত্রাদির চর্চ্চার আনুকূল্য অধিক হইত বলিয়া ইহা অপেক্ষা একটু বেশী বয়সে তাহাদিগকে উপবীতী করা হইত। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের সহিত নানা ভাবে ব্রাহ্মণ-পরিবার সমূহের সহিত ঘনিষ্ঠতা অধিক থাকার হেতুতে বৈশ্য-সন্তান অপেক্ষাও অল্প বয়সে ক্ষত্রিয় সন্তান গায়ত্রী-দীক্ষার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। বৈশ্য-পরিবারের সহিত ব্রাহ্মণ-পরিবার সমূহের সম্বন্ধ তত ঘনিষ্ঠ না হওয়াতে এবং বৈশ্যপুত্রের স্বাভাবিক প্রতিভার উপরেই তাহার মন্ত্রতত্ত্ব আয়ত্ত করার কুশলতা সম্পূর্ণ নির্ভর করিত বলিয়া তাহাকে বলিতে গেলে পূর্ণ বয়স্ক হইয়াই গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইত। ব্রাহ্মণ-সন্তানও ব্রাহ্মণেতর-সন্তানগণের উপবীত-কালীন বয়সের এই পার্থক্যের মূল কারণ তাহাদের পারিবারিক সংস্কারের পার্থক্য। জন্মপ্রভাব (Heredity) নহে, প্রতিবেশ-প্রভাবের (environment) পার্থক্য হইতেই যজ্ঞসূত্র গ্রহণের বয়সের পার্থক্য উৎপন্ন হইয়াছে। শূদ্রগণের উপরে ব্রাহ্মণগণের প্রভাব তথা তপঃসাধন সম্পর্কিত প্রতিবেশ-প্রভাব অতি অল্পই বিস্তারিত হইতে পারিতেছিল। এই জন্য তাহাদিগকে ব্রহ্মদীক্ষায় দীক্ষিত করা নিষিদ্ধ হইয়াছিল। উদ্দেশ্যের প্রতি তাকাইয়া প্রথার বিচার করিও। আজ সেই ব্রাহ্মণ কোথায়, সেই ক্ষত্রিয় কোথায়, সেই বৈশ্য কোথায়? আচারে ব্যবহারে, বাক্যে চিন্তায়, তেজে তপস্যায়, কয় লক্ষ পরিবার খুঁজলে একজন ব্রাহ্মণ মিলিবে? গালি দিবার জন্য বলিতেছি না, সত্য নির্দ্ধারণের জন্য বলিতেছি। আজ যদি ভারত খুঁজিয়া ব্রাহ্মণ না পাও, তাহা হইলে গতি আছে দুইটী। এক গতি তথাকথিত ব্রাহ্মণ-সন্তানদেরই ব্রাহ্মণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়া মানিয়া তাহাদের প্রণিত-কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করা। দ্বিতীয় গতি আচণ্ডাল ব্রাহ্মণকে গায়ত্রী ও প্রণবের পবিত্র অধিকার আয়ত্ত করিবার দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর করবার চেষ্টা করা। প্রথম পন্থাও যে নির্দ্দোষ হইবে, তাহা নহে। ব্রাহ্মণাচার-বর্জ্জিত ব্যক্তিকে ত' ব্রাহ্মণ বলা যায় না। গুরুতর অপরাধ সমূহের অনুষ্ঠানের দ্বারা পুরাকালে বহু ব্রাহ্মণ জাতিভ্রষ্ট, পতিত ও নিম্নজাতির অঙ্গীভূত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে যাহারা ব্রাহ্মণ-সন্তান বলিয়া সগর্ব্বে পরিচয় দিতেছেন এবং জুতার দোকান, চর্ম্ম-ব্যবসায়, মাংস বিক্রয়, শৌণ্ডিকালয় প্রভৃতি দ্বারা জীবিকা সংগ্রহ করিতেছেন, তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পূজা করিলেও তাহাদের পুত্রদিগকে কি বলিয়া পূজা করা হইবে? যদিও শত সহস্র অব্রাহ্মণ-সন্তান ভিন্ন দেশে গিয়া অপরিচিত সমাজের মধ্যে নিজের গাই-গোত্র ব্রাহ্মণোচিত ভাবে প্রকাশ করিয়া কৌশলে ব্রাহ্মণ-সমাজের লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন, যদিও ভিন্ন ভিন্ন ভারতাক্রমণকারী অহিন্দু ক্ষত্রিয়গণের পুরোহিতগণ স্বীয় যজমানদের হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু সমাজের অঙ্গীভূত ব্রাহ্মণরূপে পরিগৃহীত হইয়াছেন, তথাপি অতি মাত্রায় আর্য্যামির বড়াই করিয়া যাঁহারা অন্তরে সুখ পান, তাঁহাদের অভিমানে আঘাত করিবার প্রয়োজন নাই, তাঁহাদের সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিবার আবশ্যকতা দেখি না। কিন্তু আজিকার চর্ম্ম-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণের পুত্র, আজিকার সুরা-বিক্রয়কারী ব্রাহ্মণের পুত্র কি করিয়া ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের অধিকারী হইবেন? ইহা কি একটা সমস্যা নহে? প্রতিবেশ-প্রভাব প্রতিকূল বলিয়াই না আজ তাঁহার পিতাকে গলায় পৈতা দোলাইয়াও ব্রাহ্মণের অশোভন উপায়ে জীবিকার্জ্জন করিতে হইতেছে? সুতরাং বাধ্য হইয়া আমাদিগকে দ্বিতীয় পন্থার আশ্রয় লইতে হয়। যাহারা সত্যই ব্রাহ্মণ হইতে চাহেন, তাঁহাদিগকে অনুকূল প্রতিবেশ প্রদান করিবার জন্যই আচণ্ডাল ব্রাহ্মণকে ওঙ্কারের মহামন্ত্র গানে ঐক্যতান-বদ্ধ করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ বলিয়া পূজা পাইতে পাইতে যাহাদের পূজাপ্রাপ্তির লালসা অনন্ত আকাশকে ছাড়াইয়াও লতা-বিস্তার করিয়াছে, তাহাদের পূজা চাহিবার যোগ্যতা বর্দ্ধনের জন্যই সর্ব্বজাতির প্রণব-সাধনার মধ্য দিয়া এক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অত্যাশ্চর্য্য অনুকূল পারিপার্শ্বিক সৃষ্টির প্রয়োজন। প্রতিপক্ষকে ইহা বুঝাইতে না পার, ক্ষতি নাই। তর্কের পথে জমার অঙ্ক একটীও আসিবে না, তর্ক ছাড়িয়া নীরবে নিজের কাজ করিয়া যাও। যাহারা সম্মানাতুর, তাহাদিগকে সম্মান দাও, অসম্মান করিও না ; ব্রাহ্মণ-সন্তানদের চিরপ্রাপ্ত মর্য্যাদায় আঘাত হানিয়া তাহাদের মনকে বৃথা-তিক্ত এবং মুখকে বৃথা-কটু করিও না। পাগলেরও আপন-বুঝ খাঁটি। নিজের বুঝ ষোল আনা বুঝিয়া চল।"

কোন্ ব্যক্তি চোর ?

কিশোরগঞ্জ-(ময়মনসিংহ)-নিবাসী জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা এক পত্রে লিখিলেন,—

"কয়েকটা বিষয়ে আমার ধারণা তোমাকে স্পষ্টরূপে জানাইয়া রাখি। যে শিক্ষক ছাত্রদের কাছ হইতে বেতন লয় অথচ প্রাণপণ যত্নে ছাত্রদের শিক্ষা দানের চেষ্টা করে না, আমার দৃষ্টিতে সে ব্যক্তি চোর। যে উদ্যান-স্বামী উদ্যান-রোপিত ফলবৃক্ষের মূলদেশে সার প্রয়োগ করে না, অথচ বৃক্ষজাত ফল অনায়াসে আহরণ করে, আমার দৃষ্টিতে সে ব্যক্তি চোর। যে রাজা প্রজার নিকট হইতে ভূমি-রাজস্ব গ্রহণ করে, অথচ প্রজা-সাধারণের ভূমির উন্নতি, কৃষির উন্নতি ও পশুপালের উন্নতি সাধনের জন্য প্রযত্নশীল হয় না, আমার দৃষ্টিতে সেই ব্যক্তি চোর। যে ব্যক্তি মাতৃস্তন্য পান করিয়া বড় হইয়াছে, অথচ মাতৃ-জাতির মঙ্গলকল্পে সমগ্র জীবনে কোনও সৎকার্য্য করে নাই, আমার দৃষ্টিতে সে ব্যক্তি চোর। চোরের অন্ন খাইলে চোর হইতে হয়।"

আত্ম-বিলোপ

লাকসাম (ত্রিপুরা) নিবাসী অপর এক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"তোমাদের সেবায় আমি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করিয়া দিতে চাহি। আমার এই আত্মবিলোপমূলক সেবার কাহিনী জয়ঢক্কা-নিনাদে জগতের কাছে প্রচারিত হইতে দিবার আমার কামনা নাই। তোমাদের যাহার সহিত যেভাবে আমার নিভৃত প্রেম জমিয়া উঠিয়াছে, তাহার মধুর কাহিনী তোমাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বক্ষে আর আমার বক্ষেই লুকাইয়া থাকুক। তোমাদের মধ্য দিয়া আমি আমার প্রাণারাধ্য দেবতার অর্চ্চনা করিতেছি। এই জন্যই আমি আমার প্রেমের কথা বিপুল ভুবনে বলিয়া বেড়াইতে চাহি না। তোমরাও পারিলে স্বস্থ হইও। যে যাহা বুঝিয়াছ, জানিয়াছ, অন্তরে লুকাইয়া রাখ। মানুষের সহিত ব্যবহারে সাধারণ মানুষের মতই থাক এবং রাখ, অন্তরের অবদানে তোমরা অতিমানব হও।"

দুয়াল্লীর বক্তৃতা

অপরাহ্ণ আড়াই ঘটিকার সময়ে একটী সভার অনুষ্ঠান হইল। চারিদিকের পাঁচ ছয় খানা গ্রাম হইতে বহু যুবক আসিয়াছিলেন। প্রায় আড়াই ঘণ্টা বক্তৃতার পরে সভা ভঙ্গ হইল।

পবিত্রতাই পূর্ণতা

বক্তৃতা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন—পবিত্রতাই পূর্ণতা, নির্লোভতাই ঋষিত্ব। তোমরা পবিত্র হতে যত্নবান্ হও। নিষ্কলঙ্ক চরিত্রই যথার্থ সৌন্দর্য্য। বাইরের সুরূপতা রূপ নয়, ভিতরের সুরূপতাই রূপ। সেই রূপে তোমরা রূপবন্ত হও। ভগবানের নিকটে এইটীই তোমাদের প্রার্থনা হোক,—হে ভগবান্, অন্তর আমাদের স্বচ্ছ কর, সুন্দর কর, পবিত্র কর। বিশ্বাস কর, পবিত্রতাই সকল গুণের সেরা; এই একটী মাত্র সদ্‌গুণ থাকলে জগতের অন্য সকল গুণ থাকুক বা না থাকুক, তাতে কিছু যায় আসে না। অথবা সত্য ক'রে বল্‌তে হ'লে একথাই বল্‌তে হয় যে, পবিত্রতার যদি অধিকারী হ'তে পার, তাহ'লে নিখিল গুণগ্রাম আপ্‌নি তোমাকে আশ্রয় কর্ব্বে। এই জন্যেই বলেছি, পবিত্রতাই পূর্ণতা।

দৈহিক ও মানসিক নিষ্পাপতা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অনেক ক্ষেত্রেই দৈহিক পবিত্রতা মানসিক পবিত্রতার সহায়ক এবং সকল ক্ষেত্রেই মানসিক পবিত্রতা দৈহিক পবিত্রতার প্রণোদক। দেহকে পাপ থেকে যে সযত্নে বিরত রেখেছে, মনকে পাপ থেকে বিরত রাখা তার পক্ষে সহজসাধ্য। আবার, মনকে যে পাপ থেকে বিরত রেখেছে, দেহকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পবিত্র রাখা তার পক্ষে অনায়াস-সাধ্য। সুতরাং দৈহিক নিষ্পাপতাকে অনাবশ্যক জ্ঞানে উপেক্ষা করো না। দেহকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্যে নিয়োজিত ক'রে মানবজন্ম সার্থক করার পক্ষে দৈহিক নিষ্পাপতা এক অত্যাবশ্যক সর্ত্ত। যে দেহ যত নিষ্পাপ, সে দেহ ভগবৎ-কার্য্য সম্পাদনে তত অধিক যোগ্য।

পবিত্র দেহেই পবিত্র মনের বাস

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বুদ্ধিবিভ্রম বশতঃ অতীতে যদি পবিত্রতা থেকে স্খলিত হয়ে থাক, তার জন্য হতাশ ভগ্নোদ্যম কেউ হয়ো না। অতীতকে বিস্মৃত হ'য়ে এই মুহূর্ত্ত হতে অনাগত কাল জুড়ে নিষ্পাপ নিষ্কলুষ থাকবার জন্য বদ্ধপরিকর হও। তোমাদের এই প্রশংসনীয় চেষ্টার পথে তোমরা অনেক ধর্ম্মধ্বজী ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাবে, যারা বল্‌বে "দেহ তথাকথিত পাপে লিপ্ত থাকলে কি হয়, মনের ভিতরে আমরা এমন বিশুদ্ধতা রক্ষা করে যাচ্ছি, যাতে কোনো গ্লানিই আমাদের অন্তরকে স্পর্শ কত্তে পাচ্ছে না, কোনও তথাকথিত অবৈধ আচরণই আমাদের আভ্যন্তর শুদ্ধতাকে টলাতে পাচ্ছে না।" তাদের কথায় কর্ণপাত ক'রো না। শরীর যার রিপুর দাস, মন তার রিপুর প্রভু হবে, একথা তোমরা বিশ্বাস ক'রে ঠকো না। পবিত্র মনকে পবিত্র দেহেই বাস কত্তে দাও, অপবিত্র দেহে পবিত্র মনকে বাস করতে দেওয়ার কসরতে তোমরা প্রবৃত্ত হয়ো না।

মাতৃচিন্তা পবিত্রতার পরিপোষক

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এই ক্ষুদ্র পল্লীতে একদিন আমার পরমপূজ্যা জননী-দেবী ভূমিষ্ঠা হ'য়েছিলেন। তাঁর স্মৃতিতে এই পল্লীর প্রত্যেকটী ধূলিকণা আমার নিকটে তীর্থরেণুর অধিক পবিত্র। সেই জন্যেই আজ আমার প্রাণে পবিত্রতার সুগভীর আলোড়ন অনুভব কচ্ছি। দেখ বন্ধুগণ, দেখ পুত্রগণ, মাতৃচিন্তার মত পবিত্রতার পরিপোষক কোনও চিন্তা এ জগতে নাই। তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ জননীকে জগতের সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র মানব-বিগ্রহ রূপে চিন্তা কত্তে অভ্যাস কর এবং মাতৃ-চিন্তার ফলস্বরূপে মনে যে কৃতজ্ঞতা-কোমল সুমধুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবের উদ্ভব হয়, নিখিল জগতে সেই অপূর্ব্ব ভাবকে সম্প্রসারিত কর। কে আছে জগতে এমন পাষণ্ড নারকী, মাতৃক্রোড়ে উপবেশন ক'রে যে কুচিন্তা কত্তে সমর্থ হয় ?

জননী ও দেশাত্মবোধ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—জগতে দুইটী ভাব সর্ব্বজন-সমাজে বড় সমাদৃত। একটী দেশাত্মবোধ, অপরটী ভগবৎ-প্রেম। প্রথমটী রাজসিক উন্নত ভাব, দ্বিতীয়টী সাত্ত্বিক উন্নত ভাব। কিন্তু দেশকে যে মানুষ দেশ-মাতৃকা বলে, সে শুধু নিজ জননীর সঙ্গে তুলনা দিয়ে। জননীর প্রতি অঙ্গ যেমন সন্তানের নিকট আদরণীয়, জননীর সঙ্গে তুলনা দিয়েই দেশপ্রেমিক কল্পনা করে যে, স্বদেশের প্রত্যেকটী অংশ দেশবাসীর নিকট তেমনি আদরণীয়। মাতৃ-অঙ্কে বাস ক'রে শিশু একথা ভাবে না, "আমি ত জননীর পদপ্রান্তে ব'সে নেই যে, চরণযুগলের কোনও ক্ষতি হলে চঞ্চল হব!" বরং সে ভাবে—"জননীর বক্ষে বা ক্রোড়ে বা অঙ্কে বা পদপ্রান্তে যেখানেই আমি থাকি, সমগ্র জননীই আমার ভালবাসার বস্তু, জননীর যে-কোনও অঙ্গের যে-কোনও ক্ষতি হ'লে সে ক্ষতি আমারই ক্ষতি।" জননীর সঙ্গে তুলনা দিয়েই দেশপ্রেমিক ঠিক তেমনি চিন্তা ক'রে থাকেন,— "আসাম, বঙ্গ, উড়িষ্যা, বম্বে, বিহার, মদ্রদেশ, আগ্রা কিম্বা অযোধ্যা, পাঞ্জাব কি সিন্ধুদেশ, সব নিয়ে আমার ভারত জননী, তাঁর বিশাল অঙ্গের যে অংশেই আমি ঠাঁই পেয়ে থাকি না কেন, অপর যে কোনও অংশের ক্ষতি হ'লে সে ক্ষতি আমারই ক্ষতি।" দেশাত্মবোধের এইরূপ নির্ম্মল প্রেরণায় কত কত নরনারী আমৃত্যু লাঞ্ছনাকে হাসিমুখে সহ্য ক'রে যায়, কত কত নরনারী যন্ত্রণা-প্রদ মৃত্যুকে দেশমাতৃকার স্নেহাশীর্ব্বাদ জ্ঞান ক'রে তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করে। পৃথিবীর কোন্ দেশ আছে, যেখানে দেশপ্রেমিকের সম্মান নাই? পৃথিবীর কোন্ জাতি আছে, যে জাতি দেশপ্রেমিককে পূজা করে না? ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, চীন, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকা সকল দেশে দেশপ্রেমিকের জন্য পূজার অর্ঘ্য সজ্জিত আছে; অথচ, দেশকে মায়ের সঙ্গে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুলনা দেওয়া হয় ব'লেই দেশের ডাক এমন অলঙ্ঘনীয়, আহ্বানে পরিণত হয়। ভেবে দেখ, মা কেমন বস্তু!

জননীর নিকট জগতের আধ্যাত্মিক ঋণ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভগবৎ-সম্বন্ধীয় আমাদের যতগুলি চিন্তা, তার অধিকাংশ আমাদের মায়ের তুলনায় অনুশীলন কত্তে হয়েছে। ভগবান্ প্রেমময়, স্নেহময়, কৃপাময়, ক্ষমাময় এই কথা শুনে ভগবানের মহিমা উপলব্ধি কত্তে শিক্ষা করার বহু পূর্ব্বে আমাদিগকে জননীর প্রেম, জননীর স্নেহ, জননীর ক্ষমা ও জননীর করুণার আস্বাদন কত্তে হয়েছে। ভগবানকে স্নেহময় ব'লে বিশ্বাস কত্তে উপদিষ্ট হওয়ার বহু পূর্ব্বে আমরা প্রত্যেকে শত শত স্নেহময়ী জননীকে নিজ সন্তানের জন্য আকুল বাৎসল্যভাবে অনুপ্রাণিত হ'তে দেখেছি। দেখেছি আমরা, মা কেমন সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে স্তন্যপীযুষ পান করান। দেখেছি আমরা, মা কেমন নিজে না খেয়ে ক্ষুধিত সন্তানকে আহার করান। দেখেছি আমরা, মা কেমন সমগ্র রজনী জেগে থেকে রুগ্ন সন্তানের শুশ্রূষা করেন। দেখেছি আমরা, সহস্র অপরাধে অপরাধী সন্তানকে মা কেমন অম্লান বদনে ক্ষমা করেন। মায়ের তুলনায় আমরা ভগবানের স্বরূপ চিন্তা কত্তে শিখেছি। য়ীহুদীদের একটী প্রবচন আছে,—"ভগবান্ ত' সব স্থানে যেতে পারেন না, তাই তিনি সবস্থানে থাকার জন্য জননীদের সৃষ্টি ক'রেছেন।" অবশ্য ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী। কিন্তু য়ীহুদী প্রবচনের অর্থ হচ্ছে এই যে, মায়ের ভিতরেই ভগবানের স্নেহ-করুণা-ক্ষমার পার্থিব প্রকাশ। এমন নিঃস্বার্থ ভালবাসা জগতে আর কে বাস্‌বে? পিতা সন্তানকে পরিত্যাগ কত্তে পারে, ভ্রাতা-ভগ্নী নিদারুণ শত্রুতে পরিণত হ'তে পারে, স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ কত্তে পারে, বন্ধু বন্ধুকে বিষপান করাতে পারে, আত্মীয় কুটুম্বেরা অনাত্মীয় অকুটুম্ব হ'তে পারে, কিন্তু মা সকল অবস্থাতেই মা। কোনও অবস্থাতেই মায়ের স্নেহের হ্রাস নাই, মায়ের করুণার সীমা নাই, মায়ের ক্ষমায় কার্পণ্য নাই। মায়ের এই অপার অসীম গুণাবলির তুলনা দিয়েই জগতের অধিকাংশ ভগবদ্ভক্তের ঈশ্বর-সম্বন্ধীয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধারণা সৃষ্ট, পুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হয়েছে। যাঁরা সখাভাবে বা কান্তভাবে ভগবানের উপাসনা করেন, তাঁদেরও প্রাথমিক ধারণা মায়ের চরিত্র ও গুণ অবলম্বনেই গঠিত হয়েছে। যাঁরা ভগবান্‌কে দণ্ডবিধাতা, শাসনকর্ত্তা, অন্যায়ের প্রতীকারকারী, দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ, মহারুদ্রতেজা স্বরূপে উপাসনা করেন, তাঁরাও তাঁর ক্ষমাশীলতার কথা বর্ণনা কত্তে গিয়ে এমন সব উক্তি ক'রে থাকেন, যে উক্তি-সকল শ্রবণ করলে জননীর ক্ষমার কথাই মনে পড়ে। অতএব, অন্যে এ কথা স্বীকার করুক আর না করুক, আমি বজ্রকণ্ঠে বল্‌ব, জননীই জগতের ভগবদ্‌ভক্তির মূল। পৃথিবীর কোন্ দেশ আছে, যেখানে ভগবদ্‌ভক্তের পূজা নাই? পৃথিবীর কোন্ জাতি আছে, যে জাতি ভগবদ্‌ভক্তকে সসম্ভ্রমে প্রণতি না করে? চিন্তা ক'রে দেখ, মায়ের কাছে আধ্যাত্মিক ভাবেও জগৎ কত ঋণী।

সামাজিক জীবনে মায়ের শক্তি

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নেপোলিয়ান বলেছেন,—The future destiny of the child is always the work of the mother (সন্তানের ভবিষ্যৎ মায়ের শ্রমের উপরেই নির্ভর কচ্ছে)। এমার্সন বলেছেন,—Men are what their mothers made them (মায়েরা যেমন গড়ে, দেশের মানুষগুলি তেমনি হয়)। অর্থাৎ সমাজ-গঠনের মূলে মায়ের কৃতিত্বই সর্ব্বাধিক। একদিন সম্রাট নেপোলিয়ান ম্যাদাম ক্যাম্পানকে (Campan) জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—ফ্রান্সের যুবকদের সুশিক্ষা বিধানের জন্য কি প্রয়োজন? ম্যাদাম ক্যাম্পন তার উত্তরে বলেছিলেন,—ভালো মা। এই উত্তরে মুগ্ধ হ'য়ে নেপোলিয়ান বলেছিলেন,—Here is a system in one word, তুমি একটী কথায় একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলার কথা ব'লে দিলে। প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে সহস্র সহস্র বালবিধবার বৈধব্য-দুঃখে বিগলিত হয়ে একটা সম্পূর্ণ বিরোধী সমাজের মাঝখানে পূর্ণ বলিষ্ঠতায় একটা অপ্রত্যাশিত ও অভিনব আন্দোলন চালিয়ে গেলেন, তার পশ্চাতে ছিল, তাঁর পুণ্যগর্ভা জননী ভগবতী দেবীর একটী ক্ষুদ্র অশ্রুবিন্দু। এরূপ শত শত দৃষ্টান্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিয়ে আমি তোমাদের সমক্ষে প্রমাণিত কত্তে পাত্তাম যে, সামাজিক জীবনের পূর্ণ কুশলের পশ্চাতে মায়ের শক্তি কেমন ভাবে কাজ করে। কিন্তু সেকথা বলার চেয়েও বড় কথা আমার আছে।

জননীর প্রতি কৃতজ্ঞ হও

উপসংহারে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—হে শ্রোতৃবৃন্দ, জননীর প্রতি কৃতজ্ঞ হও। এই কৃতজ্ঞতা তোমাকে দেহের তথা মনের পবিত্রতা প্রদান কর্ব্বে। এই কৃতজ্ঞতা প্রকারান্তরে তোমার দেশাত্মবোধ ও ভগবদ্ভক্তি পরিবর্দ্ধিত কর্ব্বে। এই কৃতজ্ঞতা তোমাকে ইহকালের তৃপ্তি এবং পরকালের শান্তি সংগ্রহ ক'রে দেবে। এস আজ আমরা ভক্তি ভরে এই কথা বলে প্রণাম করি,—

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা,
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

২১শে কার্ত্তিক,
১৩৩৯

বেলা আট ঘটিকায় দুয়াল্লী ও দিঘলী গ্রামের বহু যুবকই নানা বিষয়ে উপদেশপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছেন।

স্বাবলম্বন কাহাকে বলে

একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন, - স্বাবলম্বন কথার মানে হচ্ছে নিজের কাজ নিজে করা, নিজের কাজ নিজে দেখা, পরের উপরে নিজের কাজের ভার না দেওয়া, পরের চোখে নিজের কাজ না দেখা। যে যতটা পার, নিজের অভাব নিজে মোচন কর, তোমার অভাব মোচনের জন্য অপরের সাহায্যের প্রতীক্ষায় ব'সে থেক না। তোমার দুঃখের প্রতীকার, তোমার অভাবের বিদূরণ ভগবান এসে ক'রে দেবেন ভেবে ভগবানের উপরেও ভার দিও না। ভগবান ত' সব কিছুই কত্তে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারেন, কিন্তু তবু তিনি কত কিছু করার ক্ষমতা তোমাকে দিয়েছেন। সেই ক্ষমতার তুমি সদ্ব্যবহার কর, এটা নিশ্চয়ই ভগবানের অভিপ্রায়। এ অভিপ্রায় না থাকলে তোমাকে সে সব ক্ষমতা তিনি দিতেন না। সত্য বটে, তোমার সকল ক্ষমতাই সীমাবদ্ধ কিন্তু ভগবদ্দত্ত ক্ষমতার পূর্ণ সৎপ্রয়োগে যে ক্ষমতার পরিমাণ বাড়ে, একথাও ত' প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। এ থেকেই বুঝা যাচ্ছে যে, ভগবদ্দত্ত ক্ষমতাগুলি মঙ্গল-কর্ম্মে ব্যবহার ক'রে কাজে লাগাও, এটা ভগবদভিপ্রায়। অহঙ্কৃত হয়ে তুমি নিজেকে যত শক্তিমান মনে কর, তুমি তত শক্তিমান নও, এই হ'ল তোমার ক্ষমতার সীমা। আবার, হতাশ নিরাশ হয়ে মানসিক দুর্ব্বলতার প্রভাবে তুমি তোমাকে যত অক্ষম যত ক্ষীণবীর্য্য মনে কর, তুমি তত অক্ষম ও ক্ষীণবীর্য্য নও। এই হ'ল তোমার ক্ষমতার বিশেষত্ব। ভগবানের কাছে বিপৎকালে তুমি যে সাহায্য প্রার্থনা কর, সেই সাহায্য লাভের অধিকাংশ শক্তি তিনি জন্ম থেকেই তোমার ভাণ্ডারে দিয়ে রেখেছেন। একথা বিশ্বাস করার নামই আত্মবিশ্বাস।

ভগবদ্বিশ্বাস কাহাকে বলে

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ক্রমওয়েল বলেছিলেন,—Trust in God, but keep your powder dry,—ভগবানে বিশ্বাস কর, কিন্তু বন্দুকের বারুদ শুষ্ক রাখ। ভগবানে বিশ্বাস রাখার মানে এই নয় যে, আমি বেলা দশটা পর্য্যন্ত প'ড়ে ঘুমুব, আর ভগবান আমার চায়ের জল গরম ক'রে দেবেন। ভগবান যে মঙ্গলময়, একথা বিশ্বাসের নামই ভগবদ্বিশ্বাস। জীবন-ব্যাপী দুঃখ-দৈন্য, অভাব-অভিযোগ, বিঘ্ন-বিপত্তি প্রভৃতির ভিতর দিয়েও তিনি আমাকে তাঁর চরণের সমীপস্থই ক'রে নিচ্ছেন, এইরূপ বিশ্বাসের নামই ভগবদ্বিশ্বাস। তাঁর প্রদত্ত শক্তিকে আমি দুঃখ-দৈন্য-বিদূরণে, অভাব-অভিযোগ বিমোচনে, বিঘ্ন বিপত্তি-নিরাকরণে ব্যবহার কর্ব্ব না, সব তিনি ক'রে দেবেন ব'লে তাঁর ঘাড়ে আমার সকল কর্ত্তব্যের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত অলস জীবন যাপন কর্ব্ব, এর নাম ভগবদ্বিশ্বাস নয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবদ্বিশ্বাসীর লক্ষণ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভগবদ্‌বিশ্বাসীর অদোষদর্শী চক্ষু সর্ব্বত্র ভগবানের মঙ্গল অভিপ্রায়কে দর্শন করে। ভগবদ্বিশ্বাসী ব্যক্তি ভগবৎপ্রদত্ত শক্তিকে ন্যস্ত ধনের মত যত্নে রক্ষা করেন এবং সদ্‌ব্যবহারের দ্বারা তাকে বর্দ্ধিত ক'রেও মূল-ধনের মালিককেই সমগ্র ধনের মালিক ব'লে জ্ঞান করেন। ভগবদ্‌বিশ্বাসী ব্যক্তি পাপী অথবা পুণ্যবান, ধার্ম্মিক অথবা অসাধুচরিত্র সকল ব্যক্তিকে ভগবানের সন্তান জ্ঞান ক'রে সমান প্রীতির চক্ষে দর্শন করেন এবং উভয় শ্রেণীর লোকের প্রতি শুধু কর্ত্তব্য-বোধে প্রয়োজন-স্থলে ব্যবহারের তারতম্য করেন। ভগবদ্‌-বিশ্বাসী ব্যক্তি ভগবৎপ্রদত্ত আত্মশক্তিতে আস্থাবান্ থাকেন, এই শক্তিকে শুদ্ধ, পবিত্র, অন্যায়-বর্জ্জিত, পাপ-প্রসক্তি-মুক্ত রাখ্‌বার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন এবং সর্ব্বদা এই শক্তিকে ভগবৎ-সেবায়, নিজ-হিত-সাধনে ও পরহিত-সম্পাদনে নিয়োজিত রাখেন।

বর্ত্তমান জাতিভেদ উদ্দেশ্য-হীন

একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন,— বর্ত্তমান জাতিভেদ-প্রথা সম্পর্কে আপনার মতামত কি ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—একটী ছেলেকে বলা হ'য়েছিল বাজার থেকে সন্দেশ কিনে আনতে। এজন্য তাকে পয়সাও দেওয়া হয়েছিল। আদেশ শুনেই কর্ম্মঠ ছেলেটি তীব্রবেগে বাজারের দিকে দৌড়ুল। কিন্তু কতকটা পথ গিয়ে সে ভুলে গেল যে, কেন সে এত জোরে ছুট্‌ছে। ছোট্‌বার ক্লান্তি তার হচ্ছে, কিন্তু যতক্ষণ জীবনীশক্তি আছে, ততক্ষণ ছুটাও বন্ধ কত্তে পাচ্ছে না। এই ছেলেটীর উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণের ন্যায় অবস্থা আমাদের বর্ত্তমান জাতিভেদের। মানুষের মত মানুষ যাতে জন্ম গ্রহণ কত্তে পারে, তারই জন্য সমস্বভাব ব্যক্তি-দিগকে এক একটা জাতির গণ্ডীতে আবদ্ধ করা হ'ল, কারণ সমস্বভাব পিতার সাথে সমস্বভাব মাতার মিলনে ঐ একটি নির্দ্দিষ্ট স্বভাব সন্তানের ভিতরে বিশিষ্ট হয়ে প্রকাশিত হয়। সমস্বভাব ব্যক্তিদিগকে এক শ্রেণীর জীবিকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যবস্থাও সেই জন্যেই দেওয়া হ'ল। কিন্তু কদিন পরেই সবাই ভু'লে গেল যে, এক একটা বিশিষ্ট প্রতিভা নিয়ে সুসন্তান জননের উদ্দেশ্যকে পুরুষানুক্রমিক ভাবে সফল করার চেষ্টা চালাবার জন্যই জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি হয়েছিল। সুতরাং ব্রাহ্মণ জাতির ও উৎকর্ষ কিছু হ'ল না, ক্ষত্রিয়েরও না, বৈশ্যেরও না। ফলে সব জাতি নামে বিভিন্ন হলেও এক শূদ্র জাতিতেই পরিণত হয়েছে।

সাধু-জীবন যাপনের পন্থা

বেলা দশটার সময়ে শ্রীশ্রীবাবা দিঘলী গ্রামে আসিলেন। দুই ঘণ্টা কাল নানাস্থানে চিঠিপত্র লিখিলেন। তৎপরে সমাগত উপদেশার্থীদিগকে নানা বিষয়ে উপদেশ দিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—পরের নিন্দা কর্‌বে না, নিজের নিন্দা শুনে ক্রুদ্ধ হবে না,—এ'টি সাধুজীবন যাপনের পন্থা। অপরের অভিমানে আঘাত ক'রে কোনো অপ্রিয় কথা বল্‌বে না, কিন্তু নিজের অভিমানের উপরে আঘাত এলে আঘাতকারীর প্রতি বিরক্ত হবে না, এ'টি সাধুজীবন যাপনের পন্থা। নিজে কখনো সম্মানের কাঙ্গাল হবে না, কিন্তু অপরকে সম্মান দান কত্তে কার্পণ্য কর্ব্বে না,—এ'টি সাধুজীবন যাপনের পন্থা।

চাঁদপুর

২২শে কার্ত্তিক, ১৩৩৯

গতকল্য রাত্রি সাড়ে আট ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা চাঁদপুর পৌছিয়াছেন। বেলা দুই ঘটিকার সময়ে চাঁদপুর হাসনাণি জুবিলী হাই ইংলিশ স্কুলে ছাত্রদের সমক্ষে দেড়ঘণ্টাব্যাপী একটি বক্তৃতা প্রদান করিলেন। শ্রীশ্রীবাবা চাঁদপুর জুবিলী স্কুলে বক্তৃতা দিবেন এইরূপ সংবাদ শুনিয়া বাবুরহাট ও বাজাপ্তি অঞ্চল হইতে অনেক ছাত্র আসিয়াছিলেন। বক্তৃতা এরূপ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে, বাবুরহাট, বাজাপ্তি প্রভৃতি স্থানে যাইবার জন্য শ্রীশ্রীবাবাকে সভান্তে সনির্ব্বন্ধ আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় এই বক্তৃতার সারাংশ অতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংক্ষিপ্ত ভাবে লিপিবদ্ধ থাকায় আমরা স্বল্পই পাঠকবর্গকে উপহার দিতে পারিতেছি।

চরিত্রগঠন ও আত্ম-পরীক্ষণ

বক্তৃতাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আত্মদোষ অনুসন্ধান এবং সেই দোষকে নির্ম্মূল করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা, এরই নাম চরিত্র-গঠন। একটী দুটী দোষ নয়, যত দোষ তোমার ভিতরে আছে বা থাকা সম্ভব, দিনের পর দিন নিভৃত আত্ম-বিশ্লেষণের দ্বারা তাকে খুঁজে বের কর বন্ধু। তোমার পরম শত্রু যতখানি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে তোমার দোষ অনুসন্ধান করে, তোমার দৃষ্টি তার চেয়েও তীক্ষ্ণ হোক্। যে দিন একটী দুর্ব্বলতাকেও অন্তরের ভিতরে খুঁজে পেয়েছ, আর সঙ্গে সঙ্গে তাকে নির্ম্মূল করার চেষ্টা ক'রেছ, জেনো, সেই দিনটী তোমার যশস্কর দিন। যে দিন একটী অপবিত্র চিন্তাকে নির্য্যাতিত ক'রে তার উপরে সত্য ও বিবেকের প্রভুত্ব স্থাপন কত্তে সমর্থ হয়েছ, জেনো, সেই দিনটী তোমার অতি শুভদিন। যে দিন একটী প্রলোভনকে দমন কত্তে সমর্থ হয়েছ, জেনো, সেই দিনটী তোমার মহাসৌভাগ্যের দিন। কত অপবিত্র চিন্তা, কত পাপ-প্রলোভন গোপনে লুকিয়ে থাকে, স্নেহ, প্রেম, দয়া, মায়া ও মমতার চিত্তাকর্ষী ছদ্মবেশ পরিধান ক'রে তারা আত্মগোপন করে ; সহজ চখে তাদের ধরা যায় না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে, বিচারশীল মন দিয়ে তাদের ধর্‌তে হয়। যে দিন একটি ক্ষুদ্রতম সংগুপ্ত নীচতা তোমার চেষ্টায় ধরা পড়্‌বে এবং সঙ্গে সঙ্গে তুমি তার ধ্বংস সাধনের জন্য যত্ন নেবে, জান্‌বে, তোমার জীবনের মধ্যে সেই দিনটী অতীব সুন্দর দিন। তোমাদের জীবনের প্রত্যেকটী দিন এমন সুন্দর হোক্।

চাঁদপুর

২৩ কার্ত্তিক, ১৩৩৯

অদ্য দ্বাদশটী যুবকের দীক্ষা হইল। দীক্ষান্তে শ্রীশ্রীবাবা এক এক জনকে এক একটী উপদেশ-বাক্য বলিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নামজপ ও স্তোত্রের ঐক্য

একজনকে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নাম জপ কর্‌বে যাঁর, স্তোত্র পাঠ কর্‌বে তাঁর। একজনকে পিঁড়ি দিয়ে অপর একজনকে অন্ন পরিবেশন কেমন রে?

নম্র নিরহঙ্কার সাধন

অপর একজনকে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বিনীত, নম্র, নিরহঙ্কার চিত্ত নিয়ে অল্পও যে সাধন করে, সে বেশী ফল পায়। যে আত্ম-পরিচয় দিতে অনিচ্ছুক, লোকে তাকেই বেশী চেনে।

ভগবৎ-সাধন ও পিতামাতার বিরোধ

অপর একজনকে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভগবানের কাজে অভিভাবকদের বিরুদ্ধতা দেখে পিতৃমাতৃভক্তি হারানো সঙ্গত নয়। তোমার পারমার্থিক কাজ তুমি ক'রে যাও, তাঁদের প্রতি ভক্তি-নম্র ভাব ও ব্যবহার রক্ষা কর। পরিণামে তাঁরাও ভগবানের চরণাশ্রয়ই গ্রহণ কর্ব্বেন।

গঞ্জিকা-সেবীদের সঙ্গ বর্জ্জনীয়

অপর একজনকে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—গঞ্জিকাসেবী সাধুদেরও সঙ্গ ক'রো না। তাদের সঙ্গ তোমাকে নেশায় আসক্ত কর্ব্বে এবং পরিণামে এতে নিষ্ঠাভঙ্গ ঘট্‌বে।

ভগবদ্‌বিশ্বাস ও সাহস

অপর একজনকে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্। অন্তরে এই বিশ্বাসকে দৃঢ়রূপে স্থাপন কর। তুমি সর্ব্বকার্য্যে তাঁরই আজ্ঞাবহ কিঙ্কর। হৃদয়ে এই আবেদনকে অটল ভাবে প্রতিষ্ঠিত কর। এর পরে তুমি আর কাপুরুষ থাকতে পার না।

জীবনের সার্থকতা আত্মত্যাগে

অপর একজনকে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সার্থকতা আত্মত্যাগে। ভগবানের কাছে যদি কখনো কিছু প্রার্থনা কর, তবে শুধু এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রার্থনা ক'রো, তোমার জীবন যেন ত্যাগে পূর্ণতা পায়, আর সেই ত্যাগ যেন ভগবানের প্রীতির জন্য অনুষ্ঠিত হয়।

ইষ্টনিষ্ঠা ও সাধুসঙ্গ

অপর একজনকে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সৎলোকের সংসর্গে মানুষ সৎ হয়। সুতরাং সর্ব্বদাই সাধুসঙ্গে কাটাবে। কিন্তু এমন সাধু ব্যক্তি যদি পাও, যাঁর সহস্র সদ্‌গুণ আছে কিন্তু তাঁর সঙ্গের প্রভাবে তোমার ইষ্টনিষ্ঠা হ্রাস পাচ্ছে, তবে বিষবৃক্ষের ন্যায় অথবা বিষধর ভুজঙ্গের ন্যায় তাঁর আশ্রয় পরিত্যাগ ক'রো।

ভুলিয়া যাও নাম ও গোত্র

অন্য রাত্রিতে শ্রীশ্রীবাবা জনৈক সন্ন্যাসপ্রার্থী কর্ম্মী ভক্তকে এক পত্রে লিখিলেন—

"নিজের কণামাত্র porsonality (ব্যক্তিত্বাভিমান) না রাখিয়া যদি বাহির হইয়া পড়িতে পার, দেখিবে অল্প সময়ে কি অঘটন ঘটিয়া যায়। (তোমার নিজ) আশ্রমের প্রতি মায়া-মমতা যদি কিছু থাকে, বাবা, ছাড়িয়া দাও। নির্ম্মম হও, পাষাণ হও, নিজের হাতের গড়া জিনিষ নিজে ভাঙ্গিবার শক্তি অর্জ্জন কর। * * * অতীত যদি যাইতে চাহে, জানিও মঙ্গলময় ভবিষ্যৎকে আহ্বান করিয়াই সে অদৃশ্য হইতেছে। * * * অতীতের সকল সংস্কার বিস্মৃত হইয়া যাইবারই নাম সন্ন্যাস। ভুলিয়া যাও, তুমি কার পুত্র, কোন্ গোত্র, কোথায় ধাম, কোন্ প্রতিষ্ঠানের তুমি স্রষ্টা ; সব ভুলিয়া নিজেকে নিঃশেষে পরমাত্মার পায়ে সমর্পণ কর,— তাঁর মঙ্গলময় অভিপ্রায় পূর্ণ করিবার জন্য। ব্যক্তিত্বাভিমান, কর্ত্তৃত্বাভিমান, আত্মাভিমান সব সদ্‌গুরু পরমাত্মায় আহুতি দাও। পূর্ব্বতনু ধ্বংসের পূর্ব্বে কে কবে নূতন দিব্য দেহ অর্জ্জন করিয়াছে।"

পত্র লিখিয়া রাত্রেই ডাকে দেওয়া হইল। তাহার অর্দ্ধঘণ্টা পর হইতে অনেক দিনের উপদেশ-বাণী লিখিয়া রাখিবার কোনও উপায় হয় নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুমিল্লা
চৈত্র * ১৩৩৯

বাংলা ১৩৩৯ সালের চৈত্র মাসে মৌনাবস্থায় শ্রীশ্রীবাবা কয়েকটী দিন কুমিল্লা সহরে নান্নুয়া-দীঘীর পাড়ে উকিল শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ বিহারী গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে অবস্থিতি করিতে ছিলেন। ‡শ্রীশ্রীবাবার উপস্থিতি কালে প্রত্যহ শত শত বিশিষ্ট ও পদস্থ ব্যক্তি তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম দর্শনে এবং উপদেশ লাভার্থ আসিতেন। একদিন তিনি সকলের অনুরোধে "গুরু বাদ" সম্বন্ধে একটী লিখিত উপদেশ প্রদান করেন। ভ্রাতা শ্রীমান্ নরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী তাহা পাঠ করিয়া সকলকে শুনাইতে থাকেন। পূজনীয় ক্ষীরোদ বাবু তাহা যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছিলেন। তাহাই নিম্নে প্রকাশিত হইল।

ভারতীয় জীবনে গুরু

ভারতীয় আধ্যাত্মিক জীবনে গুরুর স্থান একটা অবিসংবাদিত কৌলীন্যের স্থান। এমন কোনও ধর্ম্মমত বা ধর্ম্মপথ ভারতে প্রায় নাই, যাহার গোড়ায় গুরুর প্রয়োজনীয়তা খুব দৃঢ়তার সহিত সমর্থিত হয় নাই। অতএব গুরুতত্ত্বের আলোচনা খুবই একটা অত্যাবশ্যকীয় আলোচনা, ইহাতে সন্দেহ নাই।

গুরু কি ?--এই প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন দিক্ হইতে বিভিন্ন প্রকার হইবে।

---

* সঠিক তারিখ নির্দ্ধারণ করা যায় নাই। নির্দ্ধারণ সম্ভব হইলে দ্বিতীয় সংস্করণে দেওয়া হইবে। এই সময়কার কতক পাণ্ডুলিপি হারাণো গিয়াছে। পুনরুদ্ধার সম্ভব হইলে দ্বিতীয় সংস্করণে সংযোজিত হইবে।

‡ পূজ্যপাদ ক্ষীরোদ বাবুপ্রসিদ্ধ সিদ্ধমহাপুরুষ শ্রীশ্রীভোলানন্দ গিরি মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত। এই গৃহস্থ-মহাপুরুষের পবিত্র গৃহে গিরি মহারাজ একে একে সাতবার পদধূলি দিয়াছিলেন বলিয়া কুমিল্লা সহরের মধ্যে গঙ্গোপাধ্যায়-গৃহ একটি তীর্থতুল্য স্থান বলিয়া অনেক সাধুসঙ্গী ব্যক্তির অন্তরের ধারণা।

৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক এক জনে গুরুকে এক এক প্রকারে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তদুচিত ভাবে সদ্‌গুরুতত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন।

সহজভাবে আমরা দেখিতে পাই, একজন আর একজনকে না শিক্ষা দিলে যে-কোনও বিষয় আয়ত্ত করা কঠিন। ক, খ, শিখিতে পণ্ডিত লাগে, কামারের কাজ, কুমারের কাজ শিখিতে শিক্ষাদাতার প্রয়োজন হয়। সেতার শিখিতে, এস্রাজ শিখিতে, গান শিখিতে, তবলা শিখিতে ওস্তাদের আবশ্যকতা পড়ে।

কিন্তু এমন দুই চারিজন আশ্চর্য্য ভাগ্যধর প্রতিভাবান পুরুষ জগতে সকল সময়ে জন্মিয়াছেন, যাঁরা বিনা ওস্তাদে আশ্চর্য্য তবলা বাজান, সেতার বাজান। একটী বোবাকে আমি দেখিয়াছি, শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত নিজ কৌতুহল প্রেরিত হইয়াই বর্ণমালা আয়ত্ত করিয়াছে। এরূপ ব্যক্তি দুর্ল্লভ, অতীব দুর্ল্লভ। ইহাদিগকে Prodigy (অতিমানুষ-প্রতিভা-সম্পন্ন) বলা যাইতে পারে। পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত কৃতিত্বের বৈভব ইহারা ভোগ করিতেছেন বলিয়া উক্ত হয়।

এইরূপ অসামান্য অতি দুর্ল্লভ দুই একজন ছাড়া সবাইকেই শিক্ষালাভের জন্য অপরের নিকট সাহায্য লইতে হয়,—ইহাই গুরুবাদের বাহিরের মোটা ভিত্তি।

সুতরাং সাধারণ বিচারে সাদা চোখে গুরু একজন শিক্ষক ব্যতীত অপর কিছুই নহেন। তিনি যাহা শিখিয়াছেন, তাহাই তিনি অপরকে শিখাইতেছেন, তিনি যে সব কৌশল আয়ত্ত করিয়াছেন, তাহাই অপরকে কল্যাণহেতু ধরাইয়া দিতেছেন, তিনি নিজে যে পথে চলিয়াছেন, সেই পথটা দেখাইয়া দিতেছেন। কারণ, যে যে পথে চলে নাই, সে সেই পথ সম্পর্কে উপদেশ দিতে অধিকারী নহে। কলেজে ইতিহাসের এম, এ "ইতিহাস" পড়ান, "ফিজিক্স" এর এম, এ 'ফিজিক্স' পড়ান। এই দৃষ্টিতে যখন গুরুকে দেখি, তখন তাঁর প্রণামের মন্ত্র—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

এই অবস্থাতেই তাঁর বন্দনা হয়,

"তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

তিনি চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিলেন, পথ দেখাইয়া দিলেন তারপর তাঁর ছুটী।

পথ দিয়া আমি চলিয়াছি। গভীর অন্ধকার। পথও চিনি না, চিনিলেও বিপদের অন্ত নাই, আলো নাই, হাতে লাঠি নাই। কোন্ সময়ে খাদে পড়িয়া মরিব,—ঠিক্ নাই। বাস্তবিক কিছুকাল পরে খাদে পড়িলামও। তারস্বরে চীৎকার করিতেছি উদ্ধারের জন্য,—'যদি কেউ দয়াল থাক, তুলিয়া দাও।' দয়াল একজন মিলিল; তিনি বলিলেন,—"টানিয়া তোমায় তুলিব, কিন্তু বাছা! আমাকে 'বাপ্' বলিয়া ডাকিতে হইবে।" ইচ্ছা নাই "বাপ্" ডাকিব, কিন্তু ঠেকিলে বাঘেও ধান খায়। অগত্যা স্বীকার করিলাম, অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া বাপই ডাকিব। তিনি হাতে টানিয়া তুলিলেন, একটী লাঠি দিলেন, আর একটী বাতি দিলেন,—সুদূরে এক জ্যোতিঃ দেখাইয়া দিলেন—লক্ষ্য। বাতি পাইলাম—নাম, লাঠি পাইলাম—প্রণালী,—পথ চলিলাম—সেই সুদূর লক্ষ্যে তাকাইয়া—এই লক্ষ্য "শ্রীভগবান"। গুরু কোথায় গেলেন, আর কি করিলেন, তাহা আমার খুজিবার প্রয়োজন বা অবসর রহিল না। এই অবস্থা—কর্ম্মযোগীর,—তিনি গুরুদত্ত সাধনাটাকেই প্রধান মনে করিয়া—গুরুকে মাত্র পথ-প্রদর্শক বলিয়া গণনা করেন। ইহাদেরই প্রণামের মন্ত্র—'তৎপদং দর্শিতং' যেন ইত্যাদি।

কর্ম্মী গুরুদত্ত সাধনটাকেই বেশী আদর করেন। কারণ, গুরুর খোঁজ রাখিবার তাঁর অবসর নাই, অতএব গুরু স্বভাবতঃ কতকটা দূরেই। আর পরব্রহ্ম এখনও লাভ হয় নাই, অতএব লক্ষ্যও অনেকটা দূরে। হাতের মুঠায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রহিয়াছে গুরুদত্ত সাধন,—এই সাধনটাকে তিনি সর্ব্বতোভাবে কাজে লাগাইয়া ছাড়িবেন। সাধন করিবার আগে গুরুদেবকে একবার তিনি স্মরণ করিতে পারেন, কিন্তু সমগ্র মন ও প্রাণ তাঁর পড়িয়া থাকে 'সাধনতন্ত্রে'। তান্ত্রিক সাধকেরা কতকটা এই প্রকৃতি-বিশিষ্ট। তাঁরা গুরুকে অনাদর করেন না কিন্তু সাধনকেই জীবনের চরম চরিতার্থতার পক্ষে সর্ব্বে-সর্ব্বা বলিয়া মনে করেন।

একই গুরু বিভিন্ন শিষ্যের নিকট বিভিন্নভাবে প্রতিভাত হইতেছেন। একজন গুরুকে পথপ্রদর্শক মাত্র মনে করিয়া, পথটী জানিবার ও পথটী চলিবার দিকেই সমগ্র মন দিলেন। ইহার ভিতরে আত্মশক্তিতে বিশ্বাসের প্রাচুর্য্য এবং নিজ ভবিষ্যৎ নিজে গড়িবার আগ্রহ অত্যধিক। তাই ইনি গুরুসেবা বলিতে সাধারণ আমরা যাহা বুঝি, তাহার প্রতি কতকটা উদাসীন হইলেও, পথটা কি তাহা পুঙ্খাণুপুঙ্খরূপে জানিয়া লইতে তাঁর আগ্রহ অফুরন্ত এবং ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে অন্ন পরিবেশন করিলে যেমন সে আহারে বিলম্ব করে না, তদ্রূপ গুরুদত্ত পথ বুঝিয়া লইবার পরে এই পথের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে তাঁর আলস্য নাই, ভয় নাই, অবসাদ নাই। তিনি তাঁর পরমপ্রিয়ের স্পর্শ নিজের মধ্য দিয়া পাইবার জন্য ব্যগ্র, গুরুর মধ্যে নিজেকে বিকাইয়া দিবার রুচি তাঁর নাই। ধনী পিতার উপার্জ্জনক্ষম পুত্রের মেজাজটা তিনি প্রাপ্ত হন। তাঁর বিচার প্রণালী নিম্নরূপ।—

গুরু কে?—না, যিনি অন্ধকার দূর করেন। আমার সম্মুখে একটা হ্যারিকেন ল্যাম্প আছে। ইহাই কি অন্ধকার দূর করিতেছে? প্রথমতঃ তাহাই মনে হইবে। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইব, এই হ্যারিকেনের ভিতরে যে অগ্নি রহিয়াছেন, অন্ধকার দূর করেন তিনি। হ্যারিকেন—গুরুর দেহ, ভিতরের অগ্নি—পরমাত্মা। পরমাত্মার প্রভা এক একটা নির্দ্দিষ্ট দেহের মধ্য দিয়া অত্যন্ত ভাস্বরভাবে প্রকাশিত হয়, তাই দেহটার আদর। যে লণ্ঠন অর্থাৎ দেহ ভাঙ্গা, যার চিমনি (অর্থাৎ মন) অনুজ্জ্বল, সেই লণ্ঠনের ভিতরে অগ্নি থাকিলেও আলো বিকীরিত হয় না। তাই দেখা যায় শাস্ত্রে অন্ধ খঞ্জ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুব্জ, কুষ্ঠী, বাচাল, অস্থির-চিত্ত ব্যক্তিকে গুরুরূপে গ্রহণ নিষেধ। ইহার কারণ এই যে, দেহের অপূর্ণতা, লণ্ঠনের ভগ্নতা, তন্মধ্যস্থ অগ্নির জ্যোতি-বিকীরণী শক্তিকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখে।

মধুলুব্ধ ভ্রমরের ন্যায় পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে ভ্রমণের উপদেশ ইঁহার জন্য। যে পথ চলিলে প্রকৃতই নির্ব্বিঘ্ন যাত্রা হইবে,—সেই পথ যদি না পান, তাহা হইলে এই শ্রেণীর শিষ্য নিরাপদ পথ পাইবার জন্য গুরু হইতে গুর্ব্বন্তরে গমন করিবেন। যেখানে সহজচক্ষে গুরুকে সামান্য মানব বলিয়া মনে হইতেছে, যেখানে সাধন করিবার পরেও সত্যের আভাষ মিলিতেছে না, যেখানে গুরুমুখ-নিঃসৃত অভয়বাণী মনকে একনিষ্ঠ করিতে পারিতেছে না, সেখানে মধুহীন পুষ্প ছাড়িয়া মধুগর্ভ পুষ্পের অন্বেষণে ভ্রমণ করিতে এই শ্রেণীর শিষ্যকেই এবং এই অবস্থাতেই শাস্ত্র নির্দ্দেশ দিতেছেন। অবশ্য, এইরূপ একস্থান হইতে অপরস্থান ভ্রমিতে ভ্রমিতে জীবন কাটিয়া যাইতে পারে, সেই বিপদ আছে। কিন্তু এখানে শিষ্যের যুক্তি এই যে, বিপথে চলিয়া পরমাত্মাকে না পাওয়ার চাইতে দুই চারি জন্ম সত্যপথ লাভের আশায় ঘুরিয়া বেড়ান ভাল এবং এই যুক্তির ভিতরে গভীর সত্য যে নিহিত নাই, তাহা নহে।

প্রথমেই ঝোঁকের মুখে বা খেয়ালের বশে গুরুকরণ করিলে, এই বিপদ অনেকের পক্ষেই অবশ্যম্ভাবী। চিন্তাপহারক শ্রীগুরুর সাক্ষাৎ লাভের জন্য যেখানে আত্মপ্রস্তুতির অভাব এবং শ্রদ্ধিত চিত্তে সাত্ত্বিক মনে প্রতীক্ষমাণ হইয়া রহিবার শক্তির যেখানে অভাব, সেখানে এইরূপ বিপদ অপরিহার্য্য। তাই সদগুরুর (অর্থাৎ যিনি সত্য এবং যিনি গুরু), যাঁর ভিতরে সত্য জাগ্রত হইয়াছেন, এমন গুরুর জন্য অপেক্ষা করিতে হয় এবং তিনি যেদিন আসিবেন, সেদিন যাতে তাঁর জন্য হৃদয়-আসন যোগ্যভাবে পাতিয়া দিতে পারি,—সেজন্য নিজের সরল, সহজ বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিয়া যাইতে হয়। ইহাই সদ্গুরু লাভের কৌশল।

সদ্গুরু বহুপুণ্যে বা তাঁর অহেতুকী কৃপায় লব্ধ হয়। যে ভূমিতে হল কর্ষিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া আছে, তাহাতে কৃপার বারি ও বীজ পতিত হইলে দেখিতে না দেখিতে রমণীয় শ্যাম-শোভায় পূর্ণ হয়।

দীক্ষাগুরু আর শিক্ষাগুরু লইয়া যে এক দ্বন্দ্ব বিশেষভাবে বৈষ্ণব-সমাজে চলিয়াছে, তার মূল উৎস এই অপেক্ষা করিবার শক্তির অভাবে, নিজেকে সদ্গুরুর কৃপার জন্য উন্মুখ করিয়া শবরীর ন্যায় প্রতীক্ষা করিয়া রহিবার ধৈর্য্যের অভাবে এবং আত্মপ্রস্তুতির রুচির অভাবে।

শাস্ত্রে কুলগুরু হইতে দীক্ষা লইবার নির্দ্দেশ আছে এবং পৈত্রিক গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা লইয়া সকলেই কুলগুরু গ্রহণ করিলাম বলিয়া মনেও করিয়া থাকেন। কিন্তু পিতার গুরুর যিনি পুত্র বা কন্যা, তিনি বাস্তবিক প্রস্তাবে হয়ত নিজ জীবনে সত্যের জাগরণ অনুভব নাও করিয়া থাকিতে পারেন। এমতাবস্থায় তাঁর কাছে দীক্ষা লইলে প্রকৃত পথ জানিবার জন্য বেচারী শিষ্যের "মধুলুব্ধ ভ্রমরের ন্যায়" পর্য্যটন করিয়া বেড়ান ছাড়া আর গতি কি থাকিতে পারে ?

কিন্তু কুলগুরু শব্দের মানে-ই যে আমরা বুঝিনা। কুলকুণ্ডলিনী যাঁর জাগিয়াছে, তেমন গুরু কুলগুরু। তিনি আমার পূর্ব্বপুরুষের গুরু নাও হইতে পারেন, এমন কি হয়ত আমার পৈতৃক দাস-বংশে তাঁহার জন্ম হইতে পারে। কুলকুণ্ডলিনী যাঁর জাগিয়াছে, তিনিই কুলগুরু। তাঁকে গ্রহণই কুলগুরু গ্রহণ। তাঁকে বর্জ্জনই কুলগুরু বর্জ্জন।

কুলকুণ্ডলিনী নীচ বংশে ও জাগিতে পারে,—যথা, কবীর, দাদু, রুহিদাস,—স্ত্রীলোকেও জাগিতে পারে,—যথা, মীরাবাই, যমুনাবাঈ, রামকৃষ্ণসহধর্ম্মিণী ইত্যাদি। কুলগুরুই গ্রহণীয়, অতএব স্ত্রীলোকের ভিতরে সত্যের জাগরণ ঘটিলে, এই যুক্তির বলেই তাঁহাকে গুরুরূপে বরণ করা যায়। তথাপি শাস্ত্রে স্ত্রীগুরু গ্রহণ নিষেধ আছে। ইহার কারণ কি ? ইহার কারণ সংক্ষেপে বলিলে এইটুকুই বলিতে হয় যে,—গুরু শিষ্যের দৈহিক, মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক সর্ব্ববিধ মঙ্গলের জন্য দায়ী এবং সর্ব্ব বিষয়ে উপদেশ দিতে বাধ্য ও অধিকারী। সাধক-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবনের এমন বহু সমস্যা আছে, যাহা পুরুষ-শিষ্যকে সমাধান করিয়া দিতে স্ত্রীগুরুর পক্ষে 'অসুবিধা হইবে। কারণ, যে ক্ষেত্রে স্ত্রীশিষ্যেরা একমাত্র ভক্তিমার্গানুগামিনী হইয়া সকল চিত্ত-বিপ্লব প্রশান্ত করেন, ঠিক সেই ক্ষেত্রে পুরুষ শিষ্যের স্বাভাবিক পুরুষোচিত প্রকৃতি ব্রহ্মাণ্ড ওলট-পালট করিয়া দেয়। পৃথিবীর ইতিহাস বহুবার দেখাইয়াছে যে, একটী পুরুষের কামনা-বাসনার ইন্ধন যোগাইতে জগতের কত প্রাণ-হনন হইয়াছে, কত দেশ ধ্বংশ হইয়াছে। কোনও নারীর কামনার যজ্ঞে জগৎ এমনভাবে নিজেকে আহুতি দেয় নাই।

সাধক মাত্রেরই পরম শত্রু দুর্ব্বার কাম। নারী-শিষ্যারও কাম থাকে,—এমন কি শাস্ত্র ত' নারীর কাম পুরুষের অষ্টগুণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু নারার সংযম-সামর্থ্যও অষ্টগুণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। পুরুষের কাম পুরুষজাতির নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার সুযোগ পাইয়া তার মনকে নিয়ত বিভ্রান্ত করিতেছে। এই বিভ্রম দূর করিবার দায়িত্ব গুরুর। স্ত্রী-গুরু এই দায়িত্ব অতি অল্পক্ষেত্রেই নিঃসঙ্কোচে পালন করিতে পারিবেন। এই আশঙ্কাতেই শাস্ত্র স্ত্রীগুরু নিষেধ করিয়াছেন। নতুবা স্ত্রীগুরুতে গুরুশক্তির বিকাশ হয় না,—তার মধ্যে ব্রহ্মজাগরণ ঘটে না,—ইহা নহে।

কুলকুণ্ডলিনী যাঁর জাগিয়াছে, তাঁর পরীক্ষা লওয়া আর এক জন জাগরণশীল ব্যক্তির পক্ষেই সম্যক্ সম্ভব। সুতরাং শিষ্যের পক্ষে গুরুর কুলকুণ্ডলিনী জাগিল কি না-জাগিল, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। কিন্তু একটী দুইটী সরল সোজা পরীক্ষার উপায়ও আছে। যাঁর সংস্পর্শমাত্র স্বভাবতঃ বিনা উপদেশে চিত্তের নিম্নগামিনী বৃত্তিগুলি থমকিয়া দাঁড়ায়, আধ্যাত্মিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার বান অন্তর জুড়িয়া বহিতে আরম্ভ করে, বুঝিতে হইবে, তাঁর কুলকুণ্ডলিনী জাগিয়াছে। যাঁর সংস্পর্শমাত্র বিনা প্রশ্নে মনের দীর্ঘপোষিত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব যেন মন্ত্রবলে অন্তর্হিত হইয়া যায়, বুঝিতে হইবে, তাঁর কুলকুণ্ডলিনী জাগিয়াছে। যাঁর বাহিরের উপদেশ অপেক্ষা ভিতরের শক্তি আমার মধ্যে অধিক ক্রিয়াশীলা, সত্ত্বভাবের প্রেরয়িত্রী, বুঝিতে হইবে, তিনি কুলগুরু।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুলকুণ্ডলিনী যাঁর জাগ্রত হইয়াছে, তেমন সিদ্ধ গুরুর স্নিগ্ধ দৃষ্টিই প্রকৃত দীক্ষা;—কানে মন্ত্র শুনার নামই সকলস্থলে দীক্ষা নহে। গুরুর কুলকুণ্ডলিনী-জাগরণ হইল কিনা,—তার পরীক্ষা এইখানে।

যাহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী মহাশক্তি, তাহাই আমার এই ক্ষুদ্র দেহ মধ্যে যখন অনুভূত হয়, তখন তার নাম কুলকুণ্ডলিনী। অর্থাৎ পরমাত্মা আর কুলকুণ্ডলিনী একার্থবাচক দুইটী শব্দ। ক্ষুদ্র দেহ-ভাণ্ডে আসিয়া তিনি দেহের প্রভাব মান্য করিতেছেন, যেমন একজন অরণ্যচারী পরমযোগী গৃহস্থ-গৃহে আসিলে গৃহস্থের পারিবারিক শৃঙ্খলাগুলি কতকটা মানিয়া চলেন।

"পঞ্চ ভূতের ফাঁদে
ব্রহ্ম প'ড়ে কাঁদে।"

(রামকৃষ্ণ)

দেহ মধ্যে ব্রহ্মশক্তি যেন শত-শৃঙ্খল বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছেন, তিনি দেহের, মনের প্রভু হইয়াও দেহের অভ্যাস ও মনের সংস্কারের কাছে হাত জোড় করিয়া নতজানু হইয়া ভৃত্যের ন্যায় বসিয়া আছেন। ইহাকেই বলে ঘুমন্ত কুলকুণ্ডলিনী।

'ঘুম পাড়াতে মন্দ ছেলে
মা আমার ঘুমিয়ে গেলি।"

(সতীশচন্দ্র)

ঘুমন্ত জননী আদ্যাশক্তি-জগন্মাতা কি ভাবে জাগেন, তাহা একমাত্র সদ্গুরুবক্ত্রগম্য। কিন্তু যখন জাগেন, তখন দেহের প্রত্যেকটী অনু-পরমাণুকে চুম্বকের শক্তি প্রদান করেন। যিনি দেখিতে কদাকার হইয়াও অব্যক্ত আকর্ষণে আমাকে আধ্যাত্মিক রাজ্যে টানিয়া নিতে পারেন, তিনিই কুলগুরু। কুলগুরু মন্ত্রদান করিতে পারেন, নাও পারেন,—মন্ত্রই প্রধান নহে, তাঁর অন্তরের তপঃপূত ইচ্ছাশক্তিই প্রধান। তাঁর অভয়প্রেরণা বিনা-উপদেশে শিষ্যের ভিতরে যাবতীয় যোগক্রিয়া, যাবতীয় অনুভূতি, যাবতীয় অতীন্দ্রিয় আস্বাদনকে স্ফুরিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া দিতে পারে। শিষ্যের আধার কিঞ্চিৎ শুদ্ধ হইলে দর্শন-মাত্রেই সে তার গুরুকে চিনিতে পারে। এস্থলে শিষ্যের গুরুবিচার কর্ম্মী-শিষ্যের মত নহে। তাহা পরে বলিতেছি।

যেখানে গুরুর শুদ্ধ ইচ্ছা শিষ্যের ভিতরের ব্রহ্মচেতনা জাগাইয়া দিতেছে, সেখানে শিষ্যের চ'খে দেহটা পড়েই নাই। শিষ্যের মর্ম্মভেদী দৃষ্টি গুরুর পাঞ্চভৌতিক দেহকে অতিক্রম করিয়া ভিতরের স্বরূপ দর্শন করে।

এই স্বরূপ-দর্শনের দুইটা স্তর আছে। এক স্তরে শিষ্য নিজের ভিতরে গুরুশক্তির বিভিন্ন ক্রিয়াকে দর্শন করিতেছে। ইহাকে সগুণ স্তর বলিব। অপর স্তরে শিষ্য নিজের ভিতরে গুরুশক্তির বিকাশকে দর্শন করিতে করিতে গুরুতে ডুবিয়াছে, তাঁর শক্তিকে তাঁর স্বরূপ হইতে পৃথক্ বলিয়া অনুভব করিতে সমর্থ হইতেছে না। ইহাকে বলিব নির্গুণস্তর।

সগুণ স্তরে শিষ্য গুরুকে প্রণাম করে, "গুরুর্ব্রহ্মা, গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দেব মহেশ্বরঃ" বলিয়া। নির্গুণস্তরে শিষ্য গুরুপ্রণাম করে "গুরুরেব পরংব্রহ্ম" বলিয়া।

সগুণ স্তরে শিষ্য গুরুকে প্রণাম করে, "যস্মাৎ জাতং জগৎ সর্ব্বং যস্মিন্নেব বিলীয়তে, যেনেদং ধার্য্যতে চৈব"—বলিয়া।

নির্গুণস্তরে শিষ্য গুরুকে বন্দনা করে,—"ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং, দ্বন্দ্বাতীতং"—প্রভৃতি বলিয়া।

সগুণ স্তরে শিষ্য কতকটা ভক্তিপন্থী, শান্ত, দাস্যাদি ভাবক্রমে। নির্গুণ স্তরে শিষ্য চরম জ্ঞানযোগী, দ্বৈতভাবে বা অদ্বৈতভাবে। গুরুতত্ত্বের কঠিন স্থানটায় আসিয়াছি। ইহা সঠিক বুঝা কতকটা সাধন-শক্তির উপরে নির্ভর করিবেই।

সগুণ স্তরে শিষ্যের নিকটে গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরু, মহেশ্বর। ব্রহ্মা কেন বলা হইল? যেহেতু গুরুর সূক্ষ্ম কৃপাশক্তি শিষ্যের ভিতরে এক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মস্ত-বড় সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। শিষ্য গুরুর শক্তিকে আধ্যাত্মিক চেতনার স্রষ্টারূপেই প্রথম সময়ে উপলব্ধি করে। ব্রহ্মা বলিয়া একজন রক্তবর্ণ দেবতা আনিয়া দাঁড় করাইবার প্রয়োজন নাই। গুরুর শক্তি শিষ্যের অন্তরে নব নব সৃষ্টির উন্মেষ ঘটাইতেছে,—কত দিব্য অনুভূতির বীজ পড়িতেছে, কত অনির্ব্বচনীয় আস্বাদন অঙ্কুর মেলিতেছে, কত অপূর্ব্ব সুষমা-মণ্ডিত বিচিত্রতা মাথা তুলিয়া আসিয়া দাঁড়াইতেছে। গ্রহ, উপগ্রহ চন্দ্র, তারকা সৃষ্টি পাইয়া নিজ নিজ কক্ষে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল, গুরু-কৃপায় অন্তরের অনুভূতি-রাজ্য শূন্যময় অন্ধকারের পরিবর্ত্তে জ্যোতির্ম্ময় সৃষ্টিতে পরিণত হইল। সৃষ্টির অনুভূতি চরমে পৌঁছিলে, এই অনুভূতিগুলিকে পুষ্ট করিবার জন্য গুরুশক্তি ক্রিয়া আরম্ভ করিল। এখানে গুরু পোষক, বর্দ্ধক, পালক। চিত্তের প্রত্যেকটী মঙ্গলময়ী বৃত্তি এখানে গুরুশক্তিতে সুপরিপুষ্ট হইতেছে, প্রবর্দ্ধমান হইতেছে, বিস্তারলাভ করিতেছে। এতক্ষণ গিয়াছে Creation, এখন আরম্ভ হইল Consolidation,—এখন গুরুশক্তি পোষণী শক্তিরূপে প্রতিভাত ও অনুভূত হইতেছে। অতএব, এইক্ষেত্রে গুরু বিষ্ণু।

সৃষ্টি থাকিলেই ধ্বংসের প্রয়োজন। ধ্বংশ ছাড়া জগতে কোনও সৃষ্টিই হয় নাই। চিত্তবৃত্তির প্রকাশশীল সাত্ত্বিক স্বভাবের যখন সৃষ্টি হইতেছে, ঠিক্ সঙ্গে সঙ্গেই চিত্তের তমঃ-স্বভাবের প্রস্ফুরিকা বৃত্তিগুলি গুরুশক্তিতে বিনষ্ট হইতে আরম্ভ করিল। সত্ত্ব, রজ, তম, এই তিনটী তীক্ষ্ণাগ্র-বিশিষ্ট ত্রিশূল নিজ হস্তে সম্পূর্ণ আয়ত্তে রাখিয়া গুরুশক্তি ধ্বংশের তাণ্ডব-নৃত্য আরম্ভ করিল। সৃষ্টি-লীলায় চিত্তে সাত্ত্বিক প্রেরণা জাগিয়াছে, ধ্বংশ-তাণ্ডবে অসাত্ত্বিক কামনা, বাসনা, লালসা, ধ্বংশ হইতে আরম্ভ করিল; সুতরাং "গুরুরেব মহেশ্বরঃ।"

এতক্ষণ শিষ্য সগুণান্তরে ছিলেন। কিন্তু গুরুশক্তির সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-লীলা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যখন যুগপৎ প্রত্যক্ষ হইতে আরম্ভ করিল, যখন একযোগে ত্রিধারা আসিয়া সংযুক্ত হইল, ত্রিবেণীর দুয়ার যখন খুলিল, তখন সৃষ্টির ধারা আর ধারা রহিল না, স্থিতির ধারাও আর ধারা রহিল না, সংহারের ধারাও আর ধারা রহিল না,—হইল দুস্তর মহাসমুদ্র। যেদিকে তাকাও অফুরন্ত জলরাশি,—গুরুশক্তির মহিমার পারাপার নাই, সীমা নাই, ইয়ত্তা নাই। বাক্য তখন মূক, বুদ্ধি, তখন স্তব্ধ, অনুভূতি তখন অনির্ব্বচনীয়। তখনই শিষ্য জানিলেন,—"গুরুরেব পরংব্রহ্ম"। শিষ্যের জীবনে নির্গুণস্তর আরম্ভ হইল।

নির্গুণ স্তরের প্রথম অবস্থায় দ্বৈত প্রকাশমান। শিষ্য নিজেকে গুরু হইতে পৃথক দেখিতেছেন। তাঁকে পরব্রহ্ম জানিয়াও ডুব দিয়া তার সঙ্গে এক হইতেছেন না।

নির্গুণ স্তরের দ্বিতীয় অবস্থায় অদ্বৈত প্রতিষ্ঠিত। শিষ্য গুরুকে পরব্রহ্ম বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন, নিজে সেই মহাসমুদ্রে আপাদমস্তক নিমজ্জিত হইয়াছেন এবং নিজেতে ও গুরুতে অভেদ—সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। এই শিষ্যকে পরমহংস বলা হইয়া থাকে। আধারই আধেয় কিন্তু চরম অবস্থায় ভেদজ্ঞানরহিত। যাহা বলিতে একযুগ লাগে, তাহা পরমাত্মার কৃপায় সংক্ষেপে এইখানেই আপাততঃ শেষ হউক।

ওঁ নমো নারায়ণায়।

(দশম খণ্ড সমাপ্ত)

LIBRARY
No.
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অখণ্ড-স্তোত্রম্

১। ওঁ অমৃতং সুন্দরং শান্তং নিত্যং প্রেম-সুখাবহন্,
ভক্তানাং প্রাণ সর্ব্বস্বং নরমানন্দ-বর্দ্ধকম্,
অনন্তং নিখিলং সত্যং শুদ্ধমানন্দবিগ্রহম,
ধ্যান-স্তিমিত-নেত্রাভ্যাং দ্রষ্টব্যম্ অদ্বিতীয়কম্,
নান্যঃ প্রিয়তরো যস্মাৎ নাভূন্নবা ভবিষ্যতি,
পতিতোদ্ধারকং মন্ত্রং ওঙ্কারং প্রণমাম্যহম্ ॥১॥

২। ওঁ ধৃতং প্রেম্না জগদ্ যেন, ত্রৈলোক্যং জায়তে যতঃ,
বিশ্রামো লভ্যতে যস্মিন্ শ্রান্তে ক্লান্তে চ জন্মসু,
পিপাসাসু চ সর্ব্বাসু যস্ত তৃষ্ণাপহারকঃ,
প্রার্থনাসু চ সর্ব্বাসু সর্ব্বথা কাম-পূরকঃ,
স্থূলে সূক্ষ্মে ইহামুত্র চৈতন্যং আত্ম-সংস্থিতম্,
প্রাণদং প্রেমদং পুণ্যং মন্ত্ররাজং নমাম্যহম্ ॥২॥

৩। ওঁ নির্ম্মলং নিষ্কলং পূর্ণং ভেদবুদ্ধের্বিমর্দ্দকম,
স্বরূপং সর্ব্বভূতানাং অখণ্ডং নাদ-রূপকম্'
বিজ্ঞানং পরমং ব্রহ্ম চিদানন্দ ঘনং শুভম্,
ব্রহ্মেন্দ্রা বিষ্ণু-রুদ্রাশ্চ ধ্যায়ন্তি যম্ অহর্নিশম্,
গায়ন্তি ঋষয়ো দেবা ভক্তি-ব্যকুল-চেতসঃ,
সর্ব্বামহমিকাং ত্যক্ত্বা মহামন্ত্রং ভজাম্যহম্ ॥৩॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অখণ্ড সঙ্গীত

—:০:—

খণ্ড আজিকে হোক্ অখণ্ড,
অণু-পরমাণু মিলিত হোক্,
ব্যথিত পতিত দুঃখী-দীনেরা
ভুলুক বেদনা, ভুলুক শোক ॥

ছোটবড় সব এক হ'য়ে যাক্,
প্রাণে প্রাণে হোক্ নব অনুরাগ,
জীবে জীবে হোক্ প্রেম-বন্ধন,
সৃষ্ট হোক্ আনন্দ-লোক ॥

দূরে থাকা আর চলিবে না,
জগতের কাছে আছে দেনা ;
জনমে জনমে প্রাণ বলি দিয়া
ফুটুক নয়নে বিমলালোক ॥

অপগত হোক্ আত্ম-কলহ,
স্বার্থ-প্রসূত দুঃখ-নিবহ ;
শরেণ্য হোক্ ত্যাগের মন্ত্র,
ত্যাগই অমৃত, নহেক ভোগ ॥

—স্বরূপানন্দ—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi